বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৯০॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৩ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৬ সাবান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নিজেরা বিভক্ত হলে স্বৈরতন্ত্র শক্তিশালী হবে : দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জনগণ, গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, নিজেরা বিভক্ত হলে স্বৈরতন্ত্র শক্তিশালী হবে। তাই যে কোন পরিস্থিতিতে ২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুতই ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি হবে : আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির জন্য সব নথি পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রেড নোটিশ জারি করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে পুলিশ সদর দপ্তর। এ ব্যাপারে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেছেন, দ্রুতই ইন্টারপোলের রেড ২-এর পাতায় দেখুন

গণহত্যার বিচারে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে: সালাহউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : গণহত্যার বিচারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে আঞ্চলিক সম্পাদক পরিষদ আয়োজিত 'জাতীয় ঐক্য ও বর্তমান বাস্তবতা' শীর্ষক ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। -পিআইডি

বিচার বিভাগ-জনপ্রশাসনে সংস্কার নাগরিকদের হেনস্তা থেকে মুক্তি দেবে : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিচার বিভাগ এবং জনপ্রশাসনে সংস্কার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বহু বছর ধরে যে হেনস্তা এবং অপমানের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন কমিশন প্রধান আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে তার টিম এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে তার টিম। বিচার বিভাগ সংস্কার এবং জনপ্রশাসন সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দু কথা দিয়ে শুরু করলেন, (সারসংক্ষেপ) আমাদেরকে জানালেন এতে কত জনের মাথা নাড়ানো দেখলাম; তাতে বোঝা গেল কোন জায়গায় আপনারা হাত দিয়েছেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এই দুটি কমিশন সংস্কার হলে, এটা এমন জিনিস, বাংলাদেশের এমন কোনো নাগরিক নেই যে এটাতে টাচড (সম্পৃক্ত) হয়নি। অন্য কমিশনের অনেক বড় বড় জিনিস থাকে, কিন্তু সরাসরি টাচ (জড়িত) করে না, ইনডাইরেক্টলি হয়। তবে এটা সরাসরি। আপনি দরিদ্র বা ধনী হতে পারেন এই দুটি থেকে মুক্তি নাই। এই দুটিরর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতেই হবে। ন্যায় বিচার ও সেবা পাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের যে অভিজ্ঞতা, দেশের যে অভিজ্ঞতা, সেটা হলো হেনস্তার অভিজ্ঞতা। অপমান, অবমাননার অভিজ্ঞতা। আমরা নাগরিক হিসেবে যে আমাদের একটা দাবি আছে, অধিকার আছে, সেটা ভুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। নতজানু হওয়ার অভিজ্ঞতা। ইউনূস বলেন, এখানে (সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন) যে আশার কথা শুনিয়েছেন, এই যে সংক্ষিপ্ত সার যেটা আমাদেরকে দিলেন, সেটাতেই এত আশা জাগায়। হয়তো আমরা এটা থেকে মুক্ত হবো। আমরা সত্যিকার ভাবে নাগরিক হিসেবে অধিকার ফিরে পাবো। আপনাদের এই রিপোর্টের মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা পূরণ হোক। তিনি বলেন, এই রিপোর্ট সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট হিসেবে জনগণের হাতে দিয়ে দেবো। রাজনৈতিক দলের হাতে দিয়ে দিবো। সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের কাছে দিয়ে দেবো। যাতে করে তারা একমত হতে পারে যে এগুলো করে যাওয়া ভালো। আমরা মনে করছি, আমরা মাথা নাড়ছি, আমাদের ভালো লাগছে। সবাই যেন এভাবে মাথা নাড়ে, এ ঠিক কথা বলেছেন, আমাদের প্রাণের কথা বলেছেন, কারণ আমি তো ভুক্তভোগী। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের তো পণ্ডিত হতে হবে না এ বিষয়ে। অন্য বিষয়ে পণ্ডিত হতে হবে। যখন সংবিধান নিয়ে বসি তখন পণ্ডিত হতে হবে। এটাতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই। এটা আমার সঙ্গে কথাবার্তা। আমাকে যে হেয়-প্রতিপন্ন করে প্রতিদিন, এটা থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। আশা এটা সবাই গ্রহণ করবে এবং বাস্তবায়ন করবে। প্রতিবেদন তৈরির জন্য বিচার বিভাগ এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এটা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় পুস্তক। এটা থেকে যাবে। আমরা কী করলাম, না করলাম। ভবিষ্যত প্রজন্ম এটা নিয়ে আমাদের বিচার করবে। পেয়েছিলেন আপনারা করেন নাই কেন। এটা এমন নয় যে আপনারা জানতেন না বলেই করেন নাই। তিনি বলেন, এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য অবদান না। বিশ্বের জন্য অবদান। সব জাতিকে এটা ফেস করতে ২-এর পাতায় দেখুন

পুরনো চার বিভাগকে চারটি প্রদেশ করার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতার প্রত্যর্পণ বিবেচনায় দেশে বিশাল জনসংখ্যার পরিষেবা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের পুরনো চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দেন কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা-য় সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। কমিশন স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সুপারিশ করে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সরকারের কার্যপরিধি সুবিস্তৃত হওয়ার ফলে বর্তমান প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার কাঠামো যথেষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হয় না। অপরদিকে, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে খুঁটিনাটি বহু কাজ সম্পাদন করা হয়। ক্ষমতার প্রত্যর্পণ ২-এর পাতায় দেখুন

আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো দ্বিতীয় ধাপের বিশ্ব ইজতেমা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ তীরে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সুরায়ে নেজামের (যোবায়ের অনুসারী) দ্বিতীয় ধাপের ইজতেমা। বুধবার দুপুর ১২টা ৯ মিনিটে আখেরি মোনাজাত শুরু হয়ে শেষ হয় ১২ টা ২৭ মিনিটে। উর্দু ও বাংলায় মোনাজাত করা হয়। এদিন সকালে বাদ ফজর বয়ান করেন ভারতের মাওলানা ভাই ফারুক সাহেব। এরপর হেদায়েতি বয়ান করেন ভারতের মাওলানা আব্দুর রহমান। এসময় যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হবেন তাবলীগের সফরে, তাদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বয়ান দেওয়া হয়। তারপর গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন ভারতের মাওলানা ইব্রাহীম দেওলা। এর পরই আখেরি মোনাজাত শুরু হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশের মাওলানা যোবায়ের। এ সময় আমিন আমিন ধ্বনিতে কম্পিত হয় পুরো ইজতেমা ময়দান। তুরাগ তীরে সমবেত হয়ে অশ্রুভেজা চোখে লাখ লাখ মুসল্লি দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। দুই হাত তুলে প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নায় বুক ভাসান দেশ-বিদেশের লাখো মুসল্লি। গোটা দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট মুসলমানের সঠিক পথে চলা এবং তাবলীগের কাজে সবাইকে নিয়োজিত হওয়ার তাওফিক কামনা করে মহান আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত প্রার্থনা করা হয়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় দেশ-বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লি স্রষ্টার দরবারে কান্নাকাটি করেন। ২-এর পাতায় দেখুন

৫ আগস্টের আগের সেই ঐক্য ধরে রাখার তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে বিপন্ন হওয়া দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠায় ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭১ সালের চেতনা ও ২০২৪'র অনুপ্রেরণাকে ধারণ করে ফ্যাসিবাদ-দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথ্যায় এই অভ্যুত্থানের সুফল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ঐক্য পার্টির ৫ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। বক্তারা বলেন, শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে দল, মত, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে সেই ঐক্য আর নেই। বরং ২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ আটজনের নাইকো দুর্নীতি মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলম আদালতে তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের তৎকালীন উপ-পরিচালক সাহেদুর রহমানের অসমাপ্ত জবানবন্দি ও জেরার জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন তিনি জবানবন্দি শেষ করলে আসামিপক্ষ তাকে জেরা করেন। তার জেরার মধ্য দিয়ে এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলো। এ মামলায় ৬৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এরপর ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন আদালত। খালেদা জিয়ার আইনজীবী প্যানেলের অন্যতম সদস্য আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার প্রধান আসামি খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে থাকায় এদিন আদালতে হাজির হতে পারেননি। তার পক্ষে জাকির হোসেন ভূঁইয়া হাজিরা দাখিল করেন। ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ এই মামলায় চার্জগঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। এরপর মামলার চার্জগঠনের বৈধতা প্রশ্নে হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। একই বছর ৩০ ২-এর পাতায় দেখুন

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

স্টাফ রিপোর্টার : মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের 'মোদের গরব, মোদের আশা' কবিতায় লিখেছেন- 'মোদের গরব, মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা!/তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালবাসা।' এমন অনেক কবিতা গল্প উপন্যাস রচিত হযেছে মায়ের ভাষা বাংলাকে ঘিরে তার হিসাব বলা মুশকিল। মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (তৃতীয় খন্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯৫২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালালে ভারতকেই দায় নিতে হবে
— উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি ভারতে বসে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম চালায়, তবে তার দায় দেশটিকেই নিতে হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রহমান হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। নাহিদ ইসলাম বলেন, অবশ্যই এই কর্মকাণ্ডের দায় হিসেবে আমরা ভারতের কাছে জবাবদিহিতা চাইব। তিনি বলেন, ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে, এটা নিয়ে তাদের বক্তব্য রয়েছে। আমরা সেটা তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সাথে বুধবার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

করমুক্ত সুবিধা পাবেন জুলাই বিপ্লবে আহতদের বিদেশি চিকিৎসকরা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসার জন্য আসা বিদেশি চিকিৎসকদের সবাইকে করমুক্ত সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই চিকিৎসকদের ফি, হোটেলভাড়া, আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ যত টাকা দেওয়া হবে, তার সবটাই আয়করমুক্ত থাকবে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে স্বাক্ষর করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। এনবিআরের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য বিদেশি চিকিৎসকদের অনুকূলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ফি, হোটেলভাড়া, খাবার ব্যয় ও বিমানভাড়া বাবদ অর্থ ২-এর পাতায় দেখুন

আমরা ধীরে ধীরে জনগণের আশা পূরণ করছি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিগত ৬ মাসে আমরা জনগণের আশা ধীরে ধীরে পূরণ করছি। তবে আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি এটা জনগণ বলতে পারবে। গতকাল বুধবার রাজধানীর হাতিরঝিল পুলিশ প্লাজায় অবস্থিত নৌ পুলিশের সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে এসব বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নৌ পুলিশের বেশ কিছু সমস্যা আছে। তাদের নৌযান ও জনবলের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এই নৌযান ও জনবলগুলো দিতে পারলে তারা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ সেহেতু আমাদের নৌ পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। নৌ পথে অনেক ঘটনা ঘটেছে, চাঁদাবাজিও হচ্ছে। এগুলো কীভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়েই আমাদের এখানে এই আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরা থানায় হামলা করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়া এবং কাশিমপুর কারাগারে একটা হামলার ঘটনা ঘটে। বার বার এসব হামলার ঘটনায় কোনো প্রতিকার হচ্ছে না বলে এসব ২-এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্পের গাজা দখলের ঘোষণায় সৌদির কড়া প্রতিক্রিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) হোয়াইট হাউসে সাক্ষাৎ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনও আয়োজন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা দখল করে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। ২-এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিক দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, সরকার একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেনি, তবে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করছে, যাতে দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরাপদ বিকল্প তৈরি করতে পারে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'নীতি থেকে বাস্তবায়ন: বাংলাদেশে প্লাস্টিক দূষণ ও সামুদ্রিক আবর্জনা মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপ' শীর্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, সরকার সব ধরনের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে-এমন গুজবকে 'ভিত্তিহীন মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেন এবং এটিকে প্লাস্টিক শিল্পের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ তৈরির চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেন। প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্য হারিয়ে যায় না, বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, যা মাছের মাধ্যমে আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। এটি এমন একটি বিষয় যেখানে ব্যক্তি, সরকার ও ব্যবসায়ীড়সবারই দায়িত্ব রয়েছে।' সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশে অধিকাংশ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের সহজলভ্য বিকল্প রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের আরও দৃঢ়? প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। পুরান ঢাকার অনিয়ন্ত্রিত প্লাস্টিক কারখানাগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি ধাপে ধাপে বন্ধ করার পরিকল্পনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'একটি সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার-নিষিদ্ধকরণ একমাত্র সমাধান নয়, বরং ধাপে ধাপে ব্যবহার বন্ধ করা, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবস্থাপনা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফিনল্যান্ড সরকার অত্যাধুনিক পুনর্ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপনে আমাদের ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় মহানগর সরকার গঠনের সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রেটার ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ নিয়ে ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট গঠনের সুপারিশ করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এই সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান। আজাদ মজুমদার বলেন, রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিষেবার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে নয়াদিল্লির মতো ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট বা রাজধানীর মহানগর সরকার গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানেও আইনসভা এবং স্থানীয় সরকার ২-এর পাতায় দেখুন

পবায় টেন্ডার বাক্স লুটের ঘটনায় 'মিথ্যা অপপ্রচারের' অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার: ফাঁকা গুলি ছুড়ে ও হাতবোমা ফাটিয়ে রাজশাহীর পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় থেকে হাট ইজারার টেন্ডার বাক্সের দরপত্র লুট করার ঘটনায় 'মিথ্যা অপপ্রচারের' অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার মো: শাকিলুর রহমান শাকিল। রাজশাহী নগরের বিসিক এলাকায় নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে বুধবার দুপুর ১.৩০ ঘটিকার সময় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শাকিল বলেন, রাষ্ট্রের সব আইন মেনেই ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের ২-এর পাতায় দেখুন

২৮ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ
ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় ২৮ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের মামলার আসামি ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীরকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে বিমানবন্দর থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সোয়া দুইটার সময় ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আনা হয়েছে। দুদক পরিচালক আব্দুল মাজেদের নেতৃত্বে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে দুদকে আনা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীরের বিরুদ্ধে গত ৪ ফেব্রুয়ারি মামলা ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৩ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

অর্ধেক বইও পায়নি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ঢিমেতাল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মহাখালী মডেল হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মুনতাহা। প্রতিদিনই স্কুলে যায় সে। কিন্তু এক-দুটির বেশি ক্লাস হয় না। নতুন বছরে এখন পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র দুটি বই। অথচ অষ্টম শ্রেণিতে এবার বইয়ের সংখ্যা ১৪টি। এখনো ১২টি বই হাতে পায়নি মুনতাহা ও তার সহপাঠীরা। মুনতাহা গত ২৩ জানুয়ারি আমাদের দুটি করে বই দিয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি। এখনো গণিত বই পাইনি। বিজ্ঞানও দেয়নি। স্যারেরা গণিত ও বিজ্ঞানের পুরোনো বই কিনে নিতে বলেছেন। ওগুলো তো কঠিন্পড়তে দেরি হলে শেষ করতে পারবো না।' একই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাঁচটি এবং সপ্তমের শিক্ষার্থীরা তিনটি করে বই পেয়েছে। তাদেরও এখনো কারও আটটি, কারও ১০টি বই পাওয়া বাকি। বইগুলো কবে তারা হাতে পাবে, তা জানেন না শিক্ষকরাও। শুধু মহাখালী মডেল হাই স্কুল নয়, ভিকারুননিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল, মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়সহ রাজধানীর নামি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকের দুটি এবং মাধ্যমিকের চারটি শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও অর্ধেক বই পায়নি। ফলে রুটিন মেনে হচ্ছে না ক্লাস। বাড়িতেও পড়ালেখা করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। সবমিলিয়ে শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাস শেষে ঢিমেতালে চলছে পড়াশোনা। শিক্ষকরা বলছেন, বই না পাওয়ায় ক্লাসে শিক্ষার্থীদের আনা যাচ্ছে না। যারা আসছে, তারাও অমনোযোগী থাকছে। বাড়িতেও তাদের পড়ার কিছু নেই। এভাবে চলতে থাকলে বড় ধরনের শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে উঠবে শিক্ষার্থীরা, যা তাদের শিক্ষাজীবনে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই দেওয়া নিয়ে সরকারের এমন খামখেয়ালিপনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। কেউ কেউ বই কিনে সন্তানের হাতে দিতে পারলেও বেশি-রভাগেরই সে সামর্থ্য নেই। তারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষাকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে জীবন দিয়ে তাদের সরকারে বসিয়েছে। তাদের কল্যাণে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তথ্যমতে, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে মোট ৪০ কোটি ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ২০২ কপি পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। তার মধ্যে এ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে ২২ কোটি বই। সেগুলোর মধ্যে ১৮ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছেছে। বাকি চার কোটি বই বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। অন্যদিকে এখনো ছাপানো বাকি প্রায় সোয়া ১৮ কোটি বই। সক্ষমতা অনুযায়ীদিনে ৩৫ লাখ করে বই ছাপালেও তা শেষ করতে প্রায় দুই মাস লাগবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের সব বই হাতে পেতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। জানতে চাইলে এনসিটিবির বিতরক নিয়ন্ত্রক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, পর্যন্ত ১৪ কোটি ৪৭ লাখ ছাপা বই আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে প্রায় ১২ কোটি বইয়ের ছাড়পত্র (পিডিআই) হয়েছে। অর্থাৎ, বইগুলো বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে কিছু বই এখনো পথে। বাকি বই স্কুলে স্কুলে পৌঁছে গেছে।'

- ছাড়পত্র হলেও পাঠ্যবই জেলা উপজেলায় পৌঁছাচ্ছে ধীরে
- ঢিমেতালে চলছে ক্লাস, বড় শিখন ঘাটতির মুখে শিক্ষার্থীরা
- ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বই দেওয়ার চেষ্টা!

তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সব বই আমরা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। যেমন, দশম শ্রেণির বই আমরা অগ্রাধিকারভিত্তিতে ছেপেছি। কারণ তাদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। দশমের সব বই আমরা ছাপিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। এদিকে, প্রাথমিকের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির বই ৯০ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে যে ২৮ লট বই ছাপা হচ্ছে তার ৮২ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তবে প্রাথমিকের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বই ছাপাতে আরও দুই সপ্তাহ সময় লাগবে। ফলে প্রাথমিকের সব বই পৌঁছাতে ফেব্রুয়ারির ২২-২৫ তারিখ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। প্রাথমিকের বই দেখভাল করে এনসিটিবির উৎপাদন শাখা। উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আবু নাসের টুকু বলেন, 'প্রাথমিকের বই সবই হয়ে যেত। আমাদের ২৭টি লটের বই পুনঃটেন্ডার করতে হয়েছে। এ কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি। তারপরও পাঁচ মাসের কাজ আমরা আড়াই মাসে শেষ করেছি।' ছাড়পত্র হলেও পাঠ্যবই জেলা-উপজেলায় পৌঁছাচ্ছে ধীরে : ৭-এর পাতায় দেখুন

ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা বাড়বে গরম

স্টাফ রিপোর্টার : ২৭ জানুয়ারি মৃদু শৈত্যপ্রবাহের পর দেশে আর শৈত্যপ্রবাহ দেখা দেয়নি। এরপর থেকে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী তিনদিনও সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এই সময়ে শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এদিকে আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উত্তরাঞ্চলে একবার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিতে পারে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাভাবিক যে তাপমাত্রা থাকে এ বছর এ মাসে তার চেয়ে বেশি তাপমাত্রা বিরাজ করতে পারে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে তেতুলিয়ায়। ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ফ্যাসিস্টরা ইতিহাস পড়ে কিন্তু শিক্ষা নেয় না : জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিস্টরা ইতিহাস পড়ে কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেয় না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। জামায়াত আমির বলেন, দেশ আমাদের সকলের কিন্তু দিনশেষে দেশের পাহারাদারিত্ব করা কিন্তু সকল নাগরিকের কর্ম নয়। এই কাজ কিছু লোক করে। আবার কিছুলোক নাগরিকদের শান্তি কেড়ে নেওয়ার মতো অপকর্মে লিপ্ত হয়। আর অপকর্মটি যারা করে, তারা এটিকে তাদের পেশা মনে করেই করে। একটা সময় তা নিজের অধিকার বলেই মনে করে, আর জনগণকে নিজের প্রজা মনে করে এবং নিজেরা রাজা হয়ে বসে। কিন্তু গাছের ডালে যখন ঝাঁকুনি দেওয়া হয়, ডালের রাজারা তখন উড়ে গিয়ে পড়ে যায়। তিনি বলেন, অতীতে যারা ফ্যাসিস্ট শাসক ছিল, তাদের নাম ধর্মগ্রন্থেও উঠে এসেছে। একই পরিণতি সবাইকে ভোগ করতে হয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ফ্যাসিস্টরা ইতিহাস পড়ে কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেয় না। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমাদের দেশের ইতিহাস বিস্তৃতির ইতিহাস, বিকৃতির ইতিহাস। দেশের ইতিহাস অনেকে যার যার মতো রচনা করেছেন। তিনি বলেন, কিছু ইতিহাস মানুষের জন্য হয় আনন্দের, কিছু হয় বিষাদের, আর কিছু হয় গৌরবের। বিশেষত যারা দেশের জন্য জীবন দেন, অতীতেও দিয়েছেন, '৪৭ সালে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরে এবং সর্বশেষ চব্বিশের জুলাইয়ে; তাদের ইতিহাসটা গৌরবের। জামায়াত আমির বলেন, চব্বিশের আন্দোলনে আমরাও শহীদ ছিলাম। আন্দোলনের মাধ্যমে পুরো জাতি যেমন মুক্তি পেয়েছে, সবচেয়ে নির্যাতিত রাজনৈতিক দলটিও একইভাবে মুক্তি পেয়েছে। সুতরাং এই প্রজন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা প্রয়োজন। আমরা শহীদ পরিবারগুলোর কাছে গিয়েছি, তাদের প্রতি সম্মান দিতে ও তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতে। কারণ তারা সৌভাগ্যবান, তাদের পরিবার দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, আজ যে গণমাধ্যমগুলো এখানে এসেছে তারাও কিন্তু ফ্যাসিবাদের থাবা থেকে মুক্ত ছিলেন না। সেসময় তাদেরকেও জীবন দিতে ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈশ্বরদীতে শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের ৯ জনসহ সব আসামি খালাস

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৯৪ সালে পাবনার ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নয়জনসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। মামলাটি বিদ্বেষপূর্ণ এবং রায়ে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন উচ্চ আদালত। গতকাল বুধবার বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলাম ও বিচারপতি হামিদুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালতে আসামিদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান খান, অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ। তিন দশক আগের এ মামলায় গত ৩০ জানুয়ারি সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শেষ হয়। এ মামলায় মোট ৫২ জন আসামি ছিলেন, যারা সবাই বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী। মামলা চলাকালে পাঁচ আসামি মারা গেছেন। ১৯৯৪ সালে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। ওই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ট্রেন মার্চ করেন তিনি। ট্রেনটি ঈশ্বরদী স্টেশনে পৌঁছালে বিএনপি নেতা জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে শেখ হাসিনার বগি লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোড়া হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঈশ্বরদী জিআরপি থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে ওইদিনই একটি মামলা ৭-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রকাঠামোতে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী উপাদানগুলোর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি: হাসনাত আব্দুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলছেন, আমরা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগকে হঠাতে সক্ষম হলেও আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোতে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী যে উপাদানগুলো রয়েছে, সেগুলোর সম্পূর্ণ বিলোপ এখনও ঘটেনি। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে ছাত্র-জনতার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি। গণঅভ্যুত্থানে আমাদের এক দফা ছিল ফ্যাসিবাদের বিলোপ। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, নতুন রাষ্ট্র কাঠামো গঠন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সাম্য-মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের বাংলাদেশ গড়ার কাজটি এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটলেও এখনও চূড়ান্ত বিজয় আসেনি। আমরা পুরো ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে শুধু হাসিনা এবং গণভবনের পতন ঘটাতে পেরেছি। কিন্তু গণভবনের সঙ্গে রাষ্ট্র উপাদানের অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলোর বিলোপ ঘটাতে পারি-নি এবং এই ভূখণ্ডের মানুষের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারিনি। হাসনাত আরও বলেন, ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আমল, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ এর ৭-এর পাতায় দেখুন

শাহজাহান ওমর-মামুন-আছাদুজ্জামান নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আদাবর থানার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় ঝালকাঠি-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান ওমর, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম. এ আজহারুল ইসলামের আদালত ডিবি পুলিশের করা এই আবেদন মঞ্জুর করেন। এদিন শুনানিকালে আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। মামলার এজাহারসূত্রে জানা গেছে, ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ ছাত্র-জনতা সকাল ১১টার দিকে আদাবর থানাধীন রিংরোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এসময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎস্যজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। এতে রুবেল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় ২২ আগস্ট আদাবর থানায় মামলাটি করেন রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম।

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দায়ের করা আশিক মিয়া হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. নূর মহসীনের আদালতে পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ড চাইলে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আজাদ। এ দিকে আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেন, 'আজ সকালে আনিসুল হককে ৭-এর পাতায় দেখুন

রেলের পূর্বাঞ্চলে মামলার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে দিন দিন মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তবে অধিকাংশ মামলাই ভূমি সংক্রান্ত। তাছাড়া ক্যাটারিং ও নিয়োগ নিয়েও মামলা রয়েছে। ওই মামলার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। গত ১৫ বছর ধরে মামলা চললেও নানা জটিলতায় নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। আর কবে নাগাদ ওসব মামলা নিষ্পত্তি হবে তাও কেউ বলতে পারছে না। উল্টো দিন দিন মামলার সংখ্যা বাড়ছে। ওসব মামলা নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে রেলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস (খাবার সরবরাহ) রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের পরিচালনার জন্য ২০২৩ সালে ঠিকাদার নিয়োগ ও নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাতে ৪৫ প্রতিষ্ঠান আবেদন ফরম সংগ্রহ করেছিলো। এর মধ্যে ৪২ প্রতিষ্ঠান আবেদন জমা দেয়। তারা প্রত্যেকে রেলওয়ের নিয়ম অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা অফেরতযোগ্য অর্থ দিয়েছিলো। যাচাই-বাছাই শেষে ৩৭ প্রতিষ্ঠানকে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত করা হয়। তবে আবেদনকারীদের মধ্যে পাঁচ প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে। এর মধ্যে এক প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে মামলা করে। ওই মামলাটি এখনো চলমান। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনায় নতুন ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার ডাকা যাচ্ছে না। সূত্র জানায়, রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আইন শাখা নানা কারণে দায়ের হওয়া এক হাজার ৪৩৩টি মামলায় লড়ছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ মামলা ভূমি সংক্রান্ত। তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৬০টি, হাইকোর্টে ৫৩২টি, জজ কোর্টে ৭৬৭টি এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ৭৪টি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ঢাকার জজ আদালতে ২৫৪টি, নরসিংদী জজ আদালতে পাঁচটি, নারায়ণগঞ্জ জজ আদালতে ৫১টি, গাজীপুর জজ আদালতে ছয়টি, চট্টগ্রাম জজ আদালতে ৯২টি, সাতকানিয়া জজ আদালতে ১৭টি, পটিয়া জজ আদালতে ২৭টি, নোয়াখালী জজ আদালতে ২৩টি, কুমিল্লা জজ আদালতে ৩০টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জজ আদালতে ৫৯টি, ফেনী জজ আদালতে আটটি, চাঁদপুর জজ আদালতে ১৮টি, ময়মনসিংহ জজ আদালতে নয়টি, কিশোরগঞ্জ জজ আদালতে পাঁচটি, নেত্রকোনা জজ আদালতে চারটি, ৭-এর পাতায় দেখুন

মিল্কভিটার শ্রমিকদের আন্দোলন অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন ও কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করেন বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়নের (মিল্ক ভিটা) শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে মিল্কভিটার মূল ফটকের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন ও কর্মবিরতি লে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন ও কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, দুই যুগের বেশি সময় ধরে মিল্কভিটায় দিনমজুর হিসেবে তারা কাজ করলেও হয়নি চাকরি স্থায়ীকরণ। উল্টো বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কিছুদিন পরেই তাদের স্থায়ী করা হয়েছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গ্রামীন টেলিকম কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে প্রদত্ত চেক গ্রহণ করেন। -পিআইডি

স্বৈরশাসকের মতোই অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু কিছু উপদেষ্টা ভোগবিলাসে লিপ্ত : রিপন

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেছেন, যে অন্তর্বর্তী সরকার এখন ক্ষমতায় আছে আমরা সবাই মিলে তাদের সমর্থন করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বৈরশাসকরা যেভাবে ভোগবিলাসে লিপ্ত ছিল, বর্তমানে এ অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু কিছু উপদেষ্টা পতিত বিগত সেই সরকারের মতোই ভোগবিলাসে লিপ্ত রয়েছেন। তারা কোটি কোটি টাকা দামের গাড়ি ব্যবহার করছেন। একাধিক গাড়ি ব্যবহার করছেন। এটা কোনোদিন এই অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের কাছে প্রত্যাশিত নয়। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী ৭-এর পাতায় দেখুন

কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার

দিনাজপুর প্রতিনিধি: মোঃ নুর আলম
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ৩নং শতগ্রাম ইউনিয়নের অর্জুনাহার এলাকা থেকে,বীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল গফুর এর দিক নির্দেশনায় থানার পুলিশের একটি চৌকস দল ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি মো: মোরশেদ ইসলাম এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৩০০ কেজি ওজনের একটি কষ্টিপাথর এর বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এবং উদ্ধার কালে আক্কাস আলী নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

রিভলবার, শটগানসহ সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চার মামলার আসামি মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান খান ওরফে হান্নানকে (৬৩) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি। মরাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক রিভলবার, একটি শটগান, ৯৫ রাউন্ড রিভলবারের গুলি ও ৮০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল বুধবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ডিবি পুলিশের বরাত দিয়ে ডিসি বলেন, গোপন ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে নারীসহ আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর চকবাজার রহমতগঞ্জ এলাকায় চোরের ছুরিকাঘাতে এক নারীসহ দুই জন আহত হয়েছেন। তারা হলেন- গৃহিণী মৌসুমী খাতুন (৩৫) ও প্রতিবেশী কসমেটিক দোকান কর্মচারী সেন্টু মিয়া (২৫)। গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। চকবাজার থানার এসআই হাসানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, স্থানীয়দের সংবাদের মাধ্যমেই সেখান থেকে গণধোলাইয়ের শিকার চোর মুক্তার হোসেনসহ আহত দুই জনকে চিকিৎসার জন্য দুপুর ১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। আহত ওই নারীর জরুরি বিভাগের চিকিৎসা চলছে। সামান্য আহত সেন্টু ও গণধোলাইয়ের শিকার মুক্তারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আহতের স্বামী মুরগি ব্যবসায়ী খোকন মিয়া বলেন, রহমতগঞ্জ বড় মাঠের পাশে ছয় তলা ভবনের তৃতীয় তলায় ভাড়া বাসায় থাকেন তারা। মোক্তার হোসেন (২৫) নামের এক প্রতিবেশী রুমের মধ্যে ঢুকে চুরি করতে গেলে আমার স্ত্রী মৌসুমী ৭-এর পাতায় দেখুন

পাসপোর্ট নবায়ন হলেও ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা ফেরত পাঠাবে না সৌদি : রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়া ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা নাগরিকের পাসপোর্ট নবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাসপোর্ট নবায়ন হলেও তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না সৌদি আরব। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার সৌদি দূতাবাসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এমনটি জানান ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলান। সৌদি আরবে থাকা ৬৯ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, এটি খুব স্পর্শকাতর একটি বিষয়। তারা বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী। তাদের পাসপোর্ট নবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছি। আমরা তাদের ফেরত পাঠাব না, শুধু আইনি প্রক্রিয়ার জন্য পাসপোর্ট নবায়নের অনুরোধ জানিয়েছি। আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে বাংলাদেশকে ১০০ টন খেজুর উপহার দিয়েছে সৌদি আরব। এ উপলক্ষে বুধবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকার সৌদি দূতাবাস। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিকে খেজুর হস্তান্তর করা হয়। একই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাষ্ট্রদূত। এর আগে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া ৬৯ হাজার রোহিঙ্গার পাসপোর্ট নবায়নের বিষয়ে তাগিদ দেয় সৌদি সরকার। এ বিষয়ে সৌদি আরবের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত বছরের মে মাসের দিকে বাংলাদেশের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে।

বিড়াল হত্যার অভিযোগে আদালতে মামলা তদন্তের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় মনসুর নামে এক ব্যক্তির পোষা বিড়াল হত্যার অভিযোগে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের বাসিন্দা আকবর হোসেন শিবলুর নামে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক মামলাটি গ্রহণ করে মোহাম্মদপুর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ পিপলস ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের পক্ষে নাফিসা নওরীন চৌধুরী এ মামলাটি দায়ের করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী জাকির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে মোহাম্মদপুরের মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের ৯ম তলার বাসিন্দা মনসুর নামে এক ব্যক্তির বিড়াল হারিয়ে যায়। পরে ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, আসামি আকবর হোসেন শিবলু বিড়ালটিকে এলোপাতাড়ি ফুটবলের মতো লাথি মারছেন। আসামির লাথির আঘাতে বিড়ালটির নিথর দেহ পড়ে থাকার পরও পা দিয়ে পিষ্ট করে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

সাড়ে ২৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলো আমদানিকৃত ৭৪ গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশ থেকে আমদানি করা ৭৪টি মূল্যবান গাড়ির ঠিকানা হলো রি-রোলিং মিল। ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় ভাঙারি হিসেবে গাড়িগুলো কেটে প্রতি কেজি ২৪ টাকা ৫০ পয়সা দরে বিক্রি করে দিলো চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অনুমতি সাপেক্ষে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে স্ক্র্যাপ করা গাড়িগুলো। জানা গেছে, নিলামে অংশ নেয় চট্টগ্রামের ১৫টিরও বেশি রি-রোলিং মিল। ৫৮টি লটে ৭৪টি গাড়ি নিলামে বিক্রির জন্য প্রতি টনের ভিত্তি মূল্য ধরা হয়েছিল ৫৩ হাজার টাকা। কিন্তু নিলামে দর ওঠে ২৪ হাজার ৫শ টাকা পর্যন্ত। অবশ্য, ১৩ হাজার টাকা থেকেই শুরু হয়েছিল ডাক। বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, ৭৪টি গাড়ির কাটা টুকরো বিক্রি হয়েছে। প্রতি টনের ভিত্তি মূল্য ধরা হয়েছিল ৫৩ হাজার টাকা। সূত্রমতে, গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই স্ক্র্যাপ করতে কাটা হয়েছিল এই ৭৪টি গাড়ি। মামলাসহ বিভিন্ন জটিলতায় গাড়িগুলো আগেই চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল বলে দাবি চট্টগ্রাম কাস্টমসের। চট্টগ্রাম কাস্টমস জানায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিলাম না হওয়ার কারণে বন্দর ইয়ার্ডে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। চুরি হয়ে যায় গাড়ির মূল্যবান যন্ত্রাংশ। চট্টগ্রাম বন্দরে ১৫ বছর ধরে পড়ে ছিল আমদানি করা ১২১টি দামি গাড়ি। দীর্ঘ সময় পড়ে থাকায় সেসব গাড়ির আয়ু শেষ হয়ে গেছে। অনেকগুলোর মূল্যবান যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি নীতি অনুযায়ী, এত পুরনো গাড়ি নিলামে বিক্রির সুযোগ নেই। এ অবস্থায় বিআরটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কাস্টমস নিলাম কমিটি ২০২২ সালে ১২১টি গাড়ি ধ্বংসের সুপারিশ করে। বিকল্প কোনো পথ না থাকায় আমদানি করা গাড়িগুলো কেটে স্ক্র্যাপ হিসেবে কেজি দরে নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় কাস্টমস। কারণ শেডে থাকা ওই গাড়িগুলোতে বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনা ঘটার ঝুঁকি রয়েছে। প্রথম দফায় ৭৪টি গাড়ি কেটে স্ক্র্যাপ হিসেবে নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি হলে বাকি ৪৬টি গাড়িও কাটা হবে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের সহকারী কমিশনার (নিলাম) মোহাম্মদ সাকিব হোসেন বলেন, মামলাসহ বিভিন্ন জটিলতায় গাড়িগুলো আগেই চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এজন্য এনবিআরের অনুমতি নিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলামের ১৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের ১৫টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১৫ কোটি ১৮ লাখ ১৫ হাজার ৪৬৫ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, কামরুল ইসলামের নামে দুদকের মামলা রয়েছে। ওই মামলায় ১৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ১৫ কোটি ১৮ লাখ ১৫ হাজার ৪৬৫ টাকা রয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো অবরুদ্ধ করা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

পবায় টেন্ডার বাক্স লুটের ঘটনায়

কিছু দোষররা রাজশাহীর শান্তি প্রিয় পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে। গত সোমবার পবার ইউএনও কার্যালয়ে সব নিয়মনীতি মেনেই আমরা হাট ইজারার টেন্ডার ড্রপ করতে যাই। সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হলে আমরা টেন্ডার ড্রপ না করেই বেরিয়ে আসি। এ ঘটনায় জাতীয় ও স্থানীয় প্রায় সব গণমাধ্যমেই সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত কোনো সংবাদেই এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা উল্লেখ করা হয়নি, বা পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে যারা আমাকে নিপীড়ন-নির্যাতিত করেছে, তাদেরই একটি গোষ্ঠী সামাজিকভাবে আমাকে হেয় করতে এবং আমার ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি করতে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। শাকিল অভিযোগ করেন, গত দুই দিন আগে অনিবন্ধিত দুটি নামসর্বস্ব ফেসবুক পেজে প্রতিবেদন আকারে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। তাদের প্রতিবেদনই বলে দিচ্ছে; এটি সুস্পস্ট হলুদ সাংবাদিকতা। পবার ঘটনায় কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাকে দায়ী করছে। অথচ পবার ঘটনায় প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থা থেকে শুরু করে কোনো গণমাধ্যম আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা পায়নি। প্রশাসন এখনও তদন্ত করছে। আমিও চাই, যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। ফেসবুক দুইটির পেজে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিজের সম্মানহানির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি সম্মানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করি। কোনরকম বক্তব্য, তথ্য-প্রমাণ, ছবি-ভিডিও ছাড়াই এমন প্রতিবেদন আমার সম্মানহানি করেছে। আমি অতি শিঘ্রই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ওই দুই ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো। একই সঙ্গে সম্মানহানির দায়ে তাদের বিরুদ্ধে 'শতকোটি' টাকার মানহানির মামলা করারও হুশিয়ারি দেন শাকিলুর রহমান শাকিল। এদিকে পবায় হাট ইজারার টেন্ডার বাক্সের দরপত্র লুট করার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলার এজাহারে কোনো আসামির নাম নেই। রাজশাহীর শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুমা মোস্তারিন বলেন, ঘটনার পর রাতে পবা উপজেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। তবে আসামি হিসেবে কারও নাম নেই। অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মামলাটি এখন গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তদন্ত করছে। তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

নিজেরা বিভক্ত হলে স্বৈরতন্ত্র

ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' আন্দোলনের উদ্যোগে এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। দুদু বলেন, স্বৈরাচার হাসিনা ও তার সহযোগিরা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাদের প্রিয় সঙ্গী যারা গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফ্যাসিবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যারা লুটপাট গুম, খুন, হত্যা করেছে তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে পার্শ্ববর্তী একটি দেশ। সেই হিসেবে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে এবং ৫ আগস্ট এর যে ঐক্য সেই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারকে একটি কাজ করতে হবে মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার দিতে হবে। মানুষের নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। মানুষের যে স্বস্তিহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। এর বাইরে হাসিনার অনুচররা যেসব জায়গায় এখনো রয়ে গেছে সেসব জায়গায় তড়িৎ গতিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের জনগণ যতই সজাগ থাক সরকার যদি সজাগ না হয় তাহলে ফ্যাসিবাদের দোসরদের শক্তি বাড়বে। বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিবে। সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে জাতীয় ঐক্য আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে। ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, শেখ হাসিনা ও তার দল যদি মনে করে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে আবার গ্রহণ করবে তাহলে তারা বড় ভুল করবে। কারণ বাংলাদেশে সীমাহীন দুর্নীতি লুটপাট গুম, খুন, অন্যায় অবিচার শেখ হাসিনা করেছে এর আগে কেউ এরকম করেনি। বাংলাদেশের গণহত্যাকারী হচ্ছে শেখ হাসিনা। তার পিতাও গণহত্যা চালিয়েছিল বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে। এই পরিবারটি আগাগোড়া স্বৈরতন্ত্রের অনুসরণ করেছে। এই দেশ স্বাধীনতার পর থেকে যে পরিস্থিতি ছিল গত ১৫-১৬ বছরও একই পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু এই দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের স্বৈরতন্ত্রের কাছে কখনো মাথা নত করেনি। সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, এদেশের মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে। গুম হয়েছে খুন হয়েছে, জেল জুলুমের শিকার হয়েছে। তারপরও কখনো স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত করেনি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে গেছে। 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন নাগরিক ঐক্য সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম, কৃষক দল নেতা এসকে সাদি, মুক্তার আখন্দ সহ প্রমুখ।

দ্রুতই ইন্টারপোলের রেড নোটিশ

নোটিশ জারি হবে। গতকাল বুধবার রাজধানীর হাতিরঝিল পুলিশ প্লাজায় অবস্থিত নৌ-পুলিশের সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনাসহ জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় অভিযুক্ত পলাতক সব আসামিকে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড অ্যালার্ট নোটিশ জারির বিষয়ে জানতে চাইলে আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কিছু আসামিদের বিষয়ে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশের অনুরোধ জানিয়েছি। তারা এটা প্রসেস করছেন। আমার বিশ্বাস দ্রুতই ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি হবে। তখন সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশের একটি নৈতিক দায়ভার আসবে এসব আসামিদের গ্রেপ্তার করার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো.জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

গণহত্যার বিচারে আওয়ামী লীগকে

আলোচনা সভায় এ দাবি জানান তিনি। সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আওয়ামী লীগ নামে বাংলাদেশে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না। গণহত্যার বিচারে এই সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার কথা বললেও তা থমকে গেছে। বিএনপির এ নেতা বলেন, শেখ হাসিনার দোসররা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদেও আছেন, প্রশাসনেও আছেন। এখনো প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফ্যাসিবাদের দোসর। এদের বহাল রেখে কীভাবে সরকার এগোবে, বোধগম্য নয়। সব জায়গা থেকে ফ্যাসিবাদের দোসর পরিষ্কার না করে সরকার সফল হতে পারবে না। জুলাই ঘোষণাপত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি ও ছাত্ররা একটি দলিল তৈরি করেছে। দুইটি সমন্বয় করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। এরপর সংস্কার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, নির্বাচনমুখী সংস্কার করুন। নির্বাচনের জন্য বেশি কালক্ষেপণের জন্য কৌশল অবলম্বন করলে জাতি মেনে নেবে না। দেরি করলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরুন। সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ প্রকাশ করতে হবে। সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, গণতন্ত্র সেখানে বেশি শক্তিশালী, যেখানে মিডিয়ার স্বাধীনতা বেশি। জাতীয় ঐক্যমত বজায় রাখতে হবে। জন-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ট্রাম্পের গাজা দখলের ঘোষণায়

একইসঙ্গে ট্রাম্প এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে কোনও বিরোধিতা করবে না সৌদি আরব। তার ভাষ্য, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোনও দাবি নেই সৌদি আরবের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্য নাকচ করে দিয়ে বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সৌদি সরকার। বিবৃতির মাধ্যমে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে, ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সৌদি আরবের অবস্থান আগের মতোই আছে। ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে বাস্তুচ্যুত করার কোনো চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল বিষয়ে 'সুস্পষ্টভাবে' সৌদি আরবের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যাখ্যার কোনো দরকার নেই। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে না সৌদি আরব। এর আগে, মঙ্গলবার সফররত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ফিলিস্তিনিরা অন্য জায়গায় পুনর্বাসিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নেবে এবং সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করবে। ফিলিস্তিনিরা চলে গেলে গাজায় কারা বাস করবে এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, বিশ্বের মানুষ। আমি মনে করি গাজা একটি আন্তর্জাতিক, অবিশ্বাস্য জায়গায় পরিণত হবে। আমি মনে করি গাজা উপত্যকার সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য। আমি মনে করি সমগ্র বিশ্ব, সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা সেখানে থাকবেন, এবং তারা সেখানে বাস করবেন। ফিলিস্তিনিরাও সেখানে বাস করবেন। অনেক মানুষ সেখানে বাস করবেন।

তিনি বলেন, গাজা উপত্যকা 'রিভেরা অব দ্য মিডল ইস্ট' হয়ে উঠবে। আমাদের কাছে এমন কিছু করার সুযোগ রয়েছে যা অসাধারণ হতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে মিলে ইসরায়েল সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবে এবং সফল হবে। প্রসঙ্গত, সৌদি আরবকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে এবং দেশটিকে স্বীকৃতি দেওয়াতে কয়েক মাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত এই তৎপরতা চলেছে। তবে, গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর আরব দেশগুলোর ক্ষোভের মুখে বিষয়টি স্থগিত করে সৌদি আরব।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে কার্যকর

সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, এবং আমরা শিগগিরই তাদের সঙ্গে আলোচনা করব।' তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান, ২০৩০ সালের আগেই একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে একটি সময়সীমাবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। একইসঙ্গে, পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তারা অবৈধ পলিথিন কারখানা বন্ধ করতে গিয়ে হামলার শিকার হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতি প্রতিরোধ অগ্রহণযোগ্য।'

তিনি প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আমরা যদি একযোগে কাজ করি, তবে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন সম্ভব। পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান, এনডিসি এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকোন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন, ইউনিডো-ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ার সার্কুলার ও রিসোর্স এফিসিয়েন্ট ইউনিট প্রধান জেরোম স্টুকি, এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আবদুল্লাহ আল মামুন বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে নীতিনির্ধারক, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিরা প্লাস্টিক দূষণ ও সামুদ্রিক আবর্জনা হ্রাসে কার্যকর কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে

চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলী রিয়াজ। অন্যান্য পাঁচ কমিশন প্রধানরা এর সদস্য। তিনি বলেন, এ ঐকমত্য কমিশন ছয় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে আলোচনা ও কথাবার্তা বলবেন। তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে কতটুকু সংস্কার এখনই করতে হবে, কতটুকু পরে করা যাবে, এখনই যা করা হবে তা করতে হলে সাংবিধানিক রিফর্ম প্রয়োজন হবে (কিছু কিছু সংস্কার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে) তা ঠিক করা হবে। প্রেস সচিব বলেন, বিস্তারিত আলোচনার পর অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল ও সুশীল নাগরিকদের সবার মতামতের ভিত্তিতে যেসব সংস্কার নিয়ে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছাবে, সেগুলোতে সবাই স্বাক্ষর করবেন। এ স্বাক্ষরের মাধ্যমে যতগুলো সংস্কার চূড়ান্ত হবে, তাই হবে জুলাই চার্টার। এই জুলাই চার্টারের কিছু বাস্তবায়ন অন্তর্বর্তী সরকার করবে, আর কিছু পরবর্তী সরকার এসে করবে। আর এ বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করবে আগামী নির্বাচন এ বছরের ডিসেম্বরে হবে, নাকি আগামী বছরের জুনের মধ্যে হবে। সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল আলম বিচার বিভাগ সংস্কার প্রতিবেদন নিয়েও কথা বলেন।

ঢাকায় মহানগর সরকার গঠনের

থাকবে। ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্টের আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে ঢাকা জেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা অন্যান্য উপজেলা নিয়ে বহাল থাকবে। রাজধানী মহানগর সরকার গঠিত হলে টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ। আজাদ মজুমদার জানান, উপ সচিব পদে এখন যারা নিয়োগ পান তাদের ৭৫ শতাংশ পায় প্রশাসন ক্যাডার থেকে। এটা কমিয়ে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপেরিয়র সার্ভিসের জন্য আলাদা পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং সুপেরিয়র সার্ভিসের অন্তত ৫ শতাংশ চাকরি যাতে বাইরে থেকে নেওয়া যায়, এরকম একটা সুপারিশ সংস্কার কমিশন করেছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমাদের অনেক মেধাবী আছেন, যারা বিসিএস দেন না বা সরকারি চাকরিতে ক্যারিয়ারের শুরুতে যুক্ত হন না, পরবর্তী সময়ে জীবনে তারা তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখেন। সরকার চাইলে যাতে এই ধরনের ব্যক্তিকে প্রশাসনে যুক্ত করতে পারে, এজন্য ৫ শতাংশ চাকরি প্রশাসনের বাইরে থেকে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পৃথক করে তিনটি আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন করার কথা বলা হয়েছে। একটা কমিশন সাধারণ যারা নিয়োগ পাবেন তাদের জন্য এবং আরেকটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে যারা নিয়োগ পাবেন তাদের জন্য আলাদা আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন করার সুপারিশ করা হয়েছে। আজাদ মজুমদার বলেন, মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর একান্ত সচিব নিয়ে একটা সমস্যা হয় যে, প্রশাসনিক ক্যাডারের যেসব কর্মকর্তা মন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পান, তারা পরবর্তী কর্মজীবনে সমস্যায় পড়েন, এজন্য এটি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, মন্ত্রীরা তাদের পছন্দের লোক এই পদগুলোতে সরকারের বাইরে থেকে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে, অডিট এবং আকাউন্টস বিভাগ আলাদাভাবে করার কথা বলা হয়েছে। বিনিয়োগ নিয়ে যে তিনটি সংস্থা কাজ করেছে তাদের একীভূত করে বিনিয়োগ বিভাগের অধীনে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। 'সরকারি চাকরিতে ন্যূনতম ২৫ বছরে অবসরে যাওয়ার একটি বিধান আছে, এটি উঠিয়ে দিয়ে ১৫ বছরের পর অবসরের আবেদন করার বিধান করার কথা বলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকদের পদবি নিয়ে বলা হয়েছে জেলা 'প্রশাসক' এর জায়গায় কমিশনার অথবা ম্যাজিস্ট্রেট করার জন্য বলা হয়েছে। ইমিগ্রেশনের জন্য আলাদা ইউনিট করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর আগে দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান প্রতিবেদনগুলো জমা দেন।

ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

দায়ের করে দুদক। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীরের নিজ নামে মোট ৭২ কোটি ৮৫ লাখ ৩ হাজার ৫২৮ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। যার বিপরীতে তার গ্রহণযোগ্য আয় পাওয়া যায় ৩৩ কোটি ৫৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৭ টাকা। এক্ষেত্রে তার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ ২৭ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ৯০৮ টাকা। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানির নামে ভুয়া এলসি খুলে বিদেশে টাকা পাচারের একটি অভিযোগ ২০২৩ সাল থেকে চলমান আছে বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

থেকে জানতে চাই। তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভারতে বসে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। আমরা বলতে চাই, আতঙ্ক ছড়িয়ে লাভ নেই। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ছাত্রজনতা মাঠে আছে, মাঠে থাকবে।

করমুক্ত সুবিধা পাবেন জুলাই বিপ্লবে

পরিশোধের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি দেওয়া হলো। ২০২৩ সালের আয়কর আইনের ৭৬ ধারার ১ নম্বর উপধারার ক্ষমতাবলে এই অব্যাহতি দিয়েছে এনবিআর। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, বিদেশি নাগরিকদের তাদের কাজের জন্য বেতন বা সম্মানীসহ যেকোনো পরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে তার ওপর ৩০ শতাংশ পর্যন্ত উৎসে কর কেটে রাখার বিধান আছে। এর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসার জন্য আসা বিদেশি চিকিৎসকের ফি, হোটেলভাড়া, আপ্যায়ন খরচ ইত্যাদি কর মুক্ত থাকবে।

আমরা ধীরে ধীরে জনগণের আশা

ঘটনা ঘটেছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, উত্তরায় যে ঘটনা ঘটেছে এটার জন্য আমরা তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। কারাগারের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণে-অকারণে রাস্তা বন্ধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে আন্দোলন হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে সরকারকে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ফেলানোর জন্য হচ্ছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। তিনি বলেন, আমাদের ধৈর্যের সীমা শেষ করে দিচ্ছে তারা। তারপরও যদি আমরা কোনো অ্যাকশনে যাই তখন সবাই বলবে পুলিশ সেই আগের পুলিশ হয়ে গেছে। তারা রাস্তা বন্ধ না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে পারে। তারপরও যদি তারা কিছু করতে চায় তখন তারা তাদের স্কুলকলেজের মাঠ আছে সেখানে করতে পারে। নিজেদের ভোগান্তি দুর্ভোগ সৃষ্টি যেন না করে। নৌ পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। যখন মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে তখন নৌ পুলিশের যেসব ক্যাম্প রয়েছে সেই ক্যাম্প থেকে মাসোহারা নিয়ে নিষিদ্ধের সময় মাছ ধরার সুযোগ করে দেওয়া হয়। অভিযানের নামে সেখানে লোক দেখানো অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেহেতু এসব মাছ ধরা বন্ধ করে হয় সেহেতু যখন বন্ধ থাকে তখন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেবেন। আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আসামি প্রায় ১০০ এর ওপরে। সেখানে গ্রেফতার মাত্র ৩৫ থেকে ৩৬ জন। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, গ্রেফতারের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে আমরা তাদের ধরছি।

বিচার বিভাগ-জনপ্রশাসনে সংস্কার

হয়। এটার ইংরেজি অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। আপনারা যেহেতু এত কষ্ট করেছেন এই কষ্টের ফসলটা সারা পৃথিবীর প্রাপ্য। এটা জাতির সম্পদ হিসেবে, পৃথিবীর সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করলাম। এর আগে গত ৮ আগস্ট সরকার গঠন করার পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়। এর মধ্যে গত ১৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ এবং সংবিধান সংস্কারে গঠিত কমিশন প্রধান উপদেষ্টার কাছে রিপোর্ট জমা দেয়।

৫ আগস্টের আগের সেই ঐক্য ধরে

রাজনৈতিক দলের বাইরেও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখা নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে অনৈক্যর সুর বাজতে শুরু করেছে। যা ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই এখনই সবার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার এটাই উত্তম সময়। অন্যথায় সবকিছুই এর খেসারত দিতে হবে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, কর্মীদের অন্যায়-অপকর্মে জড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও নেতাকর্মীরা যদি সৎ, দেশপ্রেম নিয়ে সামনে চলেন তখন পুরো জাতি সে পথে পরিচালিত হবে। কিছু অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণরা দায়িত্বে থাকলে দেশও সেই পথে হাঁটবে। আর সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে চলতে পারলে জাপান, নরওয়ে, সুইডেন কিংবা ডেনমার্কের মত বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। বক্তারা আরও বলেন, জাতিগত ঐক্য অর্জনে আমাদের প্রয়োজন এ ধরনের নেতৃত্ব কিংবা দল যারা জাতিকে সত্যিকার অর্থেই উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে। চলমান অসুস্থ উন্নয়ন যা কি না পরাধীনতাকে আহ্বান করে। ঋণের বোঝায় জাতিকে মাথানত করে থাকতে বাধ্য করে এক বছরের পর বছর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর কড়া সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, এক এক করে তিনটি দল ও মঈন-ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে সেনা সমর্থিত সরকার গত ৫৪ বৎসর রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আলোচিত এক এগারোর সময়ের সরকার কেউই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি। বরং দুর্নীতি আরও জেঁকে বসেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনের দাবির প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, কোনো দলই ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে নিজেদের ব্যর্থতা যাচাই-বাছাই করে না। এমনকি সফলতা অর্জনের জন্য কোনো পরিকল্পনাও করে না। এদের সবার ভাবনা দেশি-বিদেশি শক্তির সহায়তায় ক্ষমতায় যাওয়া। এ ধরনের আত্মঘাতী মানসিকতা পরিহার করা না গেলে জাতি হিসেবে আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো না। আর লুটপাটের রাজনীতি চলতে থাকলে অচিরেই হয়ত বাংলাদেশকে সিকিমের মতো ভাগ্য বরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ঐক্য পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও মুখপাত্র মুহাম্মদ আবদুর রহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় ও দলের চেয়ারম্যান লে. কর্নেল (অব.) আবু ইউসুফ যোবায়ের উল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন মুসলিম লীগের সভাপতি জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী, গণফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আকমল হোসেন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ডা. ওয়ালিউর রহমান, বিআইআইটির মহাপরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ, হিন্দু মহাজোটের যুগ্ম মহাসচিব নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ড. জিন বোধি ভিক্ষু, জাতীয় কবিতা মঞ্চের সভাপতি কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী, সাইফুদ্দিন মুহাম্মদ এমদাদ, সানজিদা আনোয়ার চৌধুরী প্রমুখ।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলার

আগস্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মামলার বাদী মাহবুবুল আলম তার জবানবন্দি শেষ করেন। ওই বছর ১৭ অক্টোবর তাকে জেরা শেষ করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এরপর ওই বছর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশের দুই সদস্য কেবিন দুগ্গান ও লয়েড শোয়েপ এই মামলায় সাক্ষ্য দেন। এ মামলার অপর আসামিরা হলেন, তৎকালীন মুখ্য সচিব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, নাইকোর দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউসুফ হোসাইন, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম। এদের মধ্য প্রথম তিনজন পলাতক রয়েছেন। অপরদিকে আসামিদের মধ্যে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান মারা যাওয়ায় তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়ার নামে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তদন্তের পর ২০০৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। দুদকের করা অপর দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। সেখান থেকে পরে চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায়ই সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান। এরপর ৭ জানুয়ারি তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

'প্রাদেশিকতা' শীর্ষক নামে করাচী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগ সমর্থক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'ডন' এর একটি সম্পাদকীয়তে প্রাদেশিকতাকে পাকিস্তানের সব থেকে বড় শত্রুরূপে আখ্যায়িত করা হয় এবং পূর্ব বাংলার ভাষা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা হয়, 'ভাষা প্রশ্নকে যুবকদের কাছে একটা আবেগময় আবেদন আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি খুব শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সব মানুষ কায়েদে আযমের জীবদ্দশায় কোন দিন মাথা তোলার সাহস আগ্রহ্য করতে।' এর পর ১৯৪৮ এর মার্চ মাসে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমানে ভাষা প্রসঙ্গে জিন্নাহর উক্তি উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় যে, সে সময় কেউ সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন যখন সেই একই তথাগুলি পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করেছে বলে জানা গেছে। কার প্রভাবে এই ছাত্রদেরকে জাতির পিতার বিরুদ্ধে এই অসম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে সেটা কি স্পষ্ট নয়? এই প্রভাব যা আসলে পাকিস্তানের শত্রুদেরই প্রভাব, নিশ্চিহ্ন করতে হবে যদি পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হয়। যারা আমাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে খর্ব করতে বদ্ধপরিকর তাদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার সময় এসেছে।...যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রাদেশিকতার পক্ষে ওকালতি করে তাদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা এবং কোন প্রকার প্রশ্রয় না দেয়া উচিত।' 'ডনের' এই 'সম্পাদকীয়টিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে একজন প্রাদেশিকতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয় যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের ধ্বনি তুলে সেই ধ্বনিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।'পাঞ্জাব থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্য চৌধুরী নাজির আহমেদ ভান ভাষা প্রশ্নে নাজিমুদ্দিনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, 'একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে সংবিধান সভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই মন্তব্য টেকনিক্যাল দিক দিয়ে সঠিক হতে পারে কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেছেন সেজন্য এর থেকে এই বিপদ ঘটতে পারে যে যার সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার কারণে আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় তারা একে ভুল বুঝতে পারে এবং এর অপব্যবহার করতে পারে। উর্দু যে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে প্রত্যেক সরকারী মুখপাত্র এবং দায়িত্বশীল নেতার দ্বারা পাকিস্তানের প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাজা সাহেবের বিবৃতির আরও ব্যাখ্যা খুবই প্রয়োজন অন্যথায় আমি আশঙ্কা করি যে, এর ফলে বিতর্ক ও তিক্ততার সিংহদ্বার খুলে যাবে, যার পরিণতি দাঁড়াবে খুব খারাপ।'১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে সারাদেশে পালিত হলো হরতাল, ছাত্রসভা। নেতৃত্ব দিলেন ছাত্রনেতা গাজীউল হক। স্কুল কলেজ ঘুরে ছাত্রদের উদীপ্ত করেন তিনি, ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সব হলের ছাত্রদের সংগঠিত করলেন। একুশের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন তিনিই। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালাল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী। শহীদ হলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। এমন অনেক আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের ফসল মাতৃভাষা বাংলা। প্রতিবাদে গণপরিষদের অধিবেশন বয়কট করলেন ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে '৪৮ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তিনিই প্রথম দাবি জানান রাষ্ট্র ভাষা বাংলার। অনেক বছর পরে হলেও বাংলাভাষাকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর তাদের ৩০তম সম্মেলনে ২৮টি দেশের সমর্থনে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮ দেশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে। রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ মহান শহীদ দিবস। এই দিনটি জাতির জীবনে অবিস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, সফিউর জব্বাররা। তাঁদের রক্তে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল দুঃখিনী বর্ণমালা, মায়ের ভাষা। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে সংগ্রামের সূচনা সেদিন ঘটেছিল।

আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ

এছাড়া সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, কাতার ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মুসুল্লি বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নেন। এক ময়দানে থাকা-খাওয়া এবং রাত্রিযাপনসহ আল্লাহকে রাজি খুশি করাতে আমল করেন এসব মুসল্লিরা। ইজতেমা ময়দানে বসে শোনেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সব মাওলানাদের বয়ান। তাবলীগ জামাত আয়োজন করে দ্বিতীয় পর্বের এই বিশ্ব ইজতেমা।

এবারের বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের মত দ্বিতীয় পর্বেও মোনাজাতে মুসল্লি কম ছিল। তবে আজকে গাজীপুর ও টঙ্গীতে পোশাক কারখানাগুলো খোলা ছিল। সুরায়ে নেজামের (যোবায়ের অনুসারী) মিডিয়া সমন্বয়কারী হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, 'দেশ-বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লির আগমনে ভরে যায় ইজতেমার ময়দান। শান্তিপূর্ণভাবেই আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের বিশ্ব ইজতেমা। এদিকে মাওলানা সাদ কান্দলভী অনুসারিদের ইজতেমা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে এ বছরের বিশ্ব ইজতেমা। আখেরি মোনাজত শেষে মূল মঞ্চ থেকে জানানো হয়, আগামী বছরের ৫৯তম বিশ্ব ইজতেমা ২ জানুয়ারি থেকে ৪ জানুয়ারি প্রথম ধাপ। পরের ধাপ ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি।

পুরনো চার বিভাগকেচারটি প্রদেশ

(ডেলিগেশন) বিবেচনায় দেশে বিশাল জনসংখ্যার পরিষেবা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এর ফলে এককেন্দ্রীক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা শহরের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিষেবার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে নয়া দিল্লির মতো ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার' (ঈধঢ়রঃধষ ঈরঃু এড়াবৎহসবহঃ) গঠনের সুপারিশ করা হলো। অন্যান্য প্রদেশের মতই এখানেও নির্বাচিত আইন সভা ও স্থানীয় সরকার থাকবে। ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-এর আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

জেলা পরিষদ বাতিল: স্থানীয় সরকারের একটি ধাপ হিসেবে জেলা পরিষদ বহাল থাকবে কি না সে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা রয়েছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কখনোই নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হননি। কিছু জেলা পরিষদ বাদে অধিকাংশেরই নিজস্ব রাজস্বের শক্তিশালী উৎস নেই। ফলে অধিকাংশ জেলা পরিষদ আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেহেতু জেলা পরিষদ বাতিল করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের সহায়-সম্পদ প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

পৌরসভা শক্তিশালীকরণ: পৌরসভার গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার হিসেবে একে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পৌরস-ভা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেম্বারদের আর গুরুত্ব দেয় না।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা: স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করা যেতে পারে। উপজেলা পরিষদকে আরো জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মধ্য সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা যেতে পারে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। এর উদ্দেশ্য তাকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখা। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেনীর একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মরত কানুনগোদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অধীনে তাদের পদোন্নতি ও পদায়ন করা যেতে পারে। এরূপ পদোন্নতির পরীক্ষা পিএসসি-র মাধ্যমে হতে হবে। পরবর্তীতে তারা পদোন্নতি পেয়ে ২৫% সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে পারবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার: ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯- মধ্য ১১ করা যেতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হবেন, যাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হতে হবে বলে বিধান করার সুপারিশ করা হলো। এর ফলে একদিকে মহিলাদের ৫০% প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের কর্মএলাকা সুনিশ্চিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন মেম্বারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেম্বারদের আর গুরুত্ব দেয় না।

ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া: উপানুষ্ঠানিক ও মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া যেতে পারে। ইউনয়ন পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কৃষি ও পানি বিষয়ক কমিটি গঠন করা মধ্য যেতে পারে। একইভাবে পরিষেবা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা কমিটিসহ ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে যে গ্রাম আদালত বা সালিশী ব্যবস্থা রয়েছে তাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা হলে গ্রাম পর্যায়ে মামলা-বিরোধ ইত্যাদি কমে আসবে। এলাকার জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গনশুনানির মাধ্যমে এসকল কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিসমূহের কার্যক্রমে তাদের উপস্থিত থাকার সুযোগ দিতে হবে।

কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে আলাদা বিভাগ করার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে আলাদা বিভাগ করার সুপারিশ করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। গতকাল বুধবার দুপুরে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। কমিশনের প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। কমিশন 'জনমুখী প্রশাসনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পুনর্গঠন' শিরোনামে নতুন দুটি বিভাগ গঠনের সুপারিশ করেছে কমিশন। কমিশন তাদের প্রস্তাবে বলেছে, বর্তমানে দেশে মোট ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। ভৌগোলিক ও যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনায় কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ গঠনের দাবি অনেক দিনের। সুতরাং কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করা হলো। এছাড়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নিয়ে গ্রেটার সিটি 'ঢাকা ক্যাপিটাল সিটি' গঠনের সুপারিশ করেছে কমিশন। জনসংখ্যা ও যোগাযোগের বিবেচনায় দশটি বিভাগকে পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছে কমিশন।

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়লো ১১ দোকান

স্টাফ রিপোর্টার :চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির ভূজপুরে আগুনে পুড়েছে ১১টি দোকান। গতকাল বুধবার ভোর ৬টার দিকে কাজিরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে গেছে রঞ্জিতের মিষ্টির দোকান, আবু সওদাগরের চালের দোকান, তসলিমের কুকারিজ দোকান, আলমগীরের গাছের দোকান, তসলিমের লেপ-তোষকের দোকান, আনসারের হোটেল ও চা দোকান, আব্বাসের ওয়ার্কশপ ও পানের দোকান, তাহেরের স্টিলের দোকান, সেলিমের বিসমিল্লাহ হোটেল ও নুরুল ইসলামের ওয়ার্কশপ। স্থানীয়রা জানান, ভোরে হঠাৎ আগুন লেগে এসব দোকান পুড়ে যায়। প্রায় ৪ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। ভূজপুরের সাবেক চেয়ারম্যান মো. শফি বলেন, ১১টি দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এছাড়াও ২০টির অধিক দোকান আংশিক পুড়ে গেছে। কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি ইউএনওকে জানিয়েছি।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১৫৬৯ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার :রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১৫৬৯টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা করা হয়। এছাড়াও ১১০টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৫২টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গোপালগঞ্জে কবরস্থান থেকে তিনটি লাশ চুরি

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার একটি কবরস্থান থেকে তিনটি লাশ চুরি হয়েছে। তবে খোঁড়া হয়েছে ছয়টি কবর। গত মঙ্গলবার রাতের কোনো এক সময় উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের পশ্চিম চিত্রাপাড়া কবরস্থান থেকে লাশগুলো চুরি হয়। গতকাল বুধবার ভোরে ফজরের নামাজ শেষে কবর জিয়ারত করতে গেলে এক মুসল্লির চোখে বিষয়টি ধরা পড়ে। এদিকে এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে কবরস্থানে দাফন করা ব্যক্তিদের স্বজন ও এলাকাবাসী কবরস্থানে ছুটে আসেন। যাদের লাশ চুরি হয়েছে, তাদের স্বজনদের কান্নায় এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। ভোরে এলাকাবাসী পশ্চিম চিত্রাপাড়া কবরস্থানে ছয়টি কবর খোঁড়া অবস্থায় দেখতে পান। এর মধ্যে চিত্রাপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বার লিয়াকত আলী, চাঁদ মিয়া ও বায়জিদ হোসেনের কবরে লাশ পাওয়া যায়নি। লিয়াকত আলীর বড় মেয়ে সালমা খানম বলেন, আমার বাবা নয় মাস আগে মারা গেছেন। বাবাকে পশ্চিম চিত্রাপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। ভোরে খবর পাই, কবরস্থান থেকে বাবার লাশ চুরি হয়েছে। ছুটে এসে দেখি বাবার কবর খোঁড়া। কবরের পাশেই কাফনের কাপড় ও চুল-দাঁড়ি পড়ে আছে। চাঁদ মিয়ার ছেলে মহসিন ইসলাম বলেন, আমার বাবা চার মাস আগে মারা গেলে এ কবরস্থানে দাফন করা হয়। সকালে লাশ চুরির খবর পেয়ে এখানে এসে দেখি কবরের ভেতরে আমার বাবার লাশ নেই। চিত্রাপাড়া গ্রামের মুকুল মিয়া বলেন, চিত্রাপাড়া পশ্চিমকান্দি কবরস্থানে আমার বাবা-মাকে দাফন করা হয়েছে। আমি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর তাদের কবর জিয়ারত করতে আসি। কবরস্থানে ঢুকতেই দেখি একটি কবর খোঁড়া। আশপাশে তাকিয়ে দেখি একে একে ছয়টি কবর খোঁড়া। এর মধ্যে তিনটি কবরে লাশ নেই। তখনই আমি এলাকাবাসীকে খবর দিই। কোটালীপাড়া থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। যাদের লাশ চুরি হয়েছে, তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার :পুলিশের গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার তিনদিন পর পাবন-ার সুজানগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল ওহাবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে আব্দুল ওহাবকে তার নিজ গ্রাম মথুরাপুর বটতলা আনসার সরকারের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুজানগর থানার ওসি গোলাম মোস্তফা এ তথ্য জানান। এর আগে গত শুক্রবার বিকেলে সুজানগর পৌর এলাকার মথুরাপুর হাইস্কুলের সামনে থেকে আব্দুল ওহাবকে গ্রেপ্তার করা হলে তার সমর্থকরা পুলিশের ওপর হামলা করে তাকে ছিনিয়ে নেন। এসময় আট পুলিশ সদস্য আহত হন। এ ঘটনায় সুজানগর থানার এসআই আজাহার আলী বাদী হয়ে ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা দুই-তিনশ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এ মামলায় এ পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। গত জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে আব্দুল ওহাবের নামে একাধিক মামলা রয়েছে।

বিদেশি জাহাজ আটক, কোস্টগার্ডের হেফাজতে ৯ ক্রু

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্ক ফাঁকি দিয়ে জ্বালানি তেল অবৈধভাবে সংগ্রহের সময় পানামার পতাকাবাহী বিদেশি একটি বাণিজ্যিক জাহাজ আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। ক্রুসহ আটক জাহাজটি চট্টগ্রাম বহির্নোঙর সাগরে কোস্টগার্ডের হেফাজতে রয়েছে। গত মঙ্গলবার কুতুবদিয়া উপজেলার উপকূলবর্তী অদূর সাগরের বহির্নোঙর এলাকায় এ অভিযান চালিয়ে জাহাজটি আটক করা হয় বলে জানান কোস্টগার্ড সদর দপ্তরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. সিয়াম উল হক। তিনি বলেন, শনিবার সকাল থেকে কুতুবদিয়া বহির্নোঙর সাগর এলাকায় কোস্টগার্ডের জাহাজ 'অপূর্ব

ফ্যাসিস্টরা ইতিহাস পড়ে কিন্তু শিক্ষা

য়েছে, রিমান্ডের নামে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। বিদেশে বসে যারা বাক এবং কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন, দেশের মাটিতে তাদের পরিবারকে হেনস্তা করা হয়েছে, জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। এমনকি নারীদেরকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। যারা নিজেদের জীবনটা বিলিয়ে দিয়ে আমাদের আজকের এই পরিবেশটি উপহার দিল, তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঈশ্বরদীতে শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা

করেন। পরে মামলাটির তদন্ত শুরু করে সিআইডি। ১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল ৫২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। এদের মধ্যে পাঁচজন মারা গেলে তাদের চার্জশিট থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ৩ জুলাই জাকারিয়া পিন্টুসহ ৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত। সেই সঙ্গে ২৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১৩ জনকে ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রকাঠামোতে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী

অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সব সময় একটি জুলুম এবং শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা এই ভূখণ্ডের মানুষ ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আমাদের বিদ্যমান যে রাজনৈতিক কাঠামো এবং দলগুলো রয়েছে, তারা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা গণমানুষের এই গণ-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। **ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারিতেই আসবে নতুন দল :** ছাত্র-তরুণদের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। তবে এবার সেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ছাত্র এবং তরুণদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং নাগরিক কমিটির নেতারা। এছাড়াও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল আসছে। আপনি কেমন দল চান আমরা তা জানতে চাই এবং সে আদলেই দলটি গড়তে চাই। নতুন দলের বিষয়ে ছাত্র-জনতার অভিমত অগ্রাধিকার পাবে। নতুন দলের বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের এই রাজনৈতিক দলটি যেন নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির না হয় এবং নির্দিষ্ট একটি আদর্শের না হয়ে যায়। এটি যেন সমাজের সব স্তরের কণ্ঠস্বর হয়, সে জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা মনে করছেন দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়েছেন, আমরা তাদেরও প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। আমরা সব নাগরিকের কথা শুনতে চাই, আমরা সবার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে চাই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই আহ্বায়ক আরও বলেন, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে আরেকবার এদেশের মানুষের সামনে গাঠনিক মুহূর্ত হাজির হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংঘটিত অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করা দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের, বিশেষত- তরুণ জনগোষ্ঠীর নতুন আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রকল্প তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো তা ধারণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এজন্য অভ্যুত্থানের শক্তি ছাত্র-তরুণরা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হওয়া নতুন আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রকল্পকে ধারণ করে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, উমামা ফাতেমাসহ অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ৩

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জের আদালতে আনা হয়। তাকে ৩ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে পুলিশ পাঁচ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত শুনানি শেষে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।' গেল ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শ্রমিক আশিক মিয়া। ২৩ আগস্ট তার মা কুলসুম বেগম বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১২ জনের নাম উল্লেখ এবং ৩০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।

রেলের পূর্বাঞ্চলে মামলার সংখ্যা

সিলেট জজ আদালতে ৫৮টি, বাজিতপুর জজ আদালতে সাতটি, জামালপুর জজ আদালতে নয়টি, টাঙ্গাইল জজ আদালতে একটি, সরিষাবাড়ি জজ আদালতে দুটি। পাশাপাশি মাসে ৮ থেকে ১০টি মামলা দায়ের হলেও মাত্র এক-দুটি নিষ্পত্তি হচ্ছে। তবে যে হারে মামলা হচ্ছে সে হারে নিষ্পত্তি হয় না। কোনো কোনো মাসে দেখা যায় একটিও নিষ্পত্তি হয় না। যে কারণে মামলা বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে মামলা নিষ্পত্তি বিলম্বের কারণ হিসেবে রেলের আইন শাখা সংশ্লিষ্টদের মতে, রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের আইন শাখায় জনবল সংকটে ভুগছে। তাছাড়া মামলা পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দও খুবই কম। যে কারণে মামলাগুলো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। মামলা পরিচালনার জন্য চট্টগ্রামে তিনজন এবং অন্যান্য জেলায় একজন করে আইনজীবী রয়েছে। কিন্তু কিছুইতেই মামলার জট কমছে না। আর কেউ যদি উচ্চ আদালতে মামলা করে সেটির নোটিশ হাতে পেতে ছয় মাস থেকে এক বছর লেগে যায়। নোটিশ পাওয়ার পর ওই মামলার জবাব দেয়া হয়। আবার কোনো কোনো বাদী আদালত থেকে এক-দুবার সময় নিয়ে থাকে। রেলও সময় নিয়ে থাকে। আবার দেখা যায় অনেক ধার্য তারিখে আদালত বসে না। ওসব কারণে মামলাগুলো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। অন্যদিকে এ বিষয়ে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মামুন মিয়া জানান, মামলার কারণে নতুন করে ক্যাটারিং সার্ভিস নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। মামলা শেষ হলেই দরপত্র আহ্বান করা যাবে।

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে নারীসহ

খাতুন চিৎকার করলে তার পেটে ছুরিকাঘাতে আহত করে। পরে দৌড়ে পালানোর সময় সেন্টু নামের প্রতিবেশী ওই চোরকে ধরতে গেলে তার ডান হাতের আঙ্গুলে ছুরিকাঘাত করে। সে সময় প্রতিবেশীরা মোক্তার হোসেনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। তিনি আরও বলেন, ঘটনার সময় আমি দোকানে ছিলাম। ছেলে-মেয়েরাও বাসার বাহিরে ছিল। এ সুযোগে প্রতিবেশী মুক্তার ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

মিল্কভিটার শ্রমিকদের আন্দোলন

বাবা-মা মারা গেলেও নেই ছুটি, না আসলেই কাটা যায় সেদিনের মজুরি। এসব অভিযোগ তুলে ধরে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে এক দফা আন্দোলন, কর্মবিরতি ও অনশন শুরু করেছেন দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটার দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি স্থায়ী করার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তাই দাবি আদায়ে এবার কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। আগামীতে মিল্কভিটাকে বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে কর্মরত শ্রমিকরা। আন্দোলনরত শ্রমিকদের প্রধান সমন্বয়ক ওয়াছিউল বারী বলেন, '২০২৪ সালের আগস্ট মাসে চাকরি স্থায়ী করার জন্য কর্তৃপক্ষ ৯ দিন সময় নিলেও তা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। পাশাপাশি ঈদে বা অসুস্থ হলেও ছুটি দেওয়া হয় না। বরং কাটা হয় মজুরি। শ্রমিকরা জানান, দাবি আদায় না হলে আগামীতে শাটডাউন করে দেওয়া হবে মিল্কভিটাকে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে কাজে ফেরানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে পরিচালনার দাবিও করেন তারা। বাঘাবাড়ী মিল্কভিটার অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ড. সাইদুল ইসলাম বলেন, নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অতিদ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

সাড়ে ২৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি

গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ আকারে বিক্রি করা হয়েছে। এদিকে, মূল্যবান ৭৪টি গাড়ি ভাঙারি হিসেবে বিক্রি করা নিয়ে বিডারদের অভিযোগের শেষ নেই। তারা বলেন, শর্তারোপের মাধ্যমে শুধুমাত্র রি-রোলিং মিলগুলোকেই উন্মুক্ত নিলামে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলামের ১৫

প্রয়োজন।গত বছরের ১৮ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা১২ নম্বর সেক্টর থেকে কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন ১৯ নভেম্বর তাকে নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের এক সময়ের প্রভাবশালী এই নেতা ২০০৮ নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন। এরপর থেকে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ সংসদ পর্যন্ত টানা চারবার জয়ী হন। নবম সংসদে জয়ের পর ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় তিনি আইন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এই সদস্য সরকারের পরের মেয়াদে ২০১৪ সালে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তবে পরের দুই মেয়াদের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি।

অর্ধেক বইও পায়নি শিক্ষার্থীরা

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা থেকে যে তথ্য দিচ্ছে, তার সঙ্গে মিলছে না জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য। কারণ বইয়ের ছাড়পত্র দেওয়ার পর ধীরগতিতে জেলা ও উপজেলায় বই পাঠানো হচ্ছে। কোনো কোনো উপজেলায় পাঠানো হচ্ছে সপ্তাহে একদিন। বই পেতে চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় থাকছেন শিক্ষা কর্মকর্তারা। কুড়িগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এবার জেলায় মাধ্যমিকের (ষষ্ঠ-দশম) বইয়ের চাহিদা ৩১ লাখ ৩৭ হাজার ১৫৫ কপি। গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে বই পৌঁছেছে মাত্র ১০ লাখ ৭৯ হাজার ৭৯৪টি। তার মধ্যে তারা বিতরণ করতে পেরেছেন ৯ লাখ ১২ হাজার ৮৮টি বই। মাদরাসায় দাখিল পর্যায়ে (ষষ্ঠ-দশম) বইয়ের চাহিদা ১৮ লাখ ৩৯ হাজার ৩৫৪ কপি। জেলায় পৌঁছেছে মাত্র ২ লাখ ৮৮ হাজার ৪৯৮ কপি। বিতরণ করা হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ২৩৭টি বই। এছাড়া ভোকেশনালের শিক্ষার্থীদের জন্য কুড়িগ্রাম জেলায় বই প্রয়োজন ২ লাখ ১৬ হাজার ১৪৪ কপি। কিন্তু জেলায় বই পাঠানো হয়েছে মাত্র ৭৫ হাজার ৯১২টি। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শামছুল আলম বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে বই আসছে। দ্রুত আমরা সেগুলো উপজেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ধাপে ধাপে বই আসায় বন্টন করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।' খাগড়াছড়ি জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এবার ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির জন্য জেলাটিতে বইয়ের চাহিদা ২৬ লাখ ৮৪ হাজার ৭৫৫টি। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে বই গেছে মাত্র ৪ লাখ ৩৬ হাজার ৪৬৪টি। একই জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানায়, চলতি বছর জেলায় প্রাথমিকে বইয়ের চাহিদা ছিল চার লাখ ৩৬ হাজার। পৌঁছেছে ২ লাখ ১৪ হাজার বই।

ঢিমেতালে চলছে ক্লাস, বড় শিখন ঘাটতির মুখে শিক্ষার্থীরা : মহাখালী মডেল হাই স্কুলে প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। চতুর্থ-পঞ্চম এবং মাধ্যমিকের ক্লাস চলছে কোনোমতে। বই না পাওয়ায় ক্লাসে বসতে চায় না শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে বিরক্ত শিক্ষকরাও। স্কুলটির শ্রেণি শিক্ষক জাকির হোসেন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের পিডিএফ ডাউনলোড করে ফটোকপি করতে বলেছিলাম। কেউ করছে, কেউ করেনি। ক্লাসে ডাকলেও আসে না। স্কুলে এসে খেলাধুলা করে বাসায় চলে যেতে চায় ওরা। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। তবে সব বই না পাওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে ফেরানো কষ্টসাধ্য হবে।' চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪ কোটি ৩৪ লাখ ৩ হাজার ২৮৩ জন। এর মধ্যে প্রাথমিকে ২ কোটি ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭৯ জন এবং মাধ্যমিকে ২ কোটি ২৪ লাখ ৫৮ হাজার ৮০৪ জন। প্রাথমিকের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী সব বই পেয়েছে। সেই হিসাবে সব বই হাতে পাওয়া থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থী প্রায় ৩ কোটি।

যাদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল, তারা বিকল্প উপায়ে (পুরোনো বই কেনা ও পিডিএফ প্রিন্ট) পড়াশোনা করছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিকল্প ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনায় বৈষম্যও তৈরি হচ্ছে। এতে মেধাবী হওয়ার পরও বই না পেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছেন বহু শিক্ষার্থী।

এ প্রসঙ্গে ইস্কাটন গার্ডেন উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা বলেন, 'আমার স্কুলে তিনটি শ্রেণিতে আমি ক্লাস নিই। হাতে গোনা কয়েকজন পিডিএফ ফটোকপি করে নিয়ে আসে। দু-একজন পুরোনো বই কিনেছে। অন্যদের হাতে বই নেই। এভাবে ক্লাস করাতে থাকলে বৈষম্য বাড়বে। শহরের অবস্থা যদি এমন হয়, গ্রামের অবস্থাটা ভাবুন! যাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা বিকল্প ব্যবস্থা করছে। যারা করতে পারছে না, তারা পিছিয়ে পড়বে।' ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর মা তাহেরা আক্তার রূপা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে তিনটি বই পেয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত। স্কুল থেকে বলার পর পুরোনো বিজ্ঞান বইটা আমরা কিনে দিয়েছি। চারটা বই মেয়ের হাতে। ১৩-১৪টি বই এবার। এখনো ১০টা বইয়ের খোঁজ নেই। বাধ্য হয়ে ওগুলোই ঘুরেফিরে পড়ছে মেয়েটা। কিন্তু ক্লাস তো হচ্ছে না। পড়ালেখার অনেক ক্ষতি হচ্ছে।' ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বই দেওয়ার চেষ্টা! সোয়া ১৮ কোটির বেশি বই ছাপানোর বাকি। সেগুলো ছাপানোর পর বিতরণেও অন্তত দেড় সপ্তাহ লেগে যায়। এমন বাস্তবতা সামনে রেখেও আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বই শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান। তিনি বলেন, প্রাথমিকের শতভাগ বই চলতি সপ্তাহে হয়ে যাবে। দশম শ্রেণির বইয়ের কাজ শেষ। বাকি শ্রেণির বইগুলো আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সব বই ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তাছাড়া নবম শ্রেণির বই বেশি হওয়ায় একটু দেরি হবে। সেটাও ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়ে বলে বলে আশা করছি।' তবে এনসিটিবি চেয়ারম্যানের এ বক্তব্য আকাশ-কুসুম চিন্তা ছাড়া কিছুই না বলে মনে করেন ছাপাখানার মালিকরা। তাদের প্রশ্ন, ১৭-১৮ কোটি বই উনি (এনসিটিবি) ১০ দিনে ছাপাবেন কোথায়? নবম শ্রেণির বই ছাপার কাজ করা একজন ছাপাখানার মালিক নাম প্রকাশ না করে সোমবার সকালে বলেন, 'চেয়ারম্যান সাহেব প্রথমে বলেছিলেন জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সব বই হয়ে যাবে। পরে বললেন ১৫ তারিখের মধ্যে সব দিয়ে দেবো। জানুয়ারি চলে গেলো... এখন ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের টাইমলাইন দিলেন। এগুলো অবাস্তব কথা গণমাধ্যমে কেন বলছেন, তা জানি না।'

তিনি বলেন, 'আমরার মতে, পুরো ফেব্রুয়ারি মাস কাজ করলেও বই শেষ নামানো (ছাপানো) কষ্টসাধ্য। তারপরও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধরে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। মার্চে রোজা শুরুর আগে আমাদের দিক থেকে ছাপানো শেষ করতে চাই। তবে বিতরণ শেষ করতে আরও কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।'

স্বৈরশাসকের মতোই অন্তর্বর্তী

উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের টংগিবাড়ী উপজেলার পাঁচগাঁও এলাকায় শহীদ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, আমরা যেটা মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকারের লোকেরা এভাবে যদি ভোগবিলাসে লিপ্ত হয় তাহলে সংস্কারের যে অ্যাজেন্ডা, সংস্কারের যে লক্ষ্য সেখান থেকে সরকার পিছিয়ে পড়বে। এ জন্য যেসব উপদেষ্টা ভোগবিলাসে লিপ্ত তাদের অনতিবিলম্বে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে সংস্কারের কার্যক্রম শেষ করে জাতীয় নির্বাচনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা বলছি। তা না হলে দেশ একটি গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে পড়বে। সাবেক ছাত্রদল নেতা কামরুল ইসলাম তপনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুস সাত্তার মোল্লার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলী আজগর রিপন মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন দোলন, ধীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন মোল্লা প্রমুখ।

ছয়মাস ধরে অন্তর্বর্তী সরকার

স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সারা পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি বাংলাদেশের মানুষের শান্তি আনতে পারেন নি। তিনি বলেন, জিনিসের দাম বেড়েছে, নতুন করে চাকরির সুযোগ হয়নি, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, লুটপাট বেড়েছে। মান্না আরও বলেন, আন্দোলনের মধ্য থেকে, রক্তদানের মধ্য থেকে স্লোগান ছিল নতুন বাংলাদেশ চাই। নতুন বাংলাদেশ মানে কি! অতীতের যা জরা জীর্ণ, যা গণবিরোধী, যা ঘৃণার, কষ্টদায়ক, যা আমাদের বঞ্চনার কথা বলে সে সবকিছু বদলে সামছুর রহমানের কবিতার মত, ফুলের বাগানের মত যেখানে বাস করে শান্তি পাবেন, বুক ভরে শ্বাস নিতে পারবেন। তিনি বলেন, ১/১১ এর সময় ড.ইউনুসকে বলা হয়েছিলো আপনি ক্ষমতা নেন। সমারিক বাহিনী পুরো রাত তাকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু উনি বলেছিলেন মাত্র তিন মাসে আমি ভালো কিছু করতে পারব না। তাই দায়িত্ব নেব না। কিন্তু এবার প্যারিসের হাসপাতালে থাকার পরও ছাত্ররা তাকে ফোন করল আর উনি ক্ষমতা নিলেন। তারা আশা করেছে তিনি সংস্কার করবেন। এবং আমরাও যে দলেরই হই, যে মতেরই হই, ছোট-বড় সবাই তাকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছি। নাগরিক ঐক্যের এই সভাপতি আরও বলেন, ছয় মাস চলে গেছে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়েছে? প্রশাসন কি সংস্কার হয়েছে? ঘুষ ছাড়া কি কাজ হচ্ছে? এসব কিছুই বন্ধ হয়নি এখনও। আমি বলছিনা ছয় মাসে সব বদলে দেয়া যায়। কিন্তু আমি বলবো ছয় মাসে বদলাবার একটা সূত্র তো দেখতে পারবো। দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুসহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রিভলবার, শটগানসহ সাবেক

সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির টিম জানতে পারে ধানমন্ডির একটি বাসায় মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার এজাহারনামীয় আসামি মুশফিকুর রহমান খান ওরফে হান্নান আত্মগোপন করে আছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ওই বাসায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবি-মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার হান্নানের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাংলামোটর এলাকার প্লানার্স টাওয়ারের ১৪ তলায় তার নিজ অফিস হতে ব্রাজিলে তৈরি একটি অত্যাধুনিক এনপিবি রিভ-লবার, দশমিক ২২ বোরের ৯৫ রাউন্ড রিভলবারের গুলি, ইতালির তৈরি দশমিক ১২ বোরের একটি শটগান, শটগানের ৮০ রাউন্ড কার্তুজ, একটি অতিরিক্ত বাট এবং রিভলবার ও শটগানের দুটি লাইসেন্স উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে তার ?বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় অস্ত্র আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। ডিবি সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার হান্নান মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার হত্যা, হত্যা চেষ্টা ও নাশকতার চারটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি। হান্নানের হেফাজতে থাকা এনপিবি রিভলবারের লাইসেন্সে ৯৭ রাউন্ড গুলির অনুমোদন থাকলেও ডিবির কাছে ৯৫ রাউন্ড গুলি উপস্থাপন করে। সে অবশিষ্ট দুই রাউন্ড গুলির বিষয়ে ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে গত ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বেসামরিক জনগণকে দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে গোলাবারুদসহ আগ্নেয়াস্ত্র সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র জমা না করলে তা অবৈধ অস্ত্র হিসেবে গণ্য হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

কর্মক্ষেত্রে ৬ মাস অনুপস্থিত কুবি কর্মকর্তার বেতন-ভাতা বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার :দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) রেজিস্ট্রার দফতরের সেকশন অফিসার এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. রেজাউল ইসলাম মাজেদের বেতন-ভাতা বন্ধ করেছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পরে তিনি আর কাজে আসেননি। জানুয়ারি মাস থেকে তার বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। এর আগে, গত ১৬ জুলাইয়ের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির জবাব চেয়ে ২৩ অক্টোবর নোটিশ দেওয়া হয়। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নোটিশের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও মাজেদ জবাব দেননি। পরবর্তীতে গত ৩ নভেম্বর কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়। সেটারও কোনও জবাব পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেখানে আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দুর রহমান, সদস্য হিসেবে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্যাহ এবং সদস্যসচিব হিসেবে অর্থ ও হিসাব দফতরের উপপরিচালক এস এম মাহমুদুল হক। উল্লেখ্য, রেজাউল ইসলাম মাজেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খালেদ সাইফুল্লাহ হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

হাইকোর্টে সাংবাদিকদের ওপর বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলা

স্টাফ রিপোর্টার :তিন দশক আগে পাবনার ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে শেখ হাসি-নাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় হাইকোর্টের রায়ের পর সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে ঈশ্বরদী থেকে আসা বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন এটিএন নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার জাবেদ আক্তার। গতকাল বুধব-ার সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত সাংবাদিককে কাকরাইলস্থ ইসলামী ব?্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসময় বৈশাখী টেলিভিশনের মাইক্রোফোন ভাংচুরসহ মারধর করা হয় আরও কয়েকজন সাংবাদিককে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রায় ঘোষণার পর বেলা ১২টার দিকে হাইকোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। সেখানে এ মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবীদের ব্রিফিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সাংবাদিকরা। হঠাৎ বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিবের উপস্থিতিতে দলটির শতাধিক নেতাকর্মী হট্টগোল শুরু করেন। এর প্রতিবাদ জানালে এক পর্যায়ে তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক ব্রিফিং বর্জনের পাশাপাশি অ্যানেক্স চত্বরে বসে পড়েন সাংবাদিকরা। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং জড়িতদের চিহ্নিত করার দাবি জানান সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত সাংবাদিকরা।

হাতিরঝিলে ইন্টারনেট কর্মচারী গুলিবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার :রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় মো. সুমন (২৫) নামের এক ইন্টারনেট কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে রাত ৩টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে ভর্তি করা হয়। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গুলিবিদ্ধ এক যুবককে ঢামেকে নিয়ে আসা হলে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে। আহতের বোন ইভ জানান, আমার ভাই ইন্টারনেট লাইনের কাজ করে। রাতে রামপুরা ওয়াপদা রোডের একটি চায়ের দোকানের সামনে মুখোশধারী ১২ থেকে ১৫ জন মোটরসাইকেলযোগে এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে আমার ভাইয়ের ডান পায়ের উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়। খবর পেয়ে ভাইকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতাল পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত পৌনে ৩টার দিকে ঢামেক নিয়ে আসা হয়। তিনি আরও জানান, তাদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার কুতুমপুর গ্রামে। রামপুরার ওয়াপদা রোডের দুই নম্বর গলি এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকেন তারা।

গাজীপুরে সবজিবোঝাই পিকআপ খাদে, চালকসহ নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার :গাজীপুরের কালীগঞ্জে একটি সবজিবোঝাই পিকআপ ভ্যান অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে নিচু জমিতে পড়ে যায়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালকসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে তাদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। গতকাল বুধবার সকালে জয়দেবপুর-ইটাখোলা সড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া (মৈশাইর) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আলাউদ্দিন। তিনি বলেন, সিলেট থেকে সবজিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান গাজীপুরের দিকে আসছিল। পিকআপটি কালীগঞ্জের মৈশাইর এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশাকে সাইড দেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে নিচু জমিতে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে চালকসহ তিন জন নিহত হয়। ওসি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন চালক, অপরজন চালকের সহযোগী এবং একজন সবজি ব্যবসায়ী। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম, হাতের রগ-কবজি বিচ্ছিন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাভিশন টেলিভিশনের পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা প্রতিনিধি ও কুয়াকাটা পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম মিরনকে বেধড়ক কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কুয়াকাটা পৌরসভায় নিজ বাসার সামনে তার ওপর হামলে পড়ে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে স্বজনসহ স্থানীয়রা উদ্ধার করে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল প্রেরণ করা হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, মিরন ঢাকা থেকে রাতে কুয়াকাটায় ফিরেছেন। কুয়াকাটা পৌরসভার তুলাতলী মহাসড়কে নেমে ৫০ গজ দূরে বাসায় যাচ্ছিলেন। বাসায় ঢোকার আগমুহূর্তে তাকে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। এ সময়ের মিরন ডাক-চিৎকার করে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যসহ আশপাশের লোকজন দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মিরনের এক হাতের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে। অন্য হাতের কবজি বরাবর ঝুলিয়ে দেয়। এ ছাড়া কপাল, মাথা, পেট ও হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কোপের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় সাংবাদিক এবং দলীয় নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মহিপুর থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গেছেন। আসামি শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আর্জেন্টিনা থেকে এলো ৫০ হাজার টন গম

স্টাফ রিপোর্টার :আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা থেকে আমদানিকৃত ৫০ হাজার ২০০ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমভি এলপিডা জিআর জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। গতকাল বুধবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানায়, জাহাজে রক্ষিত গমের মধ্যে ৩০ হাজার ১২০ টন চট্টগ্রাম বন্দরে এবং ২০ হাজার ৮০ টন মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে। এরইমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে গম খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

৫ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় ফেরি চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার :ঘন কুয়াশার কারণে ৫ ঘণ্টা বন্ধের পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে, কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে গেলে গত মঙ্গলবার রাত আড়াইটা থেকে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। ফলে যাত্রী ও যানবাহনচালকদের শীতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. সালাহ উদ্দিন জানান, কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে গত মঙ্গলবার রাত আড়াইটা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এ নৌরুটে ছোট-বড় ১৬টি ফেরি চলাচল করছে। তিনি আরও জানান, দীর্ঘক্ষণ ফেরি বন্ধ থাকায় ঘাটপ্রান্তে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যানবাহনগুলো নদী পার হতে পারবে।

যশোরে লিফলেট বিতরণের সময় আ.লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুজন আটক

স্টাফ রিপোর্টার :যশোরের কেশবপুরে লিফলেট বিতরণকালে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া বাজারে এই লিফলেট বিতরণ করছিলেন তারা। আটকরা হলেন- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের রশিদ মোড়লের ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী সুজন হোসেন (২৩) এবং একই গ্রামের মৃত হজরত আলীর ছেলে ও আওয়ামী লীগ কর্মী আলী হোসেন (৪২)। চিংড়া বাজার পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও কয়েকজন পালিয়ে যান বলে ক্যাম্প ইনচার্জ সহকারী এএসআই মো. কামরুজ্জামান জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাত ৯টার দিকে আট-দশ জনের একদল ব্যক্তি বাঁশবাড়িয়া বাজারে হটাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ শিরোনামে লিফলেট বিতরণ করছিলেন। এ খবর জানতে পেরে চিংড়া বাজার ক্যাম্পের পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুজন ও আলী হোসেনকে আটক করে। এ সময় বাকিরা পালিয়ে যান। এএসআই কামরুজ্জামান আরও জানান, আটকের পরপরই দুজন 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দিয়ে ওঠেন। সে সময় বাজারের কয়েকশ মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে যান। দ্রুত আটকদের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, 'আটকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে আইনজীবী সমিতির ভোটের আগে সব নির্বাচনি কর্মকর্তার পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার : পদত্যাগ করেছে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ছিল ভোটগ্রহণ। এর মাত্র ৬ দিন আগে একসঙ্গে সব নির্বাচনি কর্মকর্তার পদত্যাগের এ ঘটনা ঘটলো। গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক বরাবর চিঠি দিয়ে পদত্যাগের কথা জানান নির্বাচনি কর্মকর্তারা। চিঠিতে মুখ্য নির্বাচনি কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সোলায়মান, নির্বাচনি কর্মকর্তা উত্তম কুমার দত্ত, তারিক আহমদ, সাম্যশ্রী বড়ুয়া এবং মো. নুরুদ্দিন আরিফ চোধুরীর স্বাক্ষর রয়েছে। পদত্যাগপত্রে বলা হয়, গত ১৪ জানুয়ারি সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধানমতে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের মনোনীত করে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করে ইতোমধ্যে প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত এবং ব্যালট পেপার ছাপানোসহ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি নির্বাচনের অনুকূলে না থাকা সত্ত্বেও আমরা অত্যন্ত আশাবাদী এবং উৎসাহ নিয়ে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলাম। এতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ একটি দরখাস্ত প্রদান করে সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব করে। অপরদিকে ঐক্য পরিষদ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থক আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের মনোনয়ন বাতিলের জন্য আবেদন করে। দুটি আবেদনই সমিতির গঠনতন্ত্রবহির্ভূত। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশন চায় না সমিতির কোনও সদস্য পুলিশ, সেনাবাহিনী অথবা অন্য কোনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে হেনস্তার শিকার হয় এবং আইনজীবী সমিতি ও আইনজীবী সমিতির কোনও সদস্যের ঐতিহ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। পদত্যাগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, উভয়পক্ষের পারস্পরিক অবস্থান নির্বাচনের প্রতিকূলে হওয়ায় এবং নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে হেনস্তা, ভয়ভীতি ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায়, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন করার কোনও সুযোগ বা পরিবেশ বিদ্যমান নাই বিধায় নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মতভাবে উক্ত নির্বাচন পরিচালনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা আইনজীবী সমিতির মুখ্য নির্বাচনি কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সোলায়মান। আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাডভোকেট নাজিম উদ্দিন চৌধুরী বাংলা বলেন, জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সব কর্মকর্তা একসঙ্গে পদত্যাগ করে চিঠি দিয়েছেন। আমরা চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জানা যায়, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ২১টি পদের জন্য ৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা ছিল মোট ৫ হাজার ৪০৪ আইনজীবীর।

বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর সাপাহার উপজেলার উত্তর পাতাড়ী সীমান্ত থেকে সিরাজুল ইসলাম (৪২) নামে এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। গতকাল বুধবার ভোরে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে তাকে আটক করা হয়। সিরাজুল উপজেলার উত্তর পাতাড়ী গ্রামের মৃত ওসমান আলীর ছেলে। আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরাজুলের স্ত্রী এজেলা খাতুন জানান, গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে তার স্বামী সিরাজুল ভারতে গিয়েছিলেন। এরপর গতকাল বুধবার সকালে সবাই ফিরে এলেও সিরাজুল ফিরেননি। এবং যারা ফিরে এসেছেন, তাদের কাছ থেকে তার স্বামীর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন বাংলাদেশি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে গরু আনতে যান। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে গরু নিয়ে ৪৪/১ এস পিলার এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার নাইরকুড়ী বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত জোয়ানরা তাদের ধাওয়া করে। এ সময় অন্যরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে পারলেও বিএসএফ সদ্যদের হাতে সিরাজুল ধরা পড়েন। তবে এ বিষয়ে নওগাঁ ব্যাটালিয়ান ১৬ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদিকুর রহমান জানান, বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি কেউ আটক হয়েছেন কি না এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।

ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রশাসক নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার :বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শেখ মতিয়ার রহমানকে বাংলাদেশ লাইভ অ্যান্ড চাইল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ সই করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, নিয়োগকৃত প্রশাসক ১২০ দিনের মধ্য একটি সুসৃষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের আগে দেশ অবরুদ্ধ কারাগার ছিল: হেলাল

স্টাফ রিপোর্টার :বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা ভোগ করছে। এর আগে দেশ একটি অবরুদ্ধ কারাগার ছিল। যে কারাগার ভেঙে ফ্যাসিস্টদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে এ দেশের ছাত্র জনতা। যে আন্দোলনে দেড় হাজার শহীদ হয়েছেন বলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় বরিশাল প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরিশাল মহানগরীর আয়োজনে জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক মোড়ক উন্মোচন-২০২৫ বরিশাল পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা উপজেলায় ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানে রাজপথে নেমেছিল। আর এর ফলেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অথচ এ ইতিহাসকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। দেশকে আবার ফ্যাসিস্টদের দিতে নিয়ে যেতে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এদিকে আমাদের সবাইকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ১০ খণ্ডে সংকলিত ২৫০০ পৃষ্ঠার এ শহীদ স্মারক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধ দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুগান্তকারী একটি ঘটনা। স্মারকে ৭১৭ জন শহীদের ইতিহাস লেখা আছে, আরও ৯৩ জন যুক্ত করা হবে। তবে এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বরিশাল বিভাগের ১৪১ জনের নাম রয়েছে স্মারক স্মরণীকায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান সারা দেশ ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি শহীদ ও আহতদের পরিবারের কাছে ছুটে গেছেন, তাদের কথা শুনেছেন পাশে দাঁড়িয়েছেন। শহীদ আবু সাইদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এগুলো লেখা না থাকলে আগামীতে হারিয়ে যাবে। আর আগামীদিনে আর কোনো ফ্যাসিস্ট জালিম আসার আগে এ ইতিহাস দেখতে হবে। তাই জাতির প্রয়োজনে জামায়াতে ইসলামী এটা করেছে। একই সময়ে ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি লাইভে যুক্ত হন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমীর ডা. শফিকুর রহমান। আয়োজিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বরিশাল মহানগরের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, কর্মপরিষদের সদস্য আমিনুল ইসলাম খসরু, জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যসহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা ও মহানগরের নেতারা।

বন্ধুর প্রেমিকার স্বজনদের হামলায় আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বন্ধুর প্রেম ও বিয়ের ঘটনায় বলি হলেন মো. আতিক (১৭) নামে এক স্কুলছাত্র। বন্ধুর প্রেমিকার স্বজনদের হামলায় আহত হন আতিক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিহত আতিক চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার সোনাকাটিয়া আদর্শ গ্রামের আবদুল মান্নান মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় চৌদ্দগ্রাম সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, স্কুলছাত্র আতিকের সহপাঠী মো. সজীবের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল একই এলাকার সৌদি প্রবাসী মো. নেয়ামত উল্যাহ মেয়ে নাজনিন সুলতানা নাদিয়ার। গত বছরের ১৩ অক্টোবর পালিয়ে বিয়ে করে তারা। মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি অপহরণের অভিযোগ এনে নাদিয়ার মা নাজমা বেগম চৌদ্দগ্রাম থানায় সজীবসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এর কয়েকদিন পর পুলিশ নাদিয়াকে উদ্ধার করে আদালতের মাধ্যমে তার পরিবারের জিম্মায় দেয়। এর জেরে সোমবার রাতে নাদিয়ার বাবা নেয়ামত উল্যার নেতৃত্বে ৫-৬ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি সোনাকাটিয়া এলাকায় আতিককে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি মোঃ ফয়সাল আহমেদ (৩৫), পিতা: মোঃ আফজাল হোসেন, মাতা: মোসাঃ ফজিলাতুন্নেসা, ঠিকানা : গ্রাম, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড - কানসাট, খানা -শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকার সময় শিবগঞ্জ থানাধীন ০৬নং কানসাট ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এর কানসাট বাজার এলাকা থেকে আমার এস এস সি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি হারিয়ে গিয়েছে। নিম্নে আমার রেজিস্ট্রেশন কার্ড এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। পরীক্ষার নাম : এস এস সি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : মসজিদ নিশন একাডেমী, রাজশাহী, রেজিট্রেশন নং- ৬০১৬৭০, রোল নং- ১০০৯১৩, শিক্ষাবর্ষ - ২০০৪-০৫, বিভাগ : বিজ্ঞান, বোর্ড : রাজশাহী, শিবগঞ্জ থানা ডাইরী নাম্বার ২৬৩ তাং ০৫/০২/২০২৫ইং। মোঃ ফয়সাল আহমেদ, মোবাইল-০১৭৪৮৫৪৯০৪২।

সম্পাদকীয়

দেড় দশকের চাঁদাবাজি
এবার অবসান হওয়া জরুরি

পতিত সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে রাজধানীসহ দেশের প্রায় সব জায়গায় চাঁদাবাজির বিষয়টি বহুদিন ধরেই আলোচনায় এলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আমরা দেখিনি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভুক্তভোগীরা এখন মুখ খুলছেন। বিশেষ করে নবগঠিত অর্থনৈতিক সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের কাছে এমন সব অভিযোগ আসছে, যা একদিকে রোমহর্ষক, অন্যদিকে বেদনাদায়কও বটে। টাস্কফোর্স গঠনের পর এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি চাঁদাবাজি ও ঘুষসহ নানা বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের মতবিনিময় সভায় এসব অভিযোগ জোরালোভাবে উঠে আসে। সে সভায় বিভিন্ন খাতের, এমনকি ইউটিউবারদেরও ডাকা হয়েছিল। এ সময় অনেকেই চাঁদাবাজি ও প্রভাব বিস্তারের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরেন। স্বীকার করতেই হবে, বিগত সরকারের আমলে লোকদেখানো ছাড়া আদতে চাঁদাবাজি বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। দুঃখজনক হলো, অবৈধ চাঁদাবাজির সঙ্গে কেবল বিশেষ কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জড়িত নয় অথবা বিষয়টি কোনো একটি জেলা বা অঞ্চলের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। আশার কথা, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে চাঁদাবাজি ও ঘুস লেনদেন বন্ধে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ‘গুন্ডা প্রতিরোধ স্কোয়াড’ গঠনের সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স। জানা গেছে, হাট-বাজার, ঘাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এ স্কোয়াড এমনকি সরকারি সেবা পেতে অনৈতিক লেনদেন বা ঘুস বন্ধেও কাজ করতে পারবে। এ খসড়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি সেবা পেতে (অনলাইনে রেল টিকিট কেনা, পাসপোর্ট ইত্যাদি) অনেক সময় ঘুস দিতে হয়। এ ধরনের অনৈতিক লেনদেনের সমস্যা সরকারি সেবার বাইরে বেসরকারি খাতেও বিস্তৃত হয়েছে। যেমন বাজারঘাট, পরিবহণ ও নির্মাণ খাত। এসব খাতে চাঁদাবাজি বন্ধে গুন্ডা, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে স্কোয়াড কীভাবে কাজ করবে, সেটিও প্রতিবেদনের খসড়ায় উল্লেখ রয়েছে। চাঁদাবাজি যে আমাদের সমাজে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। বিগত সরকারের সদিচ্ছার অভাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি, প্রস্তাবিত এ স্কোয়াড চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে সফল হবে। তবে এ স্কোয়াড তখনই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, যদি তা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে সরকার আন্তরিক হলেই তা সম্ভব।

লক্ষ রাখতে হবে, চাঁদাবাজির সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, অপরাধ বিচারে তাকে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি প্রচলিত আইন মোতাবেক শাস্তিও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও চাঁদাবাজি বন্ধে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চাঁদাবাজি যে আমাদের সমাজে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। বিগত সরকারের সদিচ্ছার অভাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি, প্রস্তাবিত এ স্কোয়াড চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে সফল হবে। তবে এ স্কোয়াড তখনই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, যদি তা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে সরকার আন্তরিক হলেই তা সম্ভব। লক্ষ রাখতে হবে, চাঁদাবাজির সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, অপরাধ বিচারে তাকে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি প্রচলিত আইন মোতাবেক শাস্তিও নিশ্চিত করতে হবে

সাগর পথে মানবপাচার রোধ করতে হবে

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ নিরীহ লোকদের ফ্রি ভিসা বা কোনো ধরনের শ্রম চুক্তিপত্র ছাড়াই ভালো চাকরি, বিয়ের সুযোগসহ নানান সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় ট্রলারে করে সমুদ্রপথে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যেমন–সৌদি আরব, লেবানন, বাহরাইন প্রভৃতি দেশে পাঠানো হয়। নানা ধরনের উদ্যোগ ও তৎপরতা সত্ত্বেও মানবপাচার রোধ হচ্ছে না- যা উদ্বেগজনক। খবরে প্রকাশ, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাগরপাড়ের ইউনিয়ন বাহারছড়া এখন মানবপাচারের প্রাণকেন্দ্র। সাম্প্রতিক সময়ে মানবপাচারে আবার আশঙ্কাজনকভাবে গতি ফিরেছে। কক্সবাজারের সাগরপথে মানবপাচারের এই গতির কারণ হিসেবে জানা যায়, ঘটনাগুলো কিছুটা মৌসুমি এবং কিছুটা বৈশ্বিক। বর্ষা মৌসুমে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকে। বর্ষা বিদায়ের পর নভেম্বর মাস থেকে কক্সবাজারের উপকূল দিয়ে পাচারের বাজার রমরমা হয়ে ওঠে। ফলে, এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে মানবপাচার রোধে তৎপর হতে হবে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক পরিস্থিতি যখন প্রতিকূলে থাকে, তখন আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্র ঘাপটি মেরে থাকে। মানবপাচারের বিষয় নিয়ে নানা দেশে যখন মাতামাতি বেশি হয়, তখন পাচারকারীরা একপ্রকার চুপসে যায়। আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাংলাদেশকেন্দ্রিক পাচারও বেড়ে যায়। শুধু কক্সবাজার সমুদ্রপথ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবৈধ গমনে অনেক বাংলাদেশি সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

উন্নত জীবনের আশায় দাদালদের খপ্পরে পড়ে নানা প্রলোভনে সর্বস্ব হারিয়েছে অনেকে। মানবপাচার বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। কেননা, জল-স্থল-আকাশপথে বিভিন্নভাবে মানবপাচার চলছে। মূলত জীবন ও জীবিকার কারণে, দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। এসব মানুষের বেশিরভাগই প্রতারিত হচ্ছে। অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রাপথে মারা যাচ্ছেন। এমন মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে সাগর পথে বিদেশে পাড়ি জামাতে নৌকাডুবিতেও প্রাণ হারিয়েছে মানুষ। মানবপাচারের শিকার হওয়ার পর বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন অনেকে; যাদের অনেকে অমানুষিক নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন। যতই সচেতনতামূলক প্রচারণা হোক না কেন, জীবিকার মানোন্নয়ন ছাড়া মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এখনো বেকার তরুণ ও যুবকের সংখ্যা অনেক। আর এই সুযোগটিই কাজে লাগায় দেশি-বিদেশি মানবপাচারকারী চক্র। উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবছর শত শত তরুণ-যুবকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অনেককে জিম্মি বানিয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে কিছু দালাল ধরা পড়লেও মূল হোতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। মানবপাচারের বেশির ভাগ মামলার বিচার ও তদন্ত কার্যক্রম শেষ করতে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যে-সব মামলা আলোর মুখ দেখেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই বিচারাধীন। মানবপাচার ঠেকাতে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ পদক্ষেপ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে পাচারকারীদের শনাক্ত ও অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবছর শত শত তরুণ-যুবকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অনেককে জিম্মি বানিয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে কিছু দালাল ধরা পড়লেও মূল হোতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। মানবপাচারের বেশির ভাগ মামলার বিচার ও তদন্ত কার্যক্রম শেষ করতে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে

তারুণ্যকে ফেরাতে হবে

সালাহউদ্দিন বাবর

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার অভাব এবং মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করায় তারা দেশবিমুখ হচ্ছে। এক দশক আগে একটি জাতীয় দৈনিকের এ জরিপের কোনো হেরফের হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না; বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দুঃশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাবসহ সার্বিক অনিরাপত্তা আরো বেড়েছে। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির অগ্রদূত তরুণ সমাজ। তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এত তরুণ নেই। ইউরোপের দেশগুলোতে তরুণদের বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী তরুণদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের দেশের সম্পদে পরিণত করছে। এমনকি রাজনীতিতেও তাদের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকেই আবার আমাদের দেশে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছে। আফসোস হয় এই ভেবে, যখন তারা বাংলাদেশের জন্য নয়, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বাংলাদেশের রাজনীতি কী হবে, কেমন হওয়া উচিত– এই পরামর্শ দিতে আসে। অথচ আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে তাদেরই অবদান রাখার কথা। যে তরুণরা আজ রাজনীতির প্রতি বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে বা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দেখা যাবে পাঁচ বছর পর হয়তো এই তাদেরই কেউ কেউ অন্য দেশের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট মেটাতে দূতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের দেখে ভালো লাগা ও গর্ব করার এক মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। আমরা যতই নিজের দেশের সন্তান বলে গর্ববোধ করি না কেন, তারা সেই দেশের স্বার্থের বাইরে একচুলও যাবে না। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, দেশের নেতিবাচক রাজনীতির শিকার হয়ে মেধাবী তরুণদের অনেকেই উন্নত জীবনের সন্ধানে দেশ ছাড়ছে। যারা ছাড়তে চায় না বা পারে না, তাদেরকে প্রতিনিয়ত হতাশা ও জানমালের অনিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে বসবাস করতে হয়। যে তরুণ রাজনীতি বিশেষ করে বিরোধী দলের রাজনীতির সাথে জড়িত তাকে হামলা-মামলা এমনকি গুম-খুনের শিকার হতে হয়। বলাবাহুল্য, এই পরিস্থিতির জন্য তরুণ সমাজ স্পষ্টভাবেই দায়ী করছে দেশের প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের। এখন দেশের নতুন প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে

বেশুমার সমস্যার এক জনপদ এই বাংলাদেশ। তবে এই সমস্যার বিষয়গুলো এমন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির মতো নয় যে এর কোনো প্রতিকার নেই বা তা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। শুরুতেই বলে রাখা ভালো, বিগত ১৫ বছর শুধু জ্ঞাতসারেই নয় বরং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বহু সমস্যা সৃষ্টিসহ, সমাজের স্তরবিন্যাসকে তছনছ করা হয়েছে। ধনীকে আরো ধনী, দরিদ্রকে হতদরিদ্র করা হয়েছে। সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে হতোদ্যম হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। পতিত সরকার বরাবর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সঙ্গত কারণেই ধ্বংস করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর পরিণতিতে সমাজ রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশে এই মধ্যবিত্ত সমাজের এমন অধোগতি রুখতে না পারলে, এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অনিবার্য, যা দেশের ভিত্তিকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে আলোচনা এখন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব জরুরি। গত ১৫ বছরে এই শ্রেণীটিকে ধসিয়ে দেয়ার কারণ সবার জানা দরকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হলো সমাজের শিক্ষিত যোগ্য দক্ষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত। সে কারণেই তারা অনিয়ম, অনাচার, অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়, প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বিগত সরকার এই প্রতিবাদ প্রতিরোধকারী শক্তিকে নির্মূল করতে চেয়েছে। যাতে তাদের দেশ ধ্বংসের এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, একটি সামাজিক শ্রেণী বা সামাজিক স্তর হলো শ্রেণীবদ্ধ সামাজিক শ্রেণীগুলোর একটি বিন্যাস। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের এমন বিন্যাসের সবচেয়ে সাধারণ স্তরে রয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণী, অর্থাৎ নিম্নবিত্তের মানুষ। তারপর মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত। একটি সামাজিক শ্রেণীবদ্ধতার উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা, সম্পদ, পেশা, আয় এবং একটি নির্দিষ্ট উপসংস্কৃতি বা সামাজিক নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। এসব সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ এবং সামাজিক ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষণের বিষয়। মধ্যবিত্ত শব্দটির অর্থের একটি বিস্তৃত পরিসর রয়েছে। অর্থাৎ কোনো সমাজ রাষ্ট্রের সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রসৈনিক হিসেবে পুরোভাগে যারা কাজ করে তারা সমাজের মধ্যবিত্তর জনশক্তি হিসাবে পরিচিত। রাষ্ট্রের অর্থনীতি যদি সচল না থাকে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সব শ্রেণিপেশার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে কৃষি ও শিল্পের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গত ১৫ বছরে পতিত আওয়ামী লীগের শাসনে ঠিক সেটিই ঘটেছে। সার্বিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। এমন নানা টানাপড়েনে মধ্যবিত্ত সমাজ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে এবং এই প্রবণতাকে উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ, আরেক শ্রেণী নিম্নবিত্তের তথা যারা বলতে গেলে নিঃস্ব, মাঝে আছে মধ্যবিত্ত এখন চিঁড়েচেপ্টা হওয়ার দশা। এই বৈষম্য কমানোর পদক্ষেপ না নিলে এ বৈষম্য ধনীর অনুকূলে যাবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। সদ্য পতিত সরকারের এমন দুর্বৃত্তায়নের কারণে সমাজে বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন সম্প্রতি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তরা বিশাল অবদান রাখে। আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সব খাতে তাদের ভূমিকা গুরুত্ববহ। এসএমই খাতের মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের জিডিপিতে ২৫ শতাংশ অবদান রাখে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশাল এই জনগোষ্ঠী বিগত দিনে চরমভাবে অবহেলিত উপেক্ষিত হয়েছে এখন তারা অস্তিত্বের সঙ্কটে রয়েছে। বিগত সময়ে বাজেট প্রণয়নের সময় তাই তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যারা উচ্চবিত্ত, বড় ব্যবসায়ী, তারা দর-কষাকষি করতে পারে, এমনকি তারা সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও আছে। এখন পর্যন্ত কখনোই বাজেট প্রণয়নকালে এই মধ্যবিত্তদের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতাভুক্ত ব্যক্তি গোষ্ঠীরা হচ্ছেন অধ্যাপক, বিচারক, কবি, কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, মধ্যপর্যায়ের আমলা, সাংবাদিক, শিল্পী সাহিত্যিক ও মাঝারি ব্যবসায়ী। এসব পেশাজীবী গত ১৫ বছর নানা ধরনের সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। তাদের এমন পরিণতি শুধু ব্যক্তি, পরিবারই নয়, গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত ধসিয়ে দিতে পারে। বিগত ১৫ বছরে দেশে এমন অপকৌশল অনুশীলন করা হয়েছে এই বলেই রাষ্ট্রের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এখনো বিদ্যমান। এই অবনতিকে শুধু রুখে দেয়া নয়, মধ্যবিত্তের সঙ্কোচন থেকে তাকে স্ফীত করা ও অগ্রগতির ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের অদূর ভবিষ্যৎ। আগামী নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রথম সোপান হবে মধ্যবিত্তের বিকাশ ও সমৃদ্ধি। এই পর্যায়ে পৌঁছতে অবশ্যই নবীন প্রজন্মের তরুণদের সামনে উজ্জ্বল এক আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করতে হবে। মধ্যবিত্তের আওতাভুক্তদের তালিকা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজের গুরুত্ব কতটা হতে পারে। সব দেশ মধ্যবিত্তের মজবুতির প্রয়াস চালায়। রাষ্ট্রের সর্বস্তরের বিকাশ ও অগ্রযাত্রার সমার্থক হচ্ছে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব। মধ্যবিত্ত সমাজের চাহিদা কখনোই আকাশচুম্বী নয়; বরং কিছুটা আর্থিক ও সামাজিক স্বস্তির মধ্যে বসবাস করা। উল্লেখ্য, এই মধ্যবিত্ত সমাজ কখনোই নিজ স্বার্থে গণ্ডির মধ্যে বিরাজ করে না। তারা নিম্নবিত্তের কথা ভাবে, তাদের ওপরে তোলার ক্ষেত্রে নিরন্তর চেষ্টা করে। সমাজের এই শ্রেণী জাতিসত্তার বিকাশকে সমুন্নত রাখে; সাথে আয়বৈষম্যসহ সব অনিয়ম অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তাদের এই প্রতিবাদী ভূমিকার কারণেই পতিত সরকারের সীমাহীন ক্ষোভ থেকেই মধ্যবিত্তের ওপর দলন-পীড়ন ছিল অপরিসীম। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য তরুণদের মধ্যে দেশ নিয়ে একটি ইতিবাচক ভাবমর্যাদা তৈরি করা জরুরি। তরুণদের মধ্যে একটা বাস্তব ও কার্যকর আশার শিখা জ্বালাতে হবে। তা না হলে শিক্ষিত যোগ্য ও সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের দেশত্যাগের হিড়িক রোধ করা যাবে না। এটি না পারলে আগামীতে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ধারা নিম্নমুখী হতেই থাকবে। এক সময় সেটা শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। দেশের নানা সমস্যা ঘিরে তরুণদের ভেতর চরম হতাশা স্থান করে নিচ্ছে। একে বিপরীতমুখী করা জরুরি। দেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। অনেকের মধ্যেই এমন মনোভাব কাজ করে যে, দেশ ছেড়ে যেতে পারলেই বাঁচি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এসব শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পরবর্তী সময়ে সেখানেই স্থায়ী হচ্ছে। ফলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য কত শিক্ষার্থী দেশ ছাড়ে, এমন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে ইউনেস্কো। ২০২২ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ৪৯ হাজার ১৫১ বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ৫৮টি দেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪৪ হাজার ২৪৪ জন, ২০২০ সালে ৫০ হাজার ৭৮, ২০১৯ সালে ৫৭ হাজার ৯২০ এবং ২০১৮ সালে ৬২ হাজার ১৯১ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের বেশির ভাগই বিদেশে থেকে যায়। শিক্ষিত তরুণদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা অনেক আগে থেকে থাকলেও বিগত এক দশকে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ রাজনীতিবিমুখ তরুণ সমাজ এবং ১ জুন দেশ ও অর্থনীতি নিয়ে হতাশা, শিরোনামে জরিপ প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের সর্বত্র অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, অতিমাত্রায় অপরাধ প্রবণতা, অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিরাপত্তার ঘাটতিসহ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে তরুণরা দেশ ছাড়তে চায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার অভাব এবং মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করায় তারা দেশবিমুখ হচ্ছে। এক দশক আগে একটি জাতীয় দৈনিকের এ জরিপের কোনো হেরফের হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না; বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দুঃশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাবসহ সার্বিক অনিরাপত্তা আরো বেড়েছে। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির অগ্রদূত তরুণ সমাজ। তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এত তরুণ নেই। ইউরোপের দেশগুলোতে তরুণদের বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী তরুণদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের দেশের সম্পদে পরিণত করছে। এমনকি রাজনীতিতেও তাদের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকেই আবার আমাদের দেশে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছে। আফসোস হয় এই ভেবে, যখন তারা বাংলাদেশের জন্য নয়, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বাংলাদেশের রাজনীতি কী হবে, কেমন হওয়া উচিত– এই পরামর্শ দিতে আসে। অথচ আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে তাদেরই অবদান রাখার কথা। যে তরুণরা আজ রাজনীতির প্রতি বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে বা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দেখা যাবে পাঁচ বছর পর হয়তো এই তাদেরই কেউ কেউ অন্য দেশের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট মেটাতে দূতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের দেখে ভালো লাগা ও গর্ব করার এক মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। আমরা যতই নিজের দেশের সন্তান বলে গর্ববোধ করি না কেন, তারা সেই দেশের স্বার্থের বাইরে একচুলও যাবে না। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, দেশের নেতিবাচক রাজনীতির শিকার হয়ে মেধাবী তরুণদের অনেকেই উন্নত জীবনের সন্ধানে দেশ ছাড়ছে। যারা ছাড়তে চায় না বা পারে না, তাদেরকে প্রতিনিয়ত হতাশা ও জানমালের অনিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে বসবাস করতে হয়। যে তরুণ রাজনীতি বিশেষ করে বিরোধী দলের রাজনীতির সাথে জড়িত তাকে হামলা-মামলা এমনকি গুম-খুনের শিকার হতে হয়। বলাবাহুল্য, এই পরিস্থিতির জন্য তরুণ সমাজ স্পষ্টভাবেই দায়ী করছে দেশের প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের। এখন দেশের নতুন প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমরা জানি, দেশের অধিকাংশ দলেরই এসব ভাবা এবং তার প্রতিবিধান করার কোনো বাস্তব নেই। দল সব সমস্যা সমাধান নিয়ে শুধু লিপ সার্ভিস দিচ্ছে। বাস্তবে তার কোনো অনুশীলন নেই।

লেখক : সালাহউদ্দিন বাবর

প্রকৃতির প্রতি সদয় হতে হবে

কামরুজ্জামান

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ আজ আধুনিকতার চরম শিখরে আরোহন করছে। মানুষ সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে মহাকাশ পর্যন্ত বিচরণ করছে। আবিষ্কার করছে নতুন নতুন সব বিষয়বস্তু। উন্মোচিত হচ্ছে জ্ঞানের নতুন নতুন দ্বার। মানুষ তার বিভিন্ন কর্মকা-ের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিবর্তন করছে। উপার্জন করছে অর্থ ও বস্তুগত সম্পদ। জীবনযাপনে আনছে নতুনত্ব ও বিলাসিতার ছাপ। মানুষ কৃষিকাজে যেমন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তেমনি শিল্প উৎপাদনে মানুষ বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। সবই করছে মানুষ নিজেদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য, অতি মুনাফার জন্য, ভোগবিলাসের জন্য। মানুষের ভোগবিলাসী কর্মকা-ের ফলে প্রকৃতি আজ অনেকটাই বিপন্ন। মানুষের অতি আগ্রাসী কর্মকা- প্রকৃতি আজ বিপর্যস্ত। মানুষ শুধু প্রকৃতি থেকে নিয়েই যাচ্ছে। প্রকৃতি দিন দিন রিক্ত ধূসর হচ্ছে। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে হয়ে উঠছে বিধ্বংসী ও ধ্বংসাত্মক। বন্যা-খরা-জলোচ্ছ্বাস এখন ভয়ংকর হচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। গরম বেশি পড়ছে। বৃষ্টি বেশি হচ্ছে। দাবানলে পুড়ছে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল। সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে জীবম-লের ওপর। হুমকির মুখে পড়ছে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য। এসব হচ্ছে প্রকৃতির প্রতি নির্বিচারে অবিচার করার কারণে। মানুষ প্রকৃতির সব উপদানেরই ক্ষতি করছে। মাটি-পানি-বায়ু-আকাশ-সমুদ্র– সব জায়গারই ক্ষত সৃষ্টি করছে। বিনিময়ে খুব কমই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ভূমিকা রাখতে পারছে। মানুষের বহুবিধ অর্থনৈতিক কর্মকা-ের ফলেই মূলত এসব হচ্ছে। বায়ুদূষণের নগরী হিসেবে ঢাকা শহর একাধিকবার নাম এসেছে। বিশ্বের অনেক দেশের প্রধান শহর ও রাজধানী বায়ুদূষণের নগরী হিসেবে পরিচিত। কারণ হচ্ছে কলকারখানার কালো ধোঁয়া বাতাসে মিশে যাওয়া। বিভিন্ন রকমের পরিবহনের কালো ধোঁয়া নির্গত হওয়া, ধুলাবালি বাতাসে মিশে যাওয়া, বিভিন্ন উৎস হতে কার্বন নিঃসরিত হওয়া ইত্যাদি। বায়ুদূষণের এই প্রভাবকগুলো প্রতিনিয়ত কাজ করছে। আর এ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বায়ুম-লেও। বজ্র ঝড় বা বজ্রপাত এ কারণে আগের চেয়ে অনেকগুণ বেড়েছে। সব মিলিয়ে বায়ুদূষণ এখন চরম আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন এবং কম বৃক্ষ আচ্ছাদিত অঞ্চল বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। শিল্পকারখানার কঠিন ও তরল বর্জ্য এবং আবাসিক বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখার কারণে প্রতিনিয়ত মাটি দূষিত হচ্ছে। পলিথিনের অবাধ ব্যবহার মৃত্তিকার ক্ষতি করছে। কৃষি জমি, বাসাবাড়ি আশপাশের পতিত জমি, বনভূমি সবই আজ ময়লা-আবর্জনায় দূষিত হচ্ছে। এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে কৃষি ফসল উৎপাদনে, বনভূমিতে। নষ্ট হচ্ছে মাটির গুণাগুণ ক্ষমতা। মানুষের অসচেতনতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে মূলত এমনটি হচ্ছে। মাটিদূষণ যে কারণে হয় পানিদূষণও একই কারণে হয়। তবে পানিদূষণ বেশি হয় তরল বর্জ্যরে কারণে। বিশেষ করে কেমিক্যাল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পানিতে মিশে গিয়ে পানি দূষিত হয়। শিল্পের তরল বর্জ্য, বাসাবাড়ির আবাসিক বর্জ্য, জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা থেকে সৃষ্ট তরল বর্জ্য, দীর্ঘ জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানিকে দূষিত করে। আমাদের দেশে নদীনালা, খালবিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় আজ মারাত্মক দূষণের কবলে রয়েছে। মানুষের খামখেয়ালিপনা ও অসচেতনতাই পানিদূষণের অন্যতম কারণ। পানিদূষণের কারণে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান প্রাণী ও উদ্ভিদ হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৩০টি প্রবাহমান নদনদী রয়েছে। এসব নদনদীগুলোর অধিকাংশের পানি যেমন দূষণের কবলে রয়েছে তেমন নদী দখলের কারণে নাব্য সংকটে পতিত হয়েছে। মানুষের আগ্রাসী কর্মকা-ের ফলেই এমনটি হচ্ছে। সমুদ্রের দূষণ ঘটছে মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত পদার্থ যেমন– শিল্প , কৃষি ও আবাসিক বর্জ্য, কণা, শব্দ, অতিরিক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড বা আক্রমণকারী জীবগুলো সমুদ্রে প্রবেশের কারণে। এই বর্জ্যরে সিংহভাগ ৮০% ভূমিভিত্তিক কার্যকলাপ থেকে আসে। যদিও সামুদ্রিক পরিবহন সমুদ্রদূষণে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। এটি রাসায়নিক এবং আবর্জনার সংমিশ্রণ, যার বেশির ভাগই আসে স্থল উৎস থেকে এবং ধুয়ে ফেলা হয় বা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এই দূষণের ফলে পরিবেশ, সমস্ত জীবের স্বাস্থ্য এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষতি হয়। বেশির ভাগ ইনপুট ভূমি, নদী, পয়ঃনিষ্কাশন বা বায়ুম-লের মাধ্যমে আসে। লোহা, কার্বনিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন, সিলিকন, সালফার, কীটনাশক বা ধূলিকণা সমুদ্রে গিয়ে মিশে। বায়ুদূষণও একটি অবদানকারী কারণ। দূষণ প্রায়শই অ-পয়েন্ট উৎস যেমন– কৃষিপ্রবাহ , বায়ু-প্রবাহিত ধ্বংসাবশেষ এবং ধুলো থেকে আসে। নন-পয়েন্ট উৎসগুলো মূলত নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবেশ করার কারণে হয়। তবে বায়ু দ্বারা প্রবাহিত ধ্বংসাবশেষ এবং ধূলিকণাও একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সবই হচ্ছে মূলত মানুষের দ্বারা। প্লাস্টিক বর্জ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। মানুষের অতিরিক্ত প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার ও পলিথিনের কারণে আশপাশের পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি করে মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক জলাশয়, নদীনালা, খালবিল, সমুদ্র বনজঙ্গল সবই দূষিত হচ্ছে। বিশেষ করে প্লাস্টিক সামগ্রী সমুদ্রদূষণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতির প্রতি কেন মানুষের এত শত্রুতা? মানুষ পাহাড় কেটে ফেলছে, বনে আগুন দিচ্ছে, বনের গাছ কেটে ফেলছে, প্রাকৃতিক জলাশয় দূষণ করছে, বায়ুম-ল দূষণ করছে, কার্বন নিঃসরণ বাড়াচ্ছে। মানুষ এসব করছে মূলত নিজেদের স্বার্থের জন্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ভূ-রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন ধনী-গরিব বৈষম্য কমিয়ে আনা। বনে আগুন দেয়া ও পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। সবুজ শিল্পায়ন গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক ও নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। প্রাকৃতিক বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। মোটকথা প্রকৃতির প্রতি আমাদের সদয় হতে হবে। বসবাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য প্রকৃতিকে আমাদেরই নিরাপদ রাখতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বিশুদ্ধ জল সংকট

আলম শাইন

‘জলবায়ু’ শব্দটা ব্যাপক পরিচিত হলেও অনেকেই শব্দটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। বিষয়টি বোঝেন কিন্তু বোঝাতে সক্ষম নন। জলবায়ুর ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট হিসেব-নিকেশ আছে অবশ্য। হিসেবটি জানানোর আগে আমরা জেনে নেই জলবায়ুর উপাদানসমূহ। যেমন– বায়ু, বায়ুচাপ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মেঘ-বৃষ্টি, তুষারপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি জলবায়ুর উপাদান। আর ছোট্ট হিসেবটি হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের ২৫-৩০ (মতান্তরে ১০-১২) বছরের গড় আবহাওয়াই হচ্ছে জলবায়ু। অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার পরিবর্তনটাই হচ্ছে মূলত জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনকে আমরা সাধারণত ‘জলবায়ু সংকট’ বলে থাকি। এছাড়াও আবহাওয়ার মতো জলবায়ুর উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয় অক্ষাংশ, ভূপৃষ্টের উচ্চতা, বনভূমি, ভূমির ঢাল, পর্বতের অবস্থান, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহের দিক, মাটির বিশেষত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে। এই নিয়েই তৈরি হয় জলবায়ু সংকট। যার ফলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে; বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে ‘গ্রিনহাউস’ প্রতিক্রিয়া বলা হয়। সর্বসাধারণের কাছে সেটি বৈশ্বিক উষ্ণতা নামেও পরিচিত।

জলবায়ুর প্রভাবের সঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকার সম্পর্কটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। উপমহাদেশীয় অঞ্চলেও ব্যাপক তাপমাত্রা বিরাজ করছিল গত বছর। এসব ঘটছে শুধু জলবায়ু সংকটের প্রভাবেই। বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙনের বিষয়টিও জলবায়ু সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জলবায়ু সংকটের কারণে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন, তেমনি সেসব ঘূর্ণিঝড়গুলো খুব শক্তিশালী হয়ে উপকূলে আঘাতও হানছে। এছাড়াও জলোচ্ছ্বাসের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধির বিষয়টি আশঙ্কা জাগিয়েছে আমাদের। যে কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদে যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনি চিংড়ি চাষে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। আবার অতিরিক্ত লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, গাছ-গাছালি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নিম্নাঞ্চলগুলোতে। এ ভয়ংকর দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে শুধু একটি কারণেই, আর সেটি হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা জলবায়ু সংকটের জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশেগুলোর স্বেচ্ছাচারিতা। সেই দেশগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার খেসারত দিতে হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এখন। তারা একদিকে কার্বন নিঃসরণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে জলবায়ু সংকটের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অনুদানও দিচ্ছে। অনেকটা গোড়া কেটে জল ঢালার মতো। যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে, আমাদের অনুদানের প্রয়োজন নেই, আমরা অনুদান চাই না, আমরা চাই কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নেমে আসুক। আমরা চাই, আমাদের প্রাণপ্রিয় সুন্দরবন টিকে থাকুক। টিকে থাকুক দক্ষিণ এশিয়ার গর্ব হিমালয় পর্বতমালাও। সমীক্ষায় জানা গেছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের বরফও গলে যাচ্ছে দ্রুততর। দুই দশকের তুলনায় হিমালয়ের বরফ দ্বিগুণ হারে গলছে! তাতে চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানসহ এশীয় অঞ্চলের শতকোটি মানুষ বিশুদ্ধ জল সমস্যায় পড়বে। বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ তো এমনিতেই সীমিত। সমগ্র বিশ্বে মোট মজুত জলের পরিমাণ ১.৩৮৬ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। তার মধ্যে সমুদ্রে সঞ্চিত লবণাক্ত জলের পরিমাণ ৯৭.২ শতাংশ। যা মোটেও পানযোগ্য নয়। অন্যদিকে ২.১৫ শতাংশ জল জমাটবদ্ধ হয়ে আছে বরফাকারে। সেটিও নয় পানযোগ্য। বাকি .৬৫ শতাংশ জল সুপেয় হলেও প্রায় .৩৫ শতাংশ জল রয়েছে ভূগর্ভে। যা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন পানযোগ্য জল চাহিদা পূরণ করতে হয়। এই জল আমাদের কাছে বিশুদ্ধ জল হিসেবে পরিচিত। এই জলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রতিটি মানুষের জন্য দৈনিক গড়ে ৩ লিটার হারে। ভূগর্ভস্থ জল ছাড়া নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা পুকুর-জলাশয়ের জল সুপেয় হলেও তা বিশুদ্ধ নয়। তবে সেটিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। বিশেষ করে গোসলাদি, রান্না-বান্না, জামা-কাপড় ধোয়ার কাজে এ জলের ব্যাপক প্রয়োজন পড়ে। তাতে করে একজন মানুষের সব মিলিয়ে গড়ে ৪৫-৫০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, বিশ্বের মোট আয়তনের তিনভাগ জলরাশি হলেও বিশুদ্ধ জল সংকটে ভুগছেন ৮০টি দেশের প্রায় ১১০ কোটি মানুষ। এ ছাড়াও প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় ১৮ লাখ শিশু প্রাণ হারাচ্ছে শুধু দূষিত জল পান করে। বিশুদ্ধ জলের অভাবের নানা কারণ রয়েছে। এর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরা, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়া এবং আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জানা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা আর মাত্র ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লেই বিশ্বের ১৪৫ কোটি মানুষ সুপেয় জল সংকটের মুখোমুখি হবে। তার মধ্যে এশিয়া মহাদেশে ১২০ কোটি এবং আফ্রিকা মহাদেশে ২৫ কোটি মানুষ এর আওতায় পড়বে। এ থেকে বাদ যাবে না বাংলাদেশের মানুষও। বরং তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ বেশি জল সংকটে পড়বে। এছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এশীয় অঞ্চলে প্রভাব পড়বে খানিকটা বেশি। তার ওপর আমাদের জন্য মহা অশনি সংকেত হচ্ছে হিমালয়ের বরফ গলার হার দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া। যেখানে বিগত দুই দশকে ৫০ সেন্টিমিটার বরফ গলেছে, সেখানে দ্বিগুণ হারে বরফ গলছে বর্তমানে। হিমবাহ গবেষকদের অভিমত– এই হারে বরফ গলতে থাকলে এশিয়ার কয়েকটি দেশের ১০০ কোটি মানুষ সরাসরি বিশুদ্ধ জল সমস্যায় ভুগবে। এই দুর্যোগ থেকে উত্তরণের পথও বাতলে দিয়েছেন গবেষকরা। তারা স্পষ্ট বলেছেন, কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। তাতে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ হবে। উষ্ণতা রোধ না হলে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে গ্রহান্তরিত হতে হবে মানবজাতিকে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে কোন্টি আমাদের জন্য সহজ, গ্রহান্তরিত, না কী কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামানো! প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশের বলির পাঁঠা সল্পোন্নত দেশগুলো কেন হতে যাবে! বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য বিশ্ব বিবেকের কাছে আমাদের আবেদনও রইল।

হামাস দু'জন ইসরাইলি জিম্মিকে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: হামাস গতকাল দু'জন ইসরাইলি জিম্মিকে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে। মুক্ত দু'জন জিম্মি হচ্ছেন-ইসরাইলের ইয়ার্দেন বিবাস এবং ফরাসি-ইসরাইলি নাগরিক অফার কালদেরন। তাদের গতকাল গাজার দক্ষিণে খান ইউনিসে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ বিরতির অংশ হিসেবে এটা চতুর্থ বন্দী বিনিময়ের ঘটনা।

শুল্কের মুখোমুখি হচ্ছে কানাডা, মেক্সিকো ও চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল থেকেই কানাডা, মেক্সিকো ও চীনের ওপর শুল্ক আরোপ করছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউজে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মেক্সিকোর উপর ২৫ শতাংশ, কানাডার উপর ২৫ শতাংশ ও চীনের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট বলেছেন, এগুলো প্রেসিডেন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। তবে গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, কানাডার তেলের ওপর শুল্ক কমিয়ে ১০ শতাংশ রাখা হবে। আর এই শুল্ক পরে, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হতে পারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুবিচার করেনি-দাবি করে ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ওপরও শুল্ক আরোপের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। ক্যারোলিন লেভিট বলেন, কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর শুল্ক আরোপের কারণ হলো, 'আমাদের দেশে তাদের সরবরাহ করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া অবৈধ ফেন্টানিল।

বিতর্কিত গুয়ান্তানামো বে জেলে শরণার্থী শিবির খুলছেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হাজারেরও বেশি শরণার্থীকে গুয়েনতানামো বে জেলে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অর্ডার সই করার অপেক্ষায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন তিনি একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার সই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩০ হাজার শরণার্থীকে গুয়ান্তানামো বে জেলে পাঠানোর জন্য সেখানে শরণার্থী শিবির তৈরির নির্দেশ দেবেন তিনি। সামরিক এবং নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়কে এই নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। এদিন আরেকটি শরণার্থী বিষয়ক আইনে সই করেছেন ট্রাম্প। যার নাম ল্যাকেন রিলে অ্যাক্ট। ট্রাম্প জানিয়েছেন, গুয়ান্তানামো বে জেলে যে শরণার্থী শিবির তৈরি করা হবে, সেখানে অপরাধপ্রবণ শরণার্থীদের রাখা হবে, যারা মার্কিন নাগরিকদের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারে। বস্তুত, এই ব্যক্তিদের অবৈধ এলিয়েন বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের কথায়, এই শরণার্থীদের মধ্যে কিছু লোক এত খারাপ যে তাদের আমরা কোনো দেশে ফেরতও পাঠাতে চাই না। কারণ, আমরা চাই না, তারা আবার ফিরে আসুক আমেরিকায়। শরণার্থী নিয়ে ট্রাম্পের মনোভাব ২০২৪ সালে নির্বাচনী প্রচারে নেমেই শরণার্থী এবং অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে কড়া মনোভাব দেখিয়েছিলেন ট্রাম্প। জানিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বস্তুত, ক্ষমতায় আসার পরেই একের পর বিতর্কিত এবং কড়া সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ট্রাম্প। শরণার্থীদের নিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিমান বিভিন্ন দেশে উড়ে যাচ্ছে। শরণার্থীদের হাতকড়া পরিয়ে প্লেনে তোলা হচ্ছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলেও বহু শরণার্থীকে ডিপোর্ট করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এভাবে সামরিক বিমানে হাত কড়া পরিয়ে পাঠানো হয়নি। ট্রাম্পের এবারের সিদ্ধান্ত বিশ্বজুড়ে আরো বিতর্ক সৃষ্টি করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। ট্রাম্প বলেছেন, গুয়েনতানামো বে জেলে যাদের পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে, তারা ভয়াবহ অপরাধী। অন্য দেশে ডিপোর্ট করলে তারা আবার ফিরে আসবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। তা-ই তাদের গুয়ান্তানামো বে জেলে পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা সর্বাত্মক যুদ্ধ ডেকে আনবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: আবারও কড়া সতর্কবার্তা দিলেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। বললেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনও আক্রমণ এই অঞ্চলকে 'সর্বাত্মক যুদ্ধে'র দিকে ঠেলে দেবে। গত শুক্রবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা আরবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ সতর্ক বার্তা উচারণ করেন তিনি। আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। কাতার সফরের সময় আল জাজিরা আরবিকে এ সাক্ষাৎকার দেন আরাঘচি। তিনি বলেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় সামরিক হামলা চালানো 'যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম বড় ভুল' হবে। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যেকোনো হামলার ক্ষেত্রে ইরান 'তাৎক্ষণিক ও কঠোর' জবাব দেবে, যা সমগ্র অঞ্চলে সম্পূর্ণ যুদ্ধের রূপ নেবে। ইরানে উদ্বেগ বেড়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার অনুমতি দিতে পারেন। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করতে পারেন।

সিরিয়ার পুনর্গঠনে কাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে : কাতারের আমির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সিরিয়ায় আসাদ যুগের অবসানের পর প্রথম আরব নেতা হিসেবে কাতার সফরে গেছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি। তিনি সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তুরস্কের 'আনাদোলু বার্তা সংস্থা'র উদ্‌ধৃতি দিয়ে দামেস্ক থেকে এএফপি গতকাল এ খবর জানিয়েছে। বৈঠকে কাতারের আমির সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমির গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়ার পুনর্গঠনে কাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সিরিয়ার দামেস্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারার কাতারের আমিরকে স্বাগত জানান। এসময় সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল-বাশির, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুরহাফ আবু কাসরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত, ছয় মেক্সিকো নাগরিকের মৃত্যুর শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ফিলাডেলফিয়ার একটি ব্যস্ত শহরতলিতে গত শুক্রবার ছয়জন আরোহীসহ একটি ছোট এক্সিকিউটিভ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এর ধ্বংসাবশেষ একটি বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশে আগুন লেগে যায় এবং বাড়িঘর ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। দুর্ঘটনা কবলিত জেট বিমানের আরোহী ছয়জনের বেঁচে থাকার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তারা সবাই মেক্সিকোর নাগরিক বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানায়, এটি একটি লিয়ারজেট ৫৫ এক্সিকিউটিভ বিমান ছিল। গ্রিনিচ মান সময় ২৩৩০ নাগাদ শহরের ঘনবসতিপূর্ণ জেলা শহরের ঘরবাড়ি, দোকানপাট এবং ব্যস্ত রাস্তার উপর বিধ্বস্ত হয়। এফএএ এক বিবৃতিতে জানায়, লিয়ারজেট ফাইভ ফাইভ উড়োজাহাজটি মিসৌরির স্প্রিংফিল্ড-ব্র্যানসন জাতীয় বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে এবং উত্তরপূর্ব ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাওয়ার পরই বিধ্বস্ত হয়। এফএএ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে, এটি জাতীয় পরিবহণ সুরক্ষা বোর্ডের সাথে তদন্ত করা হবে। ফিলাডেলফিয়ার মেয়র চেরেল পার্কার ঘটনাস্থলে বলেন, আমাদের কাছে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গভর্নর জোস সাপিরো বেসরকারি বিমান দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সকল ধরনের জরুরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা হালনাগাদ তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখব। ওয়াশিংটন ডিসিতে রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় গত বুধবার রাতে আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়। প্রায় সিকি শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক মার্কিন বিমান দুর্ঘটনা ছিল এটি। এতে ৬৭ জন আরোহীর সবাই নিহত হন। এর মাত্র দুই দিন পর আবার উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হল। গত শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ফিলাডেলফিয়া ট্র্যাজেডিতে আরো প্রাণ হারানোকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। ফ্লাইট ট্র্যাকিং সাইট ফ্লাইট অ্যাওয়্যারের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, বিধ্বস্ত লিয়ারজেট বিমানটি ছিল চিকিৎসা রোগীদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি বিমান। ফিলাডেলফিয়ার জরুরি ব্যবস্থাপনা অফিস এক্স-এ এক বার্তায় এই দুর্ঘটনাকে একটি বড় ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছে। আশেপাশের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণকে এলাকাটি এড়িয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরে গত শুক্রবার দুর্ঘটনা কবলিত ছোট মেডিকেল সার্ভিস জেট বিমানের আরোহী ছয়জনের বেঁচে থাকার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তারা সবাই মেক্সিকোর নাগরিক বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করা এক বার্তায় বলেন, বিমান সংস্থা কনস্যুলেটকে নিশ্চিত করে বলেছেন, বিধ্বস্ত হওয়া ছোট মেডিকেল সার্ভিস জেটে মেক্সিকোর ছয়জন নাগরিক বিমানে ভ্রমণ করছিলেন।

ইউএসএইডকে পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে আনতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএইড) স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে এটিকে পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে আনার পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত শুক্রবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সঙ্গে জড়িত দুটি সূত্র জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দের কাঠামোতে এটি একটি বড় পরিবর্তন আনবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। তবে সমালোচকদের আশঙ্কা, এটি ইউএসএইডের স্বায়ত্তশাসন কমিয়ে দিতে পারে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িয়ে ফেলতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এ সপ্তাহে এই বিষয়ে আলোচনা করেছে বলে জানা গেছে। একজন মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, এই ধরনের পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তবে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রশাসন গত সপ্তাহে মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য স্থগিত করে বলেছে, তারা একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে বিশ্বব্যাপী কয়েক বিলিয়ন ডলার মূল্যের এই ধরনের সহায়তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' পররাষ্ট্র নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং করদাতাদের অর্থের অপচয় হচ্ছে না। একটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউজ ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ জারি করার আইনি ক্ষমতা যাচাই করছে, যার মাধ্যমে ইউএসএইডের স্বাধীনতা বাতিল করা যেতে পারে। গত শুক্রবার রাত বা শনিবারের মধ্যেই এই ধরনের আদেশে স্বাক্ষর করতে পারেন তিনি।

ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস মারফি, যিনি সিনেট পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির সদস্য, গত শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে বলেন, 'আজ রাতে ইউএসএইডের দিকে নজর রাখুন।' তবে এখনও স্পষ্ট নয় যে কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্প ইউএসএইডকে পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে একীভূত করার আইনি ক্ষমতা রাখেন কিনা। রয়টার্স দ্বারা পর্যালোচনা করা ইউএসএইড অফিসের ছবিগুলোতে দেখা গেছে যে সংস্থার সরকারি সীলমোহরযুক্ত ফলকগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে পররাষ্ট্র দফতরে একীভূতকরণের কাজ চলছে। ইউএসএইড এবং হোয়াইট হাউজ এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউএসএইড পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে গেলে, এটি বৈশ্বিক জীবন রক্ষাকারী সহায়তার ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় একক দাতা দেশ।

বিনোদন

নিজের সৌন্দর্যর রহস্য জানালেন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার অভিনেত্রী তানজিন তিশা। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। উপহার দিয়েছেন একাধিক নাটক। অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিং, ফাশ্যনেও বেশ আগ্রহ রয়েছে তিশার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তানজিন তিশা বলেন, 'নিজের খুব একটা বেশি যত্ন নিতে পারি না। কারণ প্রতিদিন শুটিং করি সানবার্নসহ অনেক সমস্যা হয়।' অভিনেত্রীর কথায়, 'আমার যতটুকু সৌন্দর্য আলহামদুলিল্লাহ আছে সেটা আল্লাহ প্রদত্ত। হয়ত আমার বাবা-মায়ের জন্য পেয়েছি। আর ফ্যাশন নিয়ে যদি বলি আমার ফ্যাশন সেন্সটা হয়ত ভালো কারণ ফ্যাশন নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করি।' তিশার ভাষ্য, 'অবসর সময়ে আমি ঘুমাতে ভালোবাসি। আমার যে দিন কাজ থাকে না ভেকেশনে না যায় আর যদি বাসায় থাকি বা আমি একদিনের জন্য ফ্রি থাকি তাহলে ঠিক করি আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবো না।

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন আমির খান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে অনেকদিন ধরে মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানের নতুন প্রেম নিয়ে নানা গুঞ্জন চলেছে। সাবেক স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নাকি 'দঙ্গল' খ্যাত অভিনেত্রী ফাতিমা সানা শেখের প্রেমে পড়েছিলেন আমির। মাসখানিক ধরে চলা সেই গুঞ্জনের মধ্যে আমির খানের পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ফাতিমার। কিন্তু এসবের বাইরেও শোনা গেল নতুন খবর! তৃতীয়বারের মতো নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন আমির খান। বলিউড সূত্রের খবর, এ বছরেই নাকি বিয়ে করতে চলেছেন আমির! তবে পাত্রী কে, প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। জানা গেছে, এবার দক্ষিণের এক লাস্যময়ীর প্রেমে পড়েছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট।

'শাশুড়িমা আমাকে ভয় পায়'-সোহিনী

বিনোদন ডেস্ক : ওপার বাংলার এখনকার সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। তার অভিনীত নতুন ছবি 'অমর সঙ্গী' মুক্তি পেয়েছে সদ্যই। ছবিটি সোহিনীর জীবনে নাকি খুব স্পেশাল্ল! কারণ হিসেবে নায়িকা জানান, তার বাস্তবজীবনের সম্পর্কের কথা। গত বছরের মাঝামাঝিতে সংগীতশিল্পী শোভনের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন সোহিনী। গণমাধ্যমকে নায়িকা জানালেন, 'অমর সঙ্গী' ছবির শুটিংয়ের সময়ই নাকি শোভনের সঙ্গে আলাপ, প্রেম হয় সোহিনীর। এরপর আসে সোহিনীর দাম্পত্য প্রসঙ্গ। নায়িকার কথায়,'এখনই বেশি কিছু বলব না। কয়েকটা বছর যাক।' তবে শাশুড়ির সঙ্গে নিজের সমীকরণ নিয়ে অকপট নায়িকা। বললেন, 'আমার সংসারে শাশুড়ি-বৌমার রসায়নটা আলাদা। বাড়ি ফিরে ফ্রিজের কোন তাকে কী আছে, কী রান্না হলো সেই নিয়ে আমি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি। এই বাড়িতে আমার মা, আর ওই বাড়িতে আমার শাশুড়িমা আমাকে ভয় পায়। শোভন তো বলে কে শাশুড়ি, কে বউমা বোঝার উপায় নেই।'

পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে অস্কারের মঞ্চে অলিভিয়া

বিনোদন ডেস্ক : জীবনের শুরুটা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে শুরু করেন বর্তমানে আন্তর্জাতিকমানের সেরা অভিনেত্রী অলিভিয়া কোলম্যান। হলিউডের এ অভিনেত্রী প্রমাণ করেছেন জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে না পরে প্রবল ইচ্ছায় সাফল্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব। অভিনেত্রী হওয়ায় অনেকেই মনে করেন শোবিজ দুনিয়ার তারকাদের জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা রঙে রঙিন। দর্শকরা জাকজমকপূর্ণ সাফল্যের গল্পটা জানলেও অনেকেই হয়ত জানেন না অভিনেত্রীদের ধূসর জীবনের কথা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি নরফোকের নরউইচে জন্মগ্রহণ করেন অলিভিয়া। বিশ্বে এ নামে পরিচিত হলেও অভিনেত্রীর আসল নাম সারা ক্যারোলিন কোলম্যান। সারার বাবা কিথ কোলম্যান ছিলেন একজন চার্টার্ড সার্ভেয়ার। মা ম্যারি (জন্মনাম লিকি) ছিলেন একজন নার্স। তবে নার্স হওয়ার পাশাপাশি একজন ব্যালে ড্যান্সারও ছিলেন ম্যারি। মায়ের সে গুণ থেকেই সারার অভিনয় ও নাচের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। পড়াশুনা করেন নাট্যকলা নিয়ে। ওই সময় অর্থ উপার্জনের জন্য পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে কাজ করেন সারা। ১৯৯৯ সালে স্নাতক সম্পন্ন করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটলাইটস ড্রামাটিক ক্লাবে অডিশন দেন। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় অভিনেতা ডেভিড মিচেল ও রবার্ট ওয়েবের। অভিনয়ে ক্যারিয়ার শুরুর সময় নাম নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন সারা। যুক্তরাজ্যে শিল্পী সংগঠনে একই নামে আরেকজন শিল্পী থাকায় নামের বিড়ম্বনা এড়াতে নিজের পছন্দের বান্ধবীর নামকে আপন করে নিয়ে সারা ফেলে অলিভিয়া রাখেন। ২৬ বছর বয়সে তিনি টিভি সিরিজ দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন। তবে তখনো অভিনয়ে ক্যারিয়ার শুরু নিয়ে দোটানায় ছিলেন অলিভিয়া। তবে পরের গল্পটা কেবলই অর্জনের। 'দ্য লস্ট ডটার', 'দ্য লবিস্টার', 'দ্য ফেবারিট', 'দ্য বিয়ার', 'দ্য ক্রাউন' কাজগুলো তাকে পরিণত করে অনন্য অভিনেত্রী হিসেবে। হলিউডে অলিভিয়াই একমাত্র অভিনেত্রী যিনি বাফটা পুরস্কারে একই সঙ্গে সেরা অভিনেত্রী, কমেডি অভিনেত্রী ও পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়শিল্পী হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন। অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে অর্জনের ঝুলিতে রয়েছে একটি একাডেমি পুরস্কার, একটি প্রাইমটাইম এমি পুরস্কার, তিনটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার, চারটি বাফটা পুরস্কার, চারটি বিফা পুরস্কার, দুটি স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড পুরস্কার, বিএফআই ফেলোশিপ পুরস্কার, ব্রিটিশ একাডেমি টেলিভিশন পুরস্কার, অস্কার পুরস্কারসহ অসংখ্য অর্জন।

এবারের গ্র্যামি উপস্থাপনা করতে যাচ্ছেন টেলর সুইফট

বিনোদন ডেস্ক : ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এবার উপস্থাপক হিসেবে অভিষেক করতে যাচ্ছেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা টেলর সুইফট। আজ রোববার লস অ্যাঞ্জেলসের ক্রিপ্টো ডটকম অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে মর্যাদাপূর্ণ এই সংগীত অনুষ্ঠান। গ্র্যামির আয়োজক রেকর্ডিং অ্যাকাডেমি গত শুক্রবার এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। লিখেছে, 'এই রোববার গ্রামি অ্যাওয়ার্ডসে আমাদের সঙ্গে থাকছেন টেলর সুইফট। আপনারা সবাই প্রস্তুত তো? ক্রিপ্টো ডটকম অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জমকালো এই আয়োজন। এদিকে সুইফট এদিন মঞ্চে গান পরিবেশন করবেন কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে তিনি এ বছর গ্র্যামির ৬ ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন। তার অ্যালবাম ঞযব ঞড়ৎঃঁৎবফ চড়বঃং উবঢ়ধৎঃসবহঃ পেয়েছে 'অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার' এবং 'সেরা পপ ভোকাল অ্যালবাম'-এর মনোনয়ন। এছাড়া পোস্ট ম্যালোনের সঙ্গে তার গান 'ঋড়ৎঃহরমযঃ' পেয়েছে 'রেকর্ড অব দ্য ইয়ার', 'সং অব দ্য ইয়ার' এবং 'সেরা মিউজিক ভিডিও' ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন। অন্যদিকে গ্রেসি অ্যাব্রামসের সঙ্গে তার 'টং' গানটি সেরা পপ ডুয়ো/গ্রুপ পারফরম্যান্স বিভাগে মনোনীত হয়েছে।

মঞ্চে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সাবিনা ইয়াসমিন

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ বিরতির পর গানের মঞ্চে ফিরেছিলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন তার গান। এমন সময় হঠাৎ মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়েন সাবিনা। এরপর তাকে নেওয়া হয় গুলশানের একটি হাসপাতালে। সাবিনা ইয়াসমিনের এই অসুস্থতার খবর গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেন সংগীতশিল্পী জাহাঙ্গীর সাইদ। তিনি বলেন, 'সাবিনা আপার ভার্টিগো সমস্যা রয়েছে। হঠাৎ গাইতে গাইতে তিনি ভার্টিগো সমস্যায় পড়েন। এরপর মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড ধরতে গিয়ে ভারসাম্য রাখতে পারেননি, পড়ে যান।' জাহাঙ্গীর বলেন, 'এরপর তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা প্রাথমিক সব চিকিৎসা করেন। রাত সাড়ে ১০টার সময় আমরা আপাকে নিয়ে বাসার দিকে রওনা করেছি। এখন আপা পুরোপুরি ঠিক আছেন।

ব্যাটারিচালিত রিকশাকে বর্বর যান বললেন খুশি

বিনোদন ডেস্ক : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মারাত্মক আহত হয়েছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি। চোখের ওপরে ভয়াবহ আঘাত পেয়েছেন তিনি। হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি ১০টি সেলাই দিতে হয়েছে তার কপালে। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে বিষয়টি জানান এ অভিনেত্রী। গত শুক্রবার ফেসবুকে শাহনাজ খুশি লেখেন, 'বেশি না, মাত্র ১০টা সেলাই পড়েছে। এ আর এমন কি বলেন? চোখটা অন্ধ হয় নাই, হয় নাই ব্রেইন হ্যামারেজের মতো শেষ অবস্থা! সেটাই তো অনেক বেশি পাওয়া! এ তেমন কিছু না, চোখের ওপরের সেনসেটিভ জায়গায় মাত্র ১০টা সেলাই লেগেছে! আমি যে প্রাণে বেঁচে আছি, এ জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি!' সেই সঙ্গে অনুরাগী ও অনুসারীদের সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি লেখেন, 'কিচ্ছু চাই না আমি, শুধু যে মায়েরা-বাবারা ছোট্ট বাচ্চাটার হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে স্কুলে আসেন, অথবা নানান প্রয়োজনে রাস্তায় যান, তাদের সতর্ক করতে পোস্টটা দিলাম। আমি হয়তো ভেঙেচুরে বেঁচে গেছি, কোনো বাচ্চা এ আঘাত নিতে পারবে না! ব্যাটারিচালিত অসভ্য-বর্বর যানবাহনটি এবং তার অসভ্য চালক থেকে সর্বদা সতর্ক থাকবেন। যদিও আমি গলির ভেতরের রাস্তায়, প্রাতভ্রমণ শেষে, অতি সর্তকতার সঙ্গেই একেবারে কিনার দিয়ে হেঁটে ফিরছিলাম!

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বীরদর্পে চলে গেছে! ওরা মেধাবী যানচালক, কারো জীবনের ক্ষতির তোয়াক্কা করে না!' শাহানাজ খুশি আরও লেখেন, 'আপনার এবং আপনার সন্তানের দায়িত্ব একান্তই আপনার। আজ চারদিন পরও মাথার অর্ধেকে কোনো বোধশক্তি নাই! জানি না স্বাভাবিক চেহারায় ফিরবো কি না, সেটা যদিও ফিরি, রক্তাক্ত সেই পথে পড়ে থাকা সকালের ট্রমা অনেককাল ভুলবো না!' ঈদের নাটকের শুটিং নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছিলেন শাহনাজ খুশি। দুর্ঘটনার জেরে সেসব নাটকের কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে। এমনকি কবে আবার নাটকের কাজ শুরু করবেন সেটাও নিশ্চিত নয়।

এবার বলিউডে অভিষেক হতে যাচ্ছে মালা বিক্রেতা মোনালিসার

বিনোদন ডেস্ক : ভারতে চলতি বছরের মহাকুম্ভের মেলা এবার ঘুরিয়ে দিল ভাগ্যের চাকা। সেখানে পা রেখে রাতারাতি ইন্টারনেট সেনসেশন হয়ে উঠেছেন এক নারী! মূলত মহাকুম্ভের মেলায় পাথরের মালা বিক্রি করতেই যান তিনি, নাম মোনালিসা। ইতোমধ্যে এই নারীকে নিয়ে উত্তাল দেশটির নেটিজেনরা। এর আগে মোনালিসাকে নিয়ে শোনা গেছে নানান জল্পনা। দক্ষিণের আল্লু আর্জুনের নায়িকা হওয়ার নাকি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এই জল্পনার মধ্যে এবার নতুন খবর, বলিউডে অভিষেক করতে যাচ্ছে মোনালিসা! দক্ষিণী সিনে ইন্ডাস্ট্রির খবর এখনও পাকা না হলেও হিন্দি সিনে দুনিয়ায় মোনালিসার পা রাখা প্রায় নিশ্চিত। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সনোজ মিশ্রর পরিচালনায় 'দ্য ডায়েরি অফ মণিপুর' সিনেমায় অভিনয় করতে চলেছেন মহাকুম্ভের এই ভাইরাল স্টার। সম্প্রতি পরিচালক খোদ মোনালিসার মাহেশ্বরের বাড়িতে ঘুরে এসেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। সেখান থেকে ছবি পোস্ট করেই সনোজ মিশ্র মোনালিসার বলিউড ডেবিউয়ের খবর দেন। জানা গেল, আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সেই ছবির শুটিং শুরু হবে। তখনই যোগ দেবেন কুম্ভ মেলা থেকে ভাইরাল হওয়া সোশাল সেনসেশনও। পরিচালনার পাশাপাশি 'দ্য ডায়েরি অফ মণিপুর' ছবির গল্পকারও সনোজ নিজেই।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

রাজশাহী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ঈশ্বরদী দাশুড়িয়া মোড় গোলচত্বরে ফুলের বাগান। চলতি পথে দৃষ্টিনন্দন এ বাগান পথচারী ও যাত্রীদের নজর কাড়ে। দাশুড়িয়া মোড়, ঈশ্বরদী, পাবনা।

চাঁদপুরে বিনামূল্যে চিকিৎসা, চক্ষুসেবা ও শীত বস্ত্র বিতরণ

এফএনএস (চাঁদপুর) : চাঁদপুর জেলা সদরের পুরাণবাজার এলাকায় মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গতকাল শনিবার দিনব্যাপি সহস্রাধিক মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, চক্ষুসেবা ও শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। ফেইথ বাংলাদেশ , এম,খান ফাউন্ডেশন , উইমেন্স ইম্পাওয়ারমেন্ট অর্গানাইজেশন, ইনার হুইল ক্লাব, উইমেন ইন মাল্টিলিটারাল এগ্রিকালচার, বেঙ্গল সিস্টারহুড কনসোর্টিয়াম, অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, মাঝহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হসপিটাল (চাঁদপুর), বিজয়ী - নারী উন্নয়ন সংস্থা, ,ব্রাইটার লাইফ স্কুল, বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যান সমিতি এবং গ্রীন বাংলা নিউজ এর যৌথ আয়োজনে ১০০০ দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, চক্ষুসেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, হুইল চেয়ার ও ঔষধ, চশমা বিতরণের এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ফেইথ বাংলাদেশ এর এক্সেকিউটিভ ডাইরেক্টর ও ইনারহুইল ক্লাব আরশি ঢাকা এর সভাপতি এবং বিজয়ী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর এডভাইজার নিলুফার আহমেদ করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গ্রীন বাংলা নিউজের সম্পাদক আশিক খানের পরিচালনায় দিনব্যাপী এই স্বেচ্ছাসেবা মূলক কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার মিনহাজ খান ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং বিজয়ী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর সভাপতি খালেদা ইয়াসমিন রুবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুরাণবাজার হরিসভা মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গনেশ চন্দ্র দাস, এনটিভির জেলা প্রতিনিধি মো. শরিফুল ইসলাম, চাঁদপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবী এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক মো. নজীর মিয়াজী অপু, দৈনিক আদি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক এমরান হোসেন রাজন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উইমেন ইন মাল্টিলিটারাল এগ্রিকালচার এর সাধারণ সম্পাদক মিস ফাহমিদা সুলতানা,বিজয়ী নারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক তানিয়া ইশতিয়াক খান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির পরিচালক বাবু গোপাল সাহা, নাট্যকার অভিজিৎ আর্চাযী। স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করেন চাঁদপুর মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হসপিটাল (চাঁদপুর) এর চিকিৎসকগণ, ঢাকা ও চাঁদপুরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবৃন্দ এবং টিম বিজয়ীর ভলেনটিয়ারবৃন্দ।

সরিষাবাড়ীতে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে সেলিম স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম। উপজেলার কামরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে চার শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেলিম স্মৃতি সংসদের সভাপতি রবিউল ইসলাম রবির সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও থানা যুবদলের আহবায়ক এ কে এম ফয়জুল কবীর তালুকদার শাহীন, জেলা বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম পিন্টু, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক খায়রুল ইসলাম শ্যামল, সেলিম স্মৃতি সংসদের সাধারন সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম উজ্জ্বলসহ অনেকেই। এসময় জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম বলেন, সারা দেশের ন্যায় সরিষাবাড়ীতেও শীত জেঁকে বসেছে। এই শীতে কোনো দুঃস্থ মানুষ যেন কষ্ট না পায়, সেজন্য সরকারী ও বেসরকারি ভাবে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। এভাবেই শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। এসময় কম্বল পেয়ে খুশি সুবিধাবঞ্চিত ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষেরা।

মেঘনায় অবৈধ বালু বহনকারী ২ টি বাল্কহেডসহ আটক ৭

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে অবৈধ বালু বহনকারী ২ টি বাল্কহেডসহ ৭ জন দুষ্কৃতিকারীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন অধিনস্থ বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর কর্তৃক চাঁদপুর সদর সংলগ্ন পুরাণবাজার রনাগোয়াল এলাকার মেঘনা নদীতে অবৈধ বাল্কহেড এবং ড্রেজার জব্দের একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন উক্ত এলাকা হতে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে অবৈধ ভাবে বালু বহনকারী ২টি বাল্কহেডসহ ৭ জন দুষ্কৃতিকারীকে আটক করা হয়।

মণিরামপুরে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আলোচনা সভা

মণিরামপুর, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের মণিরামপুরে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) আয়োজনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১২টার সময় মণিরামপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল লতিফ। বিজয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সহকারী মহাসচিব আমিনুর রহমান মধু।

ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাহারি প্রজাপতি। খিলাছড়ি চৌধুরী ছড়া মুখ, রাঙামাটি

কালীগঞ্জে বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জ মসলিন কটন মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে বিদ্যালয়ের মাঠে হা-মীম গ্রুপের কনসালটেন্ট একেএম মাহফুজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য একেএম ফজলুল হক মিলন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মসলিন কটন মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার দাস। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ফজলুল হক কুসুম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ হা-মীম গ্রুপের জোনাল ই ডি, কর্নেল (অব.) মাহফুজুল হক, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোলায়মান আলম, কালীগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন আরমান মাষ্টার, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদ আহমেদ মৃধা, কালীগঞ্জ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহীম প্রধান প্রমুখ। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবির মাষ্টার, প্রচার সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান খান লাভলু, কালীগঞ্জ পৌর বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেন খান বাবু, গাজীপুর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-সভাপতি ইনজামুল হক জাকির, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জাকির হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ইয়াছিন মোল্লা, জাঙ্গালীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নেছার আহমেদ নুহু, পৌর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মু. শহীদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী, কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের আহবায়ক মো. কায়েস ইসলাম, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রাশিদুল হাসান রিপন, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সিনিয়ন যুগ্ম আহবায়ক আবুল হোসেন প্রিন্স ও পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক লাবিব হাসান লাবু প্রমুখ। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য, শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেয়াপারাপারের ট্রলারসহ চালক অপহরন

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর খেয়াঘাটের ট্রলারসহ চালক মাহাবুবুল ইসলামকে (৫০) রাতে অপহরন করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তার স্ত্রী বাদি হয়ে গতকাল বাবুগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে শিকারপুর সন্ধ্যা নদীতে যাত্রীবেশে ৫/৬ জন দুর্বৃত্তরা বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়ার (রাহুতকাঠী) ঘাট থেকে পারাপার হওয়ার জন্য মাহাবুবুলের ট্রলারে ওঠে ট্রলারসহ তাকে (মাহবুবুল) অপহরন করে নিয়ে যায়। এসময় সন্ধ্যা নদীর মধ্যে মাছ ধরার জেলেরা নদীর মধ্যে ডাকচিৎকারের আওয়াজ শুনে এগিয়ে আসার আগেই অপহরকারীরা ট্রলারসহ চালককে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেছেন। অপহৃত মাহাবুবুল উজিরপুর উপজেলার মুন্ডপাশা গ্রামের সেকান্দার আলীর ছেলে। সে দীর্ঘদিন থেকে শিকারপুর খেয়াঘাটের মাঝি হিসেবে ট্রলার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। উজিরপুর মডেল থানার ওসি আব্দুস সালাম জানিয়েছেন, বিষয়টি শুনে রাতেই মাহাবুবুলের সন্ধানে দুই থানার পুলিশ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন।

পাংশায় আজিজ সরদার স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

পাংসা, রাজবাড়ি প্রতিনিধি : রাজবাড়ীর পাংশায় প্রথমবারের মত মরহুম আব্দুল আজিজ সরদার স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর খেলা শুরু হয়েছে। পাংশা ক্রিকেট একাডেমীর আয়োজনে গতকাল শনিবার পাংশা সরকারি কলেজ মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। মরহুম আব্দুল আজিজ সরদারের ভাই মো. শওকত আলী সরদারের সভাপতিত্বে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে এ টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন, পাংশা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আইয়ুব আলী সরদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাংশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস.এম. আবু দারদা। উল্লেখ্য মরহুম আব্দুল আজিজ সরদার ছিলেন পাংশা পৌরসভার প্রথম মেয়র।

ধামইরহাটে অতি দরিদ্র পরিবারে নগদ অর্থ ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাট শর্তসাপেক্ষে অতি দরিদ্র পরিবারে মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা অডিটোরিয়ামে ওয়ার্ল্ড ভিশনের ধামইরহাট এপি'র আয়োজনে ৩২৩টি অতি দরিদ্র পরিবারের গৃহিনীদের প্রত্যেকের মোবাইল একাউন্টে ১৮ হাজার টাকা করে মোট ৫৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এসব টাকা বিতরণ করেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন ধামইরহাট এরিয়া প্রোগাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত এপি ম্যানেজার ডেনিশ তপ্নের সভাপতিত্বে এ সময় ধামইরহাট প্রেসক্লাবের সদস্য সচিব অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজু, যুগ্ম আহবায়ক মাসুদ সরকার, সদস্য রেজুয়ান আলম, উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু মুছা স্বপন, মডেল প্রেস ক্লাবের সভাপতি অরিন্দম মাহমুদ, ওয়ার্ল্ড ভিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার নাথন চৌকিদারসহ বিকাশ প্রতিনিধি ও উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বড়াইগ্রামে অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ী পুড়ে ছাই

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় অগ্নিকান্ডে কফিল উদ্দিন নামের এক কৃষকের বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপজেলার মাঝগাঁও ইউনিয়নের ছাতিয়ান গাছা গ্রামে এ অগ্নিকান্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কফিল উদ্দিন জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়ে দ্রুত সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে আধাপাকা বাড়ির টিনসেডের ৬টি কক্ষ ও রান্না ঘরসহ ঘরে থাকা নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়, ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটার, ধান ও চাল-ডালসহ যাবতীয় আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলেও ঘরে থাকা কিছুই রক্ষা করতে পারেননি তারা। পরে খবর পেয়ে বনপাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে আনুমানিক ৪০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে জানান ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক। বনপাড়া ফায়ার স্টেশন অফিসার আকরামুল হাসান জানান, সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

চাঁদপুরে স্বরস্বতীর পূজোর আমেজ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : বিদ্যার দেবী স্বরস্বতী পূজোর আমেজে চাঁদপুর শহরের কালীবাড়ী মন্দিরে প্রতীমা কেনাবেচায় শেষ মূহুর্তে ব্যস্ততা বেড়েছে। এবারে দুদিন ব্যাপী পূজোর তারিখ হলেও পূজোর অঞ্জলীর নির্ধারিত সময় কম। কালীমন্দিরে গিয়ে এ ব্যস্তাতা দেখা যায়। কালীমন্দিরের সদস্য রতন মিত্র বলেন, প্রতীমা বিক্রিতে মন্দিরে ৬শ' থেকে শুরু করে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতীমার দাম হাকানো হচ্ছে। একই সাথে পূজোর অন্যান্য উপকরণ ও মিষ্টান্নও বেচাকেনা হচ্ছে মন্দিরে। এই হাট বসানোর পূর্বে মন্দিরে সবরকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দামের সামঞ্জস্যতা রাখতে তৎপরতা নেয়া হয়েছে। চাঁদপুর জেলা যুব ঐক্য পরিষদের সদস্য সচিব পার্থ গোপাল দাস বলেন, ইতিমধ্যেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ পাড়া মহল্লায় পূজোর প্যান্ডেল ও সাজ সজ্জার কাজ শেষ। আমি চাই নির্বিগ্নে পূজোর কাজ সমাপ্ত করতে। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মোঃ বাহার মিয়া বলেন, স্বরস্বতি পূজোকে ঘিরে নিরাপত্তা জোড়দারে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছি। আশা করছি সনাতন ধর্মালম্বীরা তাদের পূজো নির্বিগ্নে করতে পারবেন।

নাজিরপুরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সরকারি বই বিক্রীর অভিযোগে

নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের নাজিরপুরে সরকারি বই বিক্রির অভিযোগে ডুমরিয়া নেছারিয়া বালিকা আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা একে এম ফজলুল হক সহ প্রতিষ্ঠানটির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নুরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এ মামলাটি দায়ের করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাহিদুল ইসলাম। জানা গেছে, মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ একে এম ফজলুল হক অবৈধ ভাবে বইসহ মালামাল বিক্রির জন্য চতুর্থ শেণীর কর্মচারী নুরুল ইসলামকে বলেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী দপ্তরি নুরুল ইসলাম স্থানীয় এক ভাঙ্গাড়ি ক্রেতা মামুনের কাছে গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে মাদ্রাসার প্রায় ১৫ শত কেজি বই বিক্রি করে দেন। তার সঙ্গে ৫ টি পুরাতন টিউবয়েলের মাথা, ব্রিজের এঙ্গেল বিক্রি করেন। ওই পুরাতন বইয়ের সঙ্গে ২৫ সালের নতুন বইও পাওয়া গেছে। পুরাতন বইয়ের মধ্যে ২২, ২৩, ২৪ সালের বইয়ের কিছু কিছু ব্যান্ডিল এখনো খোলা হয়নি। এ বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান, আইন অনুযায়ী বিনামূল্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে সরবরাহ করা সরকারি বই বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সরকারি বই বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় আমি বাদী হয়ে মামলা করেছি। নাজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ আল ফরিদ ভূইয়া বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাদী হয়ে একটি এজাহার দিয়েছেন, তার এজাহারের প্রেক্ষিতে মামলা রুজু করা হয়েছে, এবিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কালীগঞ্জে তামাক চাষে ঝুঁকছে কৃষক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে বিগত এক বছরে তামাক চাষের লক্ষমাত্রা চার গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। তামাক চাষের নিরৎসাহিত করতে কৃষি অফিসের পরামর্শ প্রদান করলে ও কৃষকরা যেন মানতে নারাজ। যেহেতু তামাক চাষ করে তারা অধিক লাভবান হচ্ছে এ কারনে তারা কৃষি াফিসের কোন কথাই মানছে না। বিশেষ করে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষকদের নানা ভাবে উৎসাহিত করে তামাক চাষ করিয়ে থাকে। কালীগঞ্জে কৃষক নান্নু মীরের শরীরে মরণঘাতী ব্যাধি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে অনেক আগেই। পরিবারে রয়েছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় দুই ছেলে, এক মেয়ে। স্ত্রী নিয়ে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি ব্যক্তি নান্নু মীর। কৃষি কাজ করে তার কোন রকম জীবন চললেও ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। বিগত কয়েক বছর তিনি নিজ জমিতে সবজি চাষ করে তেমন একটা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। যে কারণে তার নিকটতম আত্নীয় সজদের নিষে করা সত্বেও এ বছর তিনি সবজি চাষ তুলে দিয়ে ৬ বিঘা জমিতে তামাক চাষ শুবু করেছেন। পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও মাটির গুনাগুনের মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি জেনেও তিনি সংসার চালাতে অনেকটা বাধ্য হয়েই তামাক চাষ করেছেন। নান্নু মীরের লাগানো ৬ বিঘা জমিতে তামাক গাছের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। গত বছর অক্টোবর মাসে জমিতে তামাকের চারা রোপণ করেছিলেন তিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলবে তামাকের পাতা সংগ্রহ এবং তাপ দিয়ে শুকানোর কাজ। এরপর শুকানো তামাক পাতা কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ২২৬ থেকে ২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করবেন। তামাক চাষের তামাক পাতা শুকানোর ঘর নির্ণান, এসওপি সার এবং চাষের অন্যান্য খরচ বাবদ আর্থিক সার্বিক সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশচ নামের একটি কোম্পানি। উক্ত কোম্পানির মাঠ কর্মী সার্বক্ষণিক তাদের চাষাবাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। জমি থেকে উৎপাদিত তামাক তিনি ওই কোম্পানির নিকটই বিক্রি করবেন। ৬ বিঘা জমিতে তামাক চাষে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা ব্যায় হলেও উৎপাদিত তামাক বিক্রি হবে আনুমানিক ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। মূলত তামাক উৎপাদনের আগে কোম্পানি গুলোর দর নির্ধারণ,বিক্রির নিশ্চয়তা,চাষের জন্য সুদ মুক্ত ঋণ,কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও পরামর্শদানের সুবিধার কারণেই কালীগঞ্জ উপজেলার পাঁচকাহুনিয়া গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে কৃষক নান্নু মীর তামাক চাষ শুবু করেছেন। নান্নু মীরের মানবদেহে ক্যান্সার রোগের নিরাময় এই তামাক পাতা জেনেও আর্থিক লাভের কারণে একই গ্রামের নিতাই পদ সরকারের ছেলে কৃষক অসীম কুমার সরকার ৮ বিঘা,রঞ্জন কুমার রায়ের দুই ছেলে প্রশান্ত কুমার রায় ৫ বিঘা ও উত্তম কুমার রায় ৫ বিঘা, বাবর আলী ছেলে জাকির হোসেন ৪ বিঘা পার্শ্ববর্তী গ্রামের পারখিদ্দা গ্রামের হুজুর আলী ছেলে সোহাগ হোসেন ১৮ বিঘা তামাক চাষ করেছেন। তামাকের গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের সময় সন্নিকটে হওয়ায় তামাক চাষিরা এখন নিজ নিজ বাড়িতে তামাকের পাতা তাপের মাধ্যমে শুকানোর ঘর নির্মাণে ব্যস্ত সময় পার করছেন। চলতি বছর কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াট, পাচকাহুনিয়া এবং পারখিদ্দা গ্রামের মাঠে ১০ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হচ্ছে। বিগত বছর এই গ্রামের মাঠ গুলোতে মাত্র ২ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ ছিল। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির মাঠ কর্মী শিপন হোসেন বলেন,কালীগঞ্জ উপজেলায় ২৫ জন চাষী এবার তামাক চাষ করছেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে আমি এইসব কৃষকদের তামাক চাষে নিয়মিত খোঁজ খবর নিচ্ছি ও সহযোগিতা করছি।গত বছরের থেকে এ বছর তামাক চাষ বেড়েছে বলেও তিনি যোগ করেন। কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনি বলেন,তামাক চাষে কৃষকদের আমরা বরাবরই নিরুৎসাহিত করে আসছি। তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক গুলো আমরা মাঠ দিবস এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে কৃষকদের মাঝে বিস্তারিত বলে থাকি। কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি তামাক চাষের পরিবর্তে উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদের জন্য। ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলায় কম-বেশি তামাক চাষ হলেও হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, সদর ও মহেশপুরে বেশিচাষ হয়। ঝিনাইদহ কৃষি বিভাগ বলছে, ব্রিটিশ - অ্যামেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশন-ালসহ অন্যান্য তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানি গুলো চাষিদের চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তামাকের চারা রোপণ থেকে শুবু করে সার-কীটনাশক কেনার জন্য কৃষকদের অগ্রিম টাকা প্রদান করে ও উৎপাদিত তামাক কেনার নিশ্চয়তা দেয়। এই কারণে খাদ্য জাতীয় ফসল বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা তামাক চাষের দিকে ঝুকছে।

লাল মাথা বসন্তবাউরি পাখিটি বটফল খাচ্ছে। কাপ্তাই রাম পাহাড়, রাঙামাটি।

সেতু ভেঙে পড়ায় বরগুনার দশ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলী উপজেলা শহরের মাছ বাজার সংলগ্ন খালে বড়বগী ইউনিয়নের সাথে নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযুক্ত সেতুটি ভেঙে পড়েছে। এতে অন্তত ১০ গ্রামের মানুষের চলাচলে চরম দূর্ভোগে পড়েছে এলাকার মানুষ। উপজেলার সদরে আসতে ও যেতে ওই সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সেতু ছিল। গত শুক্রবার সকালে তা হঠাৎ ভেঙে পরে। বিকল্প সড়ক না থাকায় এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডিঙি নৌকা দিয়ে খাল পার হয়ে উপজেলা সদরে আসা-যাওয়া করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, , প্রায় ২৫ বছর পূর্বে এলজিইডি ওই ভেঙে পড়া সেতুটি নির্মাণ করেছিল। ২০০7 সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর দীর্ঘ ১৭টি বছর অনেকটা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকলেও সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি এলজিইডি ও জনপ্রতিনিধিরা। অনেকটা বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বড় অংকুজানপাড়া, খোট্টারচরসহ ১০টি গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী চলাচল করতো ওই সেতু দিয়ে। সেতুটির ভেঙে পড়ায় সবচেয়ে বেশি দূর্ভোগের শিকার হয়েছে শিক্ষার্থী, কৃষক, জেলে ও রোগীরা। উপজেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও তালতলী বাজার বহুমুখী সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মাহবুবুল আলম মামুন বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ওই সেতুটি নির্মাণ করেছিল। প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডরে সেতুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর গুরুত্বপূর্ণ ওই সেতুটি মেরামত ও নতুন করে নির্মাণের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বারবার দাবী করা হলেও বিগত আওয়ামী সরকার ও জনপ্রতিনিধিরা কোন কর্নপাত করেনি। বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়েই ১০ গ্রামের মানুষ ওই সেতুটি দিয়ে চলাচল করতো। তিনি আরো বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন দ্রুত বিকল্প চলাচলের পথ তৈরি করে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

টাঙ্গাইলের হুগড়া ইউনিয়নে শীত বস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল সদর উপজেলা হুগড়া ইউনিয়নে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল। গতকাল শনিবার দুপুরে হুগড়া ইউনিয়নের আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৫ শতাধিক শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের কম্বল বিতরণী কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল। শীত বস্ত্র পেয়ে পারুল আক্তার বলেন, ফরহাদ ইকবাল খুব ভালো মানুষ, ফরহাদ ইকালের জন্য দোয়া করি, আমি কম্বল পেয়ে অনেক খুশি। আমাদের পাশে ফরহাদ ইকবাল থাকলে আমরা তাকে ভোট দিবো।

ইন্দুরকানীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষ আহত৫

জিয়ানগর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : ইন্দুরকানীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষ গুরুত্বর আহত-৫। ইন্দুরকানী সরকারি কলেজ সংলগ্ন এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, ক্রয় সম্পত্তি জমিতে মাটি কাটা নিয়ে হেলাল কাজি ও সৌদি প্রবাসি হেমায়েত মাতুব্বারের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক স্থানীয় লোকজন মিমাংসা করিয়া দেয়। পরে হেলাল কাজির স্বজনা এসে ঐ জমিতে মাটি কাটা বাধা দেয়। বাধা দিলে উভয় মধ্যে সংঘর্ষ ছরিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা হেলাল কাজি ও তার লোকজনকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখে পুলিশকে খবর দিলে হেলাল কাজিকে উদ্ধার করে থানা নিয়ে আসে। সংর্ঘষে হেমায়েত মাতুব্বর, হাসিব মাতুব্বর, বিউটি বেগম,বিলকিস বেগম ও হেলাল কাজি আহত হয়।

নিষিদ্ধ ট্যাবলেট ভায়াগ্রাসহ ফেনসিডিল উদ্ধার

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : সীমান্তো এলাকায় নিষিদ্ধ যৌন উত্তেজক বড়ি ভায়াগ্রা ও ভারতীয় ফেনসিডিল জব্দ করেছে ৫৮ বিজিবি। উপজেলার কুসুমপুর ও বেনীপুর থেকে বিজিবি এসব অবৈধ দ্রব্য উদ্ধার করে। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি অধিনায়ক লে কর্নেল মোঃ রফিক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কুসুমপুর বিওপির সীমান্ত পিলার-৬১/১৬-এস হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পিপুলবা-ড়িয়া গ্রামের. মিজানুর রহমানের কাঠাল বাগানের মধ্যে হতে আসামি বিহীন ১৫০ পিস ভারতীয় ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

বাড়ির পাশের জমিতে শুকাতে দেওয়া হয়েছে ধানের নাড়া। এক নারী তা উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন। রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই নাড়া। সিলেট।

সান্তোসে নেইমারের আবেগঘন প্রত্যাবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক : ভিলা বেলমিরোয় হাজার হাজার সমর্থক একসঙ্গে সমস্বরে গেয়ে উঠলো, দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক। নেইমারের ফিরে আসায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের সমর্থকরা এতটাই খুশি যে, তাকে পূনরায় উপস্থাপন করার অনুষ্ঠানটা হয়ে উঠলো লোকে লোকারণ্য। নেইমার যখন মঞ্চে উঠে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন, তখন সমর্থকরা গেয়ে উঠেছিলেন, 'রাজপুত্র আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন।' সাও পাওলোর ভিলা বেলমিরো কিংবদন্তি ফুটবলার পেলের স্মৃতিধন্য। এই মাঠেরই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সান্তোসের হয়ে খেলেছিলেন পেলে। এখান থেকেই বেড়ে উঠেছিলেন নেইমার। ২০১৩ সালে বার্সেলোনায় গিয়ে প্রায় একযুগ ইউরোপ এবং এশিয়ায় কাটালেন তিনি। এবার আবার ফিরলেন ঘরের মাঠে। ঘরের ছেলে ফিরে এলেন ঘরে। নেইমারের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে আয়োজন করা হয় জমকালো কনসার্টের। তবে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেই বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে ২০ হাজারের বেশি সমর্থক হাজির হয়েছিলো মাঠে। নেইমারও আনন্দাশ্রুতে, আবেগময় বার্তায় নিজের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখলেন। দর্শকরা শুধু গাইলেন না। তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিলো ব্যানার। যেখানে লেখা, দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক। স্টেডিয়ামের বাইরে এআই দিয়ে তৈরি করা বিশাল এক গ্রাফিতি। যেখানে আঁকা হয়েছে নেইমারের মাথার মুকুট। ১০ রিয়াল করে দিয়ে টিকিট কিনে সমর্থকরা নেইমারের প্রত্যাবর্তনে মেতে উঠেছিলেন নাচ, গান, আতশবাজি আর ফুটবল মিলিয়ে তিন ঘণ্টার মূল আয়োজনে। সৌদি আরব থেকে গত বৃহস্পতিবার সকালে ব্যক্তিগত বিমানে করে সাও পাওলোতে উড়ে আসেন নেইমার। কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সান্তোসে যান তিনি হেলিকপ্টারে করে। গিয়েই চুক্তি সইয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। এরপর মূল আয়োজন শুরুর আগে অনুশীলন মাঠে গিয়ে নতুন সতীর্থ ও ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করে আসেন তিনি। 'দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক' শিরোনামে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় সান্তোসের ফেসবুক পাতায়। শৈশবে এই ক্লাবে পা রাখা থেকে তার বেড়ে ওঠা ও নায়ক হয়ে ওঠার পথচলা তুলে ধরা হয় সেখানে। ১৮ নম্বর জার্সি দিয়ে শুরু করে সান্তোসে ১১ নম্বর জার্সি গায়ে দেন নেইমার। এবার পাচ্ছেন ক্লাবের 'আইকনিক' ১০ নম্বর জার্সি। যে জার্সি গায়ে এই ক্লাবে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন পেলে। যে জার্সি এই ক্লাবে খেলে তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বকালের সেরাদের একজন। ওই ভিডিওতে পেলেকে সর্বোচ্চ সম্মান জানিয়েই তার জার্সি উত্তরাধিকার হলেন নেইমার। পেলে যে তাকে বলেছিলেন সান্তোসে ফিরতে, সেটিও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। নেইমার বলেন, 'কিং পেলে, আপনার ইচ্ছা আমার কাছে আদেশের মতো। সিংহাসন ও মুকুট এখনও আপনার, কারণ আপনি চিরন্তন। তবে এই ১০ নম্বর, যে পবিত্র জার্সি প্রতিনিধিত্ব করে সান্তোস ও গোটা বিশ্বের অনেক কিছু, সেই জার্সি গায়ে চাপানো আমার জন্য সম্মানের। আপনার উত্তরাধিকারের সম্মান রাখতে সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' তুমুল আতশবাজির শব্দে আর আলোর ঝলকানির মধ্যে মাঠে প্রবেশ করেন নেইমার। সমর্থকদের অভিনন্দনের জবাব দেন দীর্ঘ সময় ধরে। এক পর্যায়ে সবার উদ্দেশে বলেন, 'ফিরতে পেরে আমি খুবই খুশি। একসঙ্গে দারুণ সময় আমরা কাটিয়েছি এখানে। আরও অনেক কিছু দেখানোর ও করার বাকি আছে।' সমর্থকরা এক পর্যায়ে চিৎকার করে ড্রিবলিং দেখতে চান। সেটা দেখিয়ে নেইমার বলেন, 'নান্দনিক খেলার সাহস দেখাতে ঘাটতি থাকবে না আমার।

২ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএলে আগ্রাসী আচরণের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো শাস্তি পেয়েছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের পেসার তানজিম হাসান সাকিব। আগের বার জরিমানা হলেও এবার দুই ম্যাচে নিষিদ্ধ; সাথে পেয়েছেন ৪টি ডিমেরিট পয়েন্ট। বিপিএলে পাওয়া শাস্তির কারণে ডিপিএলে ২ ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকবেন সাকিব। ২৪ মাসে চার ডিমেরিট পাওয়ার শাস্তি হিসেবেই দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেলেন। তানজিম সাকিবের এই শাস্তি শুধু কার্যকর হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেটেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে তার কোনো বাধা নেই। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাংলাদেশ দলে আছেন এই পেসার। বিপিএলে তার দল সিলেট স্ট্রাইকার্স গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে।

শ্রীলঙ্কাকে লজ্জাজনক হার উপহার দিলো অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের ফল যেন ঠিক হয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার রানপাহাড়ের জবাবে লঙ্কানদের প্রথম ইনিংসে ধসের পর। ফলোঅনে পড়া শ্রীলঙ্কা পরাজয়ের ব্যবধান কতটা কমাতে পারে, সেটাই ছিল দেখার। তবে ঘরের মাঠেও লজ্জা থেকে বাঁচতে পারলো না শ্রীলঙ্কা। তাদের টেস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজয়ই উপহার দিলো অস্ট্রেলিয়া। গল টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে এক ইনিংস এবং ২৪২ রানে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে এটিই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় জয়। আর নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরাজয় লঙ্কানদের। এর আগে ২০১৭ সালে নাগপুরে ভারতের কাছে ইনিংস এবং ২৩৯ রানের হারই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়। উসমান খাজার ২৩২ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস আর স্টিভেন স্মিথ ও জশ ইংলিশের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ৬৫৪ রানের পাহাড় গড়ে ইনিংস ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল ঘোষণা দিলো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাদের শক্তিশালী দল ঘোষণা করল। মোহাম্মদ রিজওয়ানের নেতৃত্বে ঘরের মাঠের টুর্নামেন্ট খেলবে পাকিস্তান। চলমান বিপিএলে পারফর্ম করে মেগা ইভেন্টের জন্য জাতীয় দলে ডাক পেলেন খুশদিল শাহ, উসমান খান ও ফাহিম আশরাফ। বড় আকারের কোনো চমক নেই। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ওপরই ভরসা রেখে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অবশ্য নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে রিজওয়ান-বাবররা। এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) পারফর্ম করে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ঢুকলেন খুশদিল শাহ, উসমান খান ও ফাহিম আশরাফ। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলা খুশদিল, চিটাগং কিংসের উসমান খান দেশে ফিরে গেলেও ফরচুন বরিশালকে টেবিল টপার করার অন্যতম নায়ক ফাহিম আশরাফ এখনও বাংলাদেশে। ১১ ম্যাচে ২০ উইকেট পাওয়া ফাহিম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। উসমান খানের ব্যাট থেকে আসে এবারের বিপিএলের প্রথম সেঞ্চুরি। আর খুশদিল শাহ ২০২৫ বিপিএলে দাপুটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছেন। ১০ ম্যাচ খেলা খুশদিল ব্যাটিংয়ে ১৭৫.২৯ স্ট্রাইকরেটে ২৯৮ রান করেছেন। দুই বার পেয়েছেন ফিফটির দেখা। পাশাপাশি বল হাতে শিকার করেন ১৭ উইকেট, ইকনোমিও চোখে পড়ার মতো ৬.০৩। শাহীন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হারিস রউফ ও মোহাম্মদ হাসনাইনকে সাজানো হয়েছে পাকিস্তানের পেস অ্যাটাক। ৩ অলরাউন্ডারের সাথে স্পিনার কেবল আবরার আহমেদ। অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের সাথে ব্যাক-আপ উইকেটকিপার হিসেবে স্কোয়াডে উসমান খান। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ নিচ্ছে মোট ৮ দল। এর মধ্যে 'এ' গ্রুপে আছে স্বাগতিক পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও নিউজিল্যান্ড। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়েই স্বাগতিক পাকিস্তান তাদের অভিযান শুরু করবে। করাচিতে প্রতিপক্ষ হবে নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তান-ভারত হাইভোল্টেজ ম্যাচ আয়োজন করবে দুবাই, ২৩ ফেব্রুয়ারি। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে রাওয়ালপিন্ডিতে। **পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড-** মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), বাবর আজম, ফখর জামান, উসমান খান (উইকেটকিপার), কামরান গুলাম, সৌদ শাকিল, খুশদিল শাহ, সালমান আগা, ফাহিম আশরাফ, তাইব তাহির, আবরার আহমেদ, শাহীন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হারিস রউফ ও মোহাম্মদ হাসনাইন।

প্লে-অফে রিয়ালের প্রতিপক্ষ ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর আগে প্লে-অফেই জমজমাট লড়াই দেখতে যাচ্ছে ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যানচেস্টার সিটি মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। গত তিন মৌসুমেও নক-আউট পর্বে দুই ক্লাবকে মুখোমুখি হতে দেখা গেছে। এবারও মুখোমুখি এবং শেষ ষোলোর আগেই বিদায় নিতে হবে ফেবারিট যে কোনো এক দলকে। গত মৌসুমে কার্লো আনচেলত্তির দল কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছিল পেপ গার্দিওলার দলকে। তার আগের মৌসুমে ম্যানসিটি শেষ চারে হারিয়েছিল রিয়ালকে এবং ২০২১-'২২ মৌসুমে রিয়াল দুরন্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিটিকে ছিটকে দিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি শেষ ষোলোয় নাম লিখেছে লিভারপুল, বার্সেলোনা, অ্যাস্টন ভিলা, আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, লিলে, লেভারকুসেন ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। গ্রুপ পর্বে এই আট দল ছিল সেরা আটে। প্লে-অফের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় পর্ব ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি। **প্লে-অফের ড্রঃ কে কার মুখোমুখি-** ক্লাব ব্রাহা-আটালান্টা, স্পোর্টিং লিসবন-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, ম্যানসিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, সেলটিক-বায়ার্ন মিউনিখ, জুভেন্টাস-পিএসভি, ফেইনুর্দ-এসি মিলান, ব্রেস্ত-পিএসজি, মোনাকো-বেনফিকা।

টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের পাশে নাম লেখালেন মোস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : চলমান বিপিএলে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি মোস্তাফিজুর রহমান। সেরাটা না দিয়ে পারায় দলও প্লে-অফে উঠতে পারেনি। গ্রুপ পর্বের ১২ ম্যাচে ১৩ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। দল ব্যর্থ হলেও একটা সুখবর পেয়েছেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৩৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই পেসার। তার উপরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। ৪৪৪ ম্যাচে ৪৯২ উইকেট শিকার করেছেন দেশসেরা এই ক্রিকেটার।

মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুলনার বিপক্ষে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামা খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ৩৫০ উইকেট পূর্ণ করেন ঢাকা ক্যাপিটালসের এই পেসার। খুলনার বিপক্ষে খেলতে নামার আগে টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজের বোলিং রেকর্ড ছিলো ২৮০ ম্যাচে ৩৪৮ উইকেট। এই ম্যাচে ঢাকার সফল বোলার ছিলেন ফিজ। ৪ ওভারে ১৬ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। ২ উইকেট নিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৩৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন মুস্তাফিজ। ২৮১ ম্যাচের ২৭৯ ইনিংসে ৭৬২৫ রান দিয়ে ৩৫১ উইকেট নিয়েছেন ফিজ।

স্বাস্থ্য

শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের হার ৩১ শতাংশ বাড়ে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গরমকালের তুলনায় শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের হার বাড়ে ৩১ শতাংশ। বিশেষ করে তাপমাত্রা যখন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকে, তখন হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে সেই ঝুঁকি চার গুণ বেড়ে যায়। শীতে হার্ট অ্যাটাক রোধে যা করণীয়- হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত হলো অ্যাকিউট চেস্ট পেইন। তবে হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ স্ত্রী ও পুরুষভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। বেশির ভাগ সুস্থ মানুষ শীতের সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তবে যাঁদের করোনারি আর্টারিতে কোলেস্টেরল বা ফ্যাট জমার প্রবণতা থাকে, তাঁদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় এই সময়। ঝুঁকি বেশি যাঁদের আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন ব্যক্তি। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের রোগী। ধূমপায়ী। যাঁরা বসে বসে কাজ করেন বেশি অথবা কায়িক পরিশ্রম করেন না। **কারণ,** হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণ দায়ী নয়। এ ক্ষেত্রে বয়স, পারিবারিক ইতিহাস, জেনেটিক কারণ, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল ইত্যাদি বিষয় দায়ী হতে পারে। তবে শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের জন্য কিছু কারণকে দায়ী করা হয়। যেমন : **রক্তনালি সংকুচিত হওয়া,** শীতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দেহের রক্তনালিগুলো আগের তুলনায় কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে ধমনিতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এতে কাঁপুনি আসা, মেটাবলিক রেট বেড়ে যাওয়া, এমনকি হার্ট অ্যাটাকের সমস্যাও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরলসহ একাধিক সমস্যাও এই আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। **হৃদযন্ত্রে অক্সিজেনের ঘাটতি,** দেহের তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্রে অক্সিজেনের চাহিদা ও রক্তসংবহনেও পরিবর্তন আসে। তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমলে রক্তনালির রক্তপ্রবাহ সংকুচিত হয়, ফলে হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়ে। তখন হৃৎপিণ্ডে বেশি পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আর অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হৃৎপিণ্ডকে

জোরে জোরে পাম্প করতে হয়। এতেই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে। **শরীরচর্চা বা কায়িক শ্রমের ঘাটতি,** এই সময় ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে শরীরচর্চা বা কায়িক শ্রমও কম হয়। এতে রক্তনালিতে রক্ত চলাচল কম হয়। এর প্রভাবেও বেড়ে যায় হৃদরোগের আশঙ্কা। **হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া,** শীতকালে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। বেশি পরিশ্রম হয় হৃৎপিণ্ডের। ফলে রক্ত জমাট বেঁধে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। **শীতকালে হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে করণীয়,** কিছু সতর্কতা মেনে চললে শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে বলে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে আগাম সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যা করা উচিত তা হলো : যাঁদের হৃদযন্ত্র দুর্বল, ভোরের ঠাণ্ডা বা কুয়াশা এড়িয়ে চলতে হবে তাঁদের। নিয়মিত হালকা শরীরচর্চা করতে হবে। ঠাণ্ডা লাগাবেন না মোটেই। গরম সুতি কাপড় পরে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। প্রয়োজনে মাথা ও কান ঢাকা টুপি, হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করুন, মোজা পরুন। গোসলের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে বাথরুমে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালবেন না। একটু রয়েসয়ে পানি ঢালুন। বেশি ঠাণ্ডা মনে হলে পানি হালকা ফুটিয়ে নিন। আবার যাঁরা গরম পানিতে গোসল করতে পছন্দ করেন, তাঁরা বাথরুমে গিয়ে প্রথমে পায়ে পানি ঢালুন।

আয়রন পাওয়া যায় যেসব খাবারে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মানব শরীরের জন্য একটি প্রয়োজনীয় মিনারেল হলো আয়রন। এটি মেটাবলিজমে সহায়তা করে। আমাদের শরীর পর্যাপ্ত আয়রন না পেলে রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে। রক্তস্বল্পতা থেকে ক্লান্তি, বমিভাব ও হার্টে সমস্যা (যেমন- অনিয়মিত হার্টবিট) হতে পারে। একারণে চিকিৎসকেরা গর্ভবতী নারী, ঘন মাসিকের নারী, শিশু বা অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে, মাংস বর্জনকারী লোক, ঘনঘন রক্তদাতা, পরিপাকতন্ত্রের রোগী ও কিছু ক্যানসার রোগীদের আয়রন সাপ্লিমেন্ট প্রেসক্রাইব করেন। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারের অন্তর্গত অ্যাকাডেমি অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্সের মতে- প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ৮ মিলিগ্রাম, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ১৮ মিলিগ্রাম ও গর্ভবতী নারীর ২৭ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন হয়। এটা মনে রাখা ভালো যে প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়রন বিপদজনক হতে পারে। যাদের বয়স ১৪ বছরের বেশি তাদের সর্বোচ্চ লিমিট হচ্ছে ৪৫ মিলিগ্রাম। অতিরিক্ত আয়রন গ্রহণে কেবল বমিভাবের মতো ছোটখাট উপসর্গ নয়, অর্গান ড্যামেজও হতে পারে। তাই মিনারেলটির সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। আপনি ডায়েটে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার সংযোজন করে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এখানে আয়রন পাওয়া যায় এমনকিছু খাবারের তালিকা দেয়া হলো। * **কলিজা:** কলিজা অনেকেরই পছন্দের খাবার নয়, কিন্তু এটা হলো আয়রনের অন্যতম সর্বোত্তম উৎস। ৪ আউন্স কলিজাতে ৭ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে।

ছোট একটা পরিবর্তনে পেটের সমস্যা দূর করা সম্ভব

স্বাস্থ্য ডেস্ক : অনেকেই পেটের নানা ধরণের জটিলতায় ভোগেন। তার জন্য অনেক দামী ওষুধ সেবন করেন। কিন্তু খুব ছোট একটা পরিবর্তন আনলেই পেটের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। খাবারটি যাই হোক না কেনো খাবারটিকে খেতে হবে কলাপাতায় মুড়ে অথবা কলাপাতার প্লেটে। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে রাতের খাবার পর্যন্ত স্টিলের অথবা কাচের প্লেটেই খাওয়ার অভ্যাস প্রায় সকলেরই। কিন্তু এই নিয়মেই আনতে হবে পরিবর্তন। ফিরিয়ে আনতে হবে অনেক পুরনো কিছু রীতি। তাহলেই কোনো বিপদজনক রোগ আর শরীরে বাসা বাঁধতে পারবে না। ভারতের কিছু চিকিৎসকদের মতে, কলাপাতার রসের প্রচুর গুণ রয়েছে। যা খাবারের সাথে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং অতিরিক্ত কোনো পরিশ্রম ছাড়াই শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। কারণ কলাপাতার রসে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি ও ট্যানিন। শরীরে টনিকের কাজ করে এর রস। তবে কলাপাতার রস করে খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। খাবারটি কলাপাতায় খেলেই হবে। এছাড়াও কলাপাতায় খেলে জ্বর সর্দি, পায়খানার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

অবাক করার বিষয় হলো দক্ষিণ ভারতে এখনো প্রচলিত রয়েছে কলা পাতায় খাওয়া। কারণ সেখানে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিসে আশ্চর্য উপকারে আসছে কলাপাতায় খাবার খেলে। শুধু তাই নয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশা, রক্তস্বল্পতা, চর্মরোগে কলাপাতার রস যাদুর মতো কাজ করে। এমনকি লিভারের সমস্যা দূর করে। স্বাস্থ্যকর কলাপাতায় রয়েছে পলিফেনল নামক একটি পদার্থ এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। তাই কলাপাতায় খেলে খাবারের সঙ্গে পলিফেনল মিশে মানব শরীরে পুষ্টি জোগায়।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ৭টি খাবার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য ভিটামিন সি এর বিকল্প নেই। ভিটামিন সি এর রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আমরা সবাই ভিটামিন সি বলতে কমলালেবুকে বুঝি। তবে কমলালেবু ছাড়াও ভিটামিন সি এর আরো অনেক উৎস রয়েছে। একটি মাঝারি সাইজের কমলালেবুতে ৬৯.৭ গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। **পেঁপে:** সমীক্ষা বলছে পেঁপে আপনার হজম উন্নত করে। এ ছাড়া ত্বক ফর্সা করে, সাইনাসের সমস্যা দূর করে এবং হাড়কে শক্তিশালী করে। একটি পেঁপেতে ৮৮.৩ গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। **স্ট্রবেরি:** এক কাপ স্ট্রবেরিতে ৮৭.৪ গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। কেবল এটিই নয়, স্ট্রবেরি আপনাকে ফোলেট এবং অন্যান্য যৌগ সরবরাহ করে যা হার্ট ভালো রাখে। **ফুলকপি:** ভাপানো বা রান্না করা যে ফুলকপি হোক না কেন একটি ফুলকপি থেকে আপনি ১২৭.৭ গ্রাম ভিটামিন সি পাবেন। সেই সাথে রয়েছে ৫ গ্রাম ফাইবার ও ৫ গ্রাম প্রোটিন। **আনারস:** আনারসে ব্রোমেলিন রয়েছে যা হজমে সহায়তা করে। ব্রোমেলাইন একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যা আপনাকে ওয়ার্কআউটের পর দ্রুত স্বস্তি এনে দেবে। একটি আনারসে ৭৮.৯ গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। **ব্রকলি:** ব্রকলি ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। একটি ব্রকলিতে রয়েছে ১৩২ গ্রাম ভিটামিন সি আর ফাইবার। **আম:** আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। একটি মাঝারি সাইজের আমে ভিটামিন সি রয়েছে ১২২.৩ গ্রাম। **লাল মরিচ:** লাল মরিচে ক্যালোরি কম ও ভিটামিন সি রয়েছে। মন মেজাজ উন্নত রাখতে পারে এই মরিচ। ১০০ গ্রাম লাল মরিচে ১২৭.৭ গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। **ব্রাসেলস স্প্রাউটস:** ছোট বাঁধাকপিতে এমন উপাদান রয়েছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। এতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস ও ফাইবার রয়েছে। একটি ব্রাসেলস স্প্রাউটসে ৭৪.৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

ত্বকের টানটান ভাব দূর করে দই

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মিষ্টি জাতীয় খাবারের মধ্যে অন্যতম দই। দেশের যেকোনো আয়োজনে দই থাকবেই। দই ছাড়া মিষ্টির স্বাদ কোনোভাবেই সম্পূর্ণ নয়। তবে দই যে শুধু খাওয়া যায় এমনটা কিন্তু নয়। ত্বকের যত্নেও দই চমৎকার ভূমিকা রাখে। ত্বকে দই নানাভাবে কাজ করে। ত্বকের টানটান ভাব দূর করতে সক্ষম। ত্বকে পাতলা করে দই ম্যাসাজ করতে হবে এবং ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। তবে আধা কাপের মতো বেসনের সাথে ৪ থেকে ৫ টেবিল চামচ দই এবং কয়েক ফোটা লেবুর রস অথবা গোলাপজল মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে সেটা ত্বকে লাগাতে হবে। শুকিয়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসেবেও দই ব্যবহার করা যেতে পারে। ত্বক যতই শুষ্ক হোক না কেন, দই ত্বককে হাইড্রেট রাখে। ত্বকের গুনাগুণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। পরিমাণমতো দই নিয়ে তাতে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিতে হবে। প্যাকটি ত্বকে এবং ঘাড়ে ম্যাসাজ করতে হবে। ভালো করে ম্যাসাজ করে ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে।

কোনটা খাবেন, আঙ্গুর না কিসমিস?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আঙ্গুর আমাদের সবার অনেক পচ্ছন্দের ফল আর এই আঙ্গুর শুকিয়ে কিসমিস হয়। আঙ্গুর যেমন সুস্বাদু ফল তেমনি অনেক মিষ্টি খাবারে কিসমিস ব্যবহৃত হয়। চলুন দেখা নেওয়া যাক আঙ্গুর না কিসমিস কোনটা স্বাস্থ্যকর? **আঙ্গুর না কিসমিস?** প্রথমত আঙ্গুরে প্রায় ৮০% পানি থাকে তবে কিসমিসে মাত্র ১৫% থাকে। আঙ্গুরের তুলনায় কিসমিসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বেশি। আঙুরে আবার কিসমিসের চেয়ে ভিটামিন বেশি থাকে। আঙ্গুরে ভিটামিন কে, ই, সি, বি-১ এবং বি-২ থাকে যার পরিমাণ কিসমিসে কম। **আঙ্গুর ও কিসমিসের প্রকারভেদ:** পৃথিবীতে অনেক ধরণের আঙ্গুর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আমরা সবুজ,কালো ও লাল আঙ্গুর দেখি। রেসভেরট্রোল একটি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা প্রচুর পরিমাণে লাল আঙ্গুর মধ্যে পাওয়া যায় ।আর এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। একইভাবে আপনি সোনালী, কালো এবং সবুজ কিসমিস দেখতে পাবেন। সোনালী কিসমিসে প্রচুর পরিমাণে

ফ্লেভনয়েড থাকার কারণে স্বাস্থ্যকর মনে করা হয়। **ক্যালোরি কোনটার বেশি:** যারা ডায়েট করে তাদের ক্যালোরি মেপে খাওয়া অনেক জরুরী। আঙ্গুরে অনেক কম ক্যালোরি হওয়ায় মানুষ খেতে বেশি আগ্রহী হয় অন্যদিকে আধা কাপ কিসমিসে ২৫০ ক্যালোরি থাকে। অন্যদিকে একই পরিমাণে আঙ্গুরে থাকে ৩০ ক্যালোরি। **পুষ্টির উৎস:** কিশমিশ ফাইবার, পটাসিয়াম, আয়রন এবং প্রয়োজনীয় খনিজের ভালো উৎস ।কিশমিশে টারটারিক অ্যাসিড নামে একটি যৌগ থাকে, যার অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে টার্টারিক অ্যাসিড অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে এবং আপনার অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।